যাঁর প্রতিভায় নাট্য জগৎ স্তম্ভিত

বঙ্গ-রঙ্গ মঞ্চের সেই একনিষ্ঠ সাধক

নট—নাট্যকার—পরিচালক

মাননীয়

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম-এ, মহাশয়ের

করকমলেষু।

গুণমুগ্ধ

আনন্দময়

# যৎকিঞ্চিৎ

খামখেয়ালি পাঠান সম্রাট মহম্মদ তোগলকের জীবন কাহিনী লইয়া রচিত এই নাটক। নাটকে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক সত্য বজায় রাখবার চেষ্টা ক'রেছি! এই নাটক লিখিবার সময় আমি তৎকালীন ইতিহাসের সন্ধান না পাওয়ায় অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া অতি সন্তর্পণে বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চের নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারে গিয়া উঠি। তিনি জ্ঞানী, গুণী, মহৎ ব্যক্তি। তিনি আমার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আমায় কতকগুলি বইয়ের নাম বলিলেন। মহেন্দ্র বাবুর কাছে সে দিন যে সাহায্য পেয়েছি, সে জন্য চির-দিন আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

সত্যম্বর অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গৌরচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রতিভায় এই নাটক দেশবাসীর কাছে প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছে। বন্ধুবর গুরুপ্রসন্ন ঘোষের পরিচালনায় ও মিউজিক ডিরেক্টার পঞ্চানন পালের অপূর্ব্ব সুরের ইন্দ্রজালে এই নাটক লক্ষ লক্ষ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নাটকে যদি কোন দোষ ত্রুটী থাকে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ নিজ গুণে আমায় ক্ষমা করিবেন। ইতি—

প্রমথ

# চরিত্র লিপি

## পুরুষগণ

| | | |
|---|---|---|
| মহম্মদ তোগলক | ... | ভারত সম্রাট। |
| বাহাউদ্দিন | ... | ঐ কোষাধ্যক্ষ। |
| মালেক খসরু | ... | ঐ সেনাপতি। |
| ফিরোজ খাঁ | ... | ঐ সহকারী। |
| পীর বাহারাম | ... | দার্শনিক। |
| গঙ্গু বাহমন | ... | রাজজ্যোতিষী। |
| হাসান | ... | ঐ পালিত পুত্র। পরে বাহমনীরাজ। |
| দীপক | ... | ঐ পুত্র। |
| হরিহর রায় | ... | কম্পিলির প্রধান মন্ত্রী ( পরে বিজয়নগররাজ )। |
| রণমল্ল | ... | ঐ সেনাপতি। |
| মাধববিদ্যারণ্য | ... | ঐ গুরু। |
| ওগ্‌দাই খান্‌ | ... | মোঙ্গলীর দস্যু সর্দ্দার। |

বন্দিগণ, বালকগণ, প্রহরী।

## স্ত্রীগণ

| | | |
|---|---|---|
| স্বাগতা | ... | হরিহর রায়ের স্ত্রী। |
| শিরিণা | ... | মহম্মদের পালিতা কন্যা। |
| গুলনেহার | ... | ঐ বাদী। |
| মুন্না | ... | পীর বাহারামের স্ত্রী। |

নর্ত্তকীগণ।

# অভিযান

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর নবনির্ম্মিত তোরণ সম্মুখ

বন্দিগণ গাহিতেছিল

বন্দিগণ। গীত

জয় হে বিজয়ী বীর! হোক্ তব চির জয়।
তোমার মহিমা ফুটিয়া উঠুক্ বিশাল বিশ্বময়॥
তোমার বিশাল ভারত ভূমি,
পড়ে আছে তব চরণ চুমি,
ওগো ভারত মহান্! উচ্চে উঠিল তোমার নিশান।
ভারত ব্যাপিয়া উঠিছে ধ্বনিয়া তোমারি হউক জয়—তোমারি হউক জয়॥

[ বন্দিগণ গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

[ মালেক খসরু আসিল, মহম্মদ একখানি পত্রপাঠ করিতে করিতে প্রবেশ করিলে মালেক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন ]

মহম্মদ। ( মালেকের দিকে চাহিয়া ) মালেক,—

মালেক। জাঁহাপনা,—

মহম্মদ। বিজয় উৎসবের আয়োজন প্রস্তুত?

মালেক। হ্যাঁ জাঁহাপনা! সম্রাট এখন কতদূরে জনাব?

মহম্মদ। গাজিয়াবাদের সুবেদার সংবাদ দিচ্ছেন, সম্রাট আলিগড় থেকে দিল্লী যাত্রা ক'রেছেন, এবং আজই তিনি দিল্লীতে পৌঁছোবেন।

মালেক। সুবেদার আমায় জানিয়েছেন, যে সম্রাট আপনার দর্শন আশায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিল্লীর দিকে ছুটে আস্‌ছেন।

মহম্মদ। বড় সুসংবাদ মালেক—বড় সুসংবাদ। বার্দ্ধক্য-পীড়িত শিথিল দেহে আমার পিতা ভারত সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলক বাংলার বিদ্রোহ দমন ক'রে বিজয় গর্ব্বে দিল্লীতে ফিরে আস্‌ছেন, এ আনন্দের গুরুভার আর আমি বহন কর্‌তে পারছি না মালেক। তাই বিজয়ী পিতার বিজয় সম্বর্দ্ধনার জন্য শিল্পীশ্রেষ্ঠ আমেদ হোসেনের দ্বারা দিল্লীতে চন্দন কাষ্ঠের এই অপূর্ব্ব তোরণ নির্ম্মাণ করেছি। সম্রাটকে বিজয় অভিবাদন জানাবার জন্য আমি আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন ও সামন্ত নরপতিদের দিল্লীতে আমন্ত্রণ করেছি।

মালেক। শাহজাদা! আপনার বরমঙ্গল ও বিদর দুর্গ জয়ের সংবাদ পেয়ে সম্রাট অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছেন।

মহম্মদ। হ্যাঁ মালেক, আমি যদি বরমঙ্গল ও বিদর যুদ্ধে লিপ্ত হ'য়ে না পড়্‌তাম, তবে বাংলার বিদ্রোহ দমনে আমার বৃদ্ধ পিতাকে যেতে হ'তো না, আমিই ছুটে যেতাম্ বাংলার বিদ্রোহ দমন কর্‌তে—

[ নেপথ্যে জয়ধ্বনি হইল—"জয় ভারত সম্রাট শাহান্‌শা বাদশা গিয়াসুদ্দিন তোগলকের জয়।" ]

[ বাহাউদ্দিন আসিল

বাহাউদ্দিন। শাহজাদা! সম্রাট দিল্লীর তোরণ দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।

মহম্মদ। বাহাউদ্দিন—মালেক খস্‌রু—

উভয়ে। আদেশ করুন শাহজাদা!

মহম্মদ। সসম্মানে সম্রাটকে নিয়ে এসো আমার নব-নির্ম্মিত মীনার তোরণে···না-না, তোমরা নও, আমি নিজে তাঁকে সাদর আহ্বান জানাব।

[ প্রস্থান।

বাহাউদ্দিন। মালেক সাহেব! আপনিও কি শাহজাদার সঙ্গে যাবেন?

মালেক। হ্যাঁ, সম্রাটকে বিজয় অভিবাদন জানাতে আমিও শাহজাদার অনুগামী।

[ প্রস্থান।

বাহাউদ্দিন। মহম্মদ তোগলক শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ ক'রে, বরমঙ্গল-বিদর জয় ক'রে, অপূর্ব্ব রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে, আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে, শান্তিতে ভারতবর্ষ শাসন করবে? আর মহাপরাক্রান্ত আলাউদ্দিন খিলিজির বংশধরকে একমুষ্ঠি অন্নের জন্য তোমার দ্বারে ক্রীতদাস সাজিয়ে রাখবে? না-না, তা হ'তে পারে না, সিংহের বংশে সিংহই জন্মায়, শৃগাল

জন্মায় না। আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যে তোগলক বংশের আধিপত্য আমি কিছুতেই সহ্য ক'রবো না। শক্তিতে না পারি, কৌশলে আমি তোগলক বংশ ধ্বংস কর্‌বো।

[ নেপথ্যে জয়ধ্বনি হইল—"জয় ভারত সম্রাট শাহানশা বাদশাহ গিয়াসুদ্দিন তোগলকের জয়।" ]

বাহাউদ্দিন। সম্রাট বিজয় অভিবাদন গ্রহণ ক'রে নব-নির্ম্মিত মীনারে প্রবেশ কর্‌লেন। এইবার সুরু হবে আমার কাজ। আলাউদ্দিন খিলিজি! তুমি তৃপ্ত হও। পিতা কুতুবউদ্দিন খিলিজি! তুমি বেহেস্ত থেকে চেয়ে দেখ, তোমার পুত্র ভোলেনি গিয়াসুদ্দিন তোগলকের করে তোমার সেই শোচনীয় হত্যাকাহিনী।

[ প্রস্থান।

মহম্মদ আসিল

মহম্মদ। সম্রাট বিজয় অভিবাদন গ্রহণ ক'রে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় দেখে নবনির্ম্মিত তোরণ মীনারে নেমাজ পাঠে মগ্ন হ'য়েছেন। বন্দিগণ সৈন্যগণ, তোমরা এইখানেই অপেক্ষা কর, পিতার নেমাজ শেষে আমরা সকলে একসঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ কর্‌বো।

[ নেপথ্যে ] "সামাল সামাল্ হাতী ক্ষেপেছে—হাতী ক্ষেপেছে।"

মহম্মদ। হাতী ক্ষেপেছে?

দ্রুত মালেক খসরু আসিল

মালেক। শাহজাদা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, কে হাতী ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

মহম্মদ। কে? কে হাতী ক্ষেপিয়ে দিয়েছে?

মালেক। অপরাধীর এখনও সন্ধান পাইনি। পাগ্‌লা হাতীর দল নিরীহ নাগরিকদের নিষ্পেষিত ক'রে মীনারের দিকে ছুটে আস্‌ছে।

মহম্মদ। সর্ব্বনাশ! পাগ্‌লা হাতীর পায়ের চাপে কাঠের মীনার এখুনি যে ভেঙ্গে পড়বে। পিতা! পিতা! নেমে আসুন মীনারের উপর থেকে। হাতী ক্ষেপেছে, মীনার হয়তো এখুনি ভেঙ্গে ফেল্‌বে।

[ নেপথ্যে বহুকণ্ঠে ]। "গেল—গেল—মীনার ভেঙ্গে গেল!"

মহম্মদ। একি! তোরণ টল্‌ছে, মীনার কাঁপ্‌ছে।

মালেক। হো বাদশাহী ফৌজ সামাল সামাল।

[ প্রস্থান।

[ নেপথ্যে গিয়াসুদ্দিন ]। "মহম্মদ! মহম্মদ"!

মহম্মদ। ভয় নাই—ভয় নাই পিতা! বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের ভেতর থেকেও আমি আপনাকে বুকের ভিতর আগ্‌লে নিয়ে আস্‌বো। পিতা! পিতা!

মালেক খসরু আসিল

মালেক। শাহজাদা! শাহজাদা! মীনার ভেঙ্গে গেল।

মহম্মদ। মালেক! মালেক! আমার পিতা ভারত সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলক—

মালেক। নেই।

মহম্মদ। পিতা! পিতা! ( বসিয়া পড়িলেন )

মালেক। শাহজাদা! দুর্ব্বত্তরা হাতী ক্ষেপিয়ে দিয়ে সম্রাটকে মেরেছে।

মহম্মদ। শুধু হাতী ক্ষেপিয়ে দেয়নি মালেক, দিল্লীর দুর্ব্বৃত্ত অধিবাসীরা আজ মহম্মদ তোগলককেও ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

মালেক। শাহজাদা,—

মহম্মদ। পাষণ্ড শয়তানের দল এই দিল্লীর অধিবাসীরা। আমি তাদের জীবন্ত দেহ প্রাচীর গাত্রে প্রোথিত ক'রে অগ্নি-বর্ণ জলন্ত শাঁড়াশী দিয়ে তাদের জিহ্বা উৎপাটিত করবো। নির্ম্মম মৃত্যুর বিভীষিকা দিয়ে দিল্লীর দুর্ব্বৃত্ত অধিবাসীদের তিলে তিলে খুঁচিয়ে মারবো। হত্যার আর্ত্তনাদে দিল্লীর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলবো!

[ উভয়ের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### তুঙ্গভদ্রা তীরস্থ কম্পিনি প্রাসাদ

গীতকণ্ঠে মাধব বিদ্যারণ্য আসিল

মাধব। :

আমার শ্যামসুন্দর ব্রজগোপাল যশোদা দুলাল বংশীধর।
জাগাতে মানবে নব চেতনায়,
পুলকিত করাতে নব প্রেরণায়,
আবার আসিবে গোপীজনবল্লভ মুরারী মুকুন্দ শ্যাম নটবর
এবার গোপাল, সাজিবে ভয়াল,
প্রলয়ের কালে, নাচিবে অট্টতালে,
আবার শান্তি দানিতে, শান্তিময় রূপেতে,
সাজিবে শান্ত সৌম্য শ্যাম শ্রীধর ॥

স্বাগতা আসিলেন

স্বাগতা। আসুন গুরুদেব! ( মাধবকে প্রণাম করিলেন )

মাধব। থাক্ মা থাক্।

স্বাগতা। অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

মাধব। তীর্থদর্শনে গিয়েছিলাম।

স্বাগতা। কোথায় কোথায় ঘুরে এলেন?

মাধব। মথুরা আর বৃন্দাবন।

স্বাগতা। আর আঁপনার কোথায়ও যাওয়া হ'বে না। এবার কিছুদিন আপনাকে এখানে থাক্তে হ'বে।

মাধব। হ্যাঁ মা, এখন কিছুদিন কম্পিনি আশ্রমেই থাক্‌বো। হ্যাঁ মা, হরিহর বাবাজী কোথায় ?

স্বাগতা। তিনি একটু রাজকার্য্যে ব্যস্ত আছেন বাবা।

মাধব। তার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, এখন আসি মা, অন্য সময় আস্‌বো আবার।

[ প্রস্থান।

স্বাগতা। দ্বিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত মাধব বিদ্যারণ্য ! তোমার চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

হরিহর রায় আসিলেন

হরিহর। স্বাগতা,—

স্বাগতা। এসো, আমি তোমারই অপেক্ষা কর্‌ছিলাম।

হরিহর। শুনেছ স্বাগতা ! গুরুদেব তীর্থদর্শন ক'রে ফিরে এসেছেন।

স্বাগতা। হ্যাঁ, তিনি এই মাত্র এখানে এসেছিলেন ?

হরিহর। এসেছিলেন ? কোথায় গেলেন ?

স্বাগতা। আশ্রমে গিয়েছেন !

হরিহর। তাঁকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

স্বাগতা। কেন প্রভু ?

হরিহর। আমি এক মহাসমস্যায় পড়েছি।

স্বাগতা। কি সমস্যা ?

হরিহর। দিল্লীর বাদ্‌শাহী দরবার থেকে আমায় নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে, আমায় দিল্লী যেতে হবে।

স্বাগতা। দিল্লী ? কেন ?

হরিহর। দিল্লীর বাদ্‌শাহ গিয়াসুদ্দিন তোগলক বাংলার বিদ্রোহ দমন ক'রে রাজধানীতে ফিরে আস্‌ছেন। শাহজাদা মহম্মদ আমায় আমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন বিজয়ী বাদশাহর বিজয় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে।

স্বাগতা। তুমি তো দিল্লীর সামন্ত রাজা নও, তবে তোমাকে এই অনুষ্ঠানে আহ্বানের উদ্দেশ্য কি ?

হরিহর। শাহজাদা মহম্মদ লিখেছেন,—বর্ত্তমানে ভারতের নানাদিকে অশান্তি, বিশেষতঃ দুর্দ্ধষ মোঙ্গল দস্যু চেঙ্গিস্‌খানের ভারত আক্রমণের পর হ'তে, বার্‌বার্ মোঙ্গল দস্যুগণ নানা দলে বিভক্ত হ'য়ে ভারতের মধ্যে অবাধ লুণ্ঠন চালিয়েছে। এই সময় ভারতের সমস্ত জাতীয় শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে না পার্‌লে এ দেশকে বিদেশীর অত্যাচার হ'তে রক্ষা করা যাবে না। তাই শাহজাদা মহম্মদ ইচ্ছা করেন, আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সমবেত রাজন্যবর্গ সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলকের পতাকা তলে মিলিত হ'য়ে জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে, যাতে সাক্ষাৎ করেন। তাই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য কম্পিনি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হরিহর রায়কেও দিল্লীতে আমন্ত্রণ করেছেন।

স্বাগতা। কিন্তু, মনে প'ড়ে প্রভু, যখন তুমি ও তোমার সহোদর বুক্কারায় বরমঙ্গলে প্রতাপরুদ্রের সেনাপতি ছিলে, তখন ওই শাহজাদা মহম্মদ বরমঙ্গল ধ্বংস ক'রে তোমাদের দু'ভাইকে বন্দী ক'রে দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিল। এবার কম্পিনি রাজ্যের মন্ত্রীত্ব করবার জন্যে যদি তোমাদের বন্দী ক'রে ?

হরিহর। সে জন্য এবার আর আমরা দু'জনে দিল্লী যাব না। এবার দিল্লী যাব আমি একা।

স্বাগতা। একা ?

রণমল্ল আসিল

রণমল্ল। হ্যাঁ, একা। এবার কম্পিনি রাজ্যের প্রতিনিধি রূপে দিল্লীশ্বরের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন কম্পিনির প্রধান মন্ত্রী হরিহর রায়।

হরিহর। সেনাপতি রণমল্ল! আপনারাও কি এই স্থির করেছেন ?

রণমল্ল। হ্যাঁ অমাত্যবর! আর আপনি বুক্কারায়কে রাজধানীতে ফিরে আস্তে যে পত্র লিখেছেন, সে পত্র আমি তাঁর কাছে পাঠাইনি।

হরিহর। কেন সেনাপতি ?

রণমল্ল। ভেবে দেখলাম নব অধিকৃত উদয়গিরি ত্যাগ ক'রে আসা এখন তাঁর পক্ষে উচিৎ নয়। দিল্লী যাবার যদি বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, তবে আপনি একাই দিল্লী যাত্রা করুন।

হরিহর। আপনাদের সিদ্ধান্তই আমি মেনে নিলাম সেনাপতি!

স্বাগতা। কিন্তু ওই শাহজাদা মহম্মদ একবার আমার স্বামী ও দেবরকে বন্দী ক'রেছিল সেনাপতি!

রণমল্ল। হরিহর-বুক্কারায়কে দিল্লীশ্বর বন্দী করেছিলেন বলেই সেদিন দাক্ষিণাত্যের শতধাবিভক্ত রাজশক্তি এক সঙ্গে

সম্মিলিত হ'য়ে গর্জ্জে উঠেছিল তোগলক সাম্রাজ্যের ধ্বংস কামনায়। সেই সম্মিলিত শক্তির চাপে দিল্লীশ্বর আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে হরিহর-বুক্কারায়কে মুক্তি দিয়েছিলেন। এবারও যদি দিল্লীশ্বরের সেই তুর্ম্মতি ঘটে, তবে তোগলক সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য। হ্যাঁ, দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে এক সেনানী আপনার প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত।

হরিহর। যান্ সেনাপতি, তাঁকে এইখানে নিয়ে আসুন। ( রণমল্লের প্রস্থান। স্বাগতার প্রতি ) যাও দেবী, দেবাদি-দেব শঙ্করের পদে অঞ্জলি দাওগে। আমি সকল দিক ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে তবে দিল্লী যাত্রা ক'রবো।

স্বাগতা। শঙ্করজী! শঙ্করজী! আমার স্বামীর মঙ্গল কর, কম্পিনি রাজ্যের মঙ্গল কর! পূর্ণ কর দেব আমার মনোবাসনা। অসংখ্য পর্ব্বতবেষ্টিত তুঙ্গভদ্রা তীরের এই সৌধশিখরে উড়িয়ে দাও স্বাধীন সার্ব্বভৌম বিজয় নিশান।

[ প্রস্থান।

হাসান আসিল

হরিহর। আসুন—আসুন মহামান্য বাদশাহ প্রতিনিধি।

হাসান। আমার আদাব গ্রহণ করুন মন্ত্রীবর!

হরিহর। আপনি এই তরুণ বয়সে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি হ'য়েছেন?

হাসান। হাঁ রাওজী!

হরিহর। আপনার পরিচয়?

হাসান। আমি দিল্লীশ্বরের একজন সেনানী মাত্র। শাহজাদার আদেশে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত নরপতি ও প্রতিনিধিদের দিল্লীর দরবারে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

হরিহর। শাহজাদা মহম্মদের আহ্বানে ভারতবর্ষের নরপতিগণ সাড়া দিয়েছেন খাঁ সাহেব ?

হাসান। হ্যাঁ রাওজী! শাহজাদা মহম্মদের মহৎ সঙ্কল্পে সকলেই স্বীকৃত হ'য়েছেন। দুর্দ্ধর্ষ মোঙ্গল দস্যু চেঙ্গিস্‌খানের পঞ্চনদ প্রদেশ ধ্বংসের পর, রক্তলোলুপ নরপিশাচ মোঙ্গল দস্যুগণ ভারতের দিকে দিকে অবাধ লুণ্ঠন, হত্যা ও নারী ধর্ষণ করে চলেছে। তাই শাহজাদা মহম্মদ ভারতের সমবেত শক্তিকে এক সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, এশিয়া মহাদেশের দুষ্ট ক্ষত মোঙ্গলীয় দস্যুর আবাসস্থল মধ্যচীন ধ্বংস ক'রে, এশিয়া মহাদেশকে কলঙ্ক মুক্ত করতে চান।

হরিহর। শাহজাদা মহম্মদের প্রস্তাব আমি সমর্থন করি খাঁ সাহেব! কিন্তু, গিয়াসুদ্দিন তোগলকের সর্ব্বগ্রাসী নীতিকে আমি সমর্থন কর্‌তে পারি না। তোগলক সম্রাটের বরমঙ্গল ধ্বংস ও বিদর অধিকারে আমরা দিল্লীশ্বরের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি।

হাসান। বিদর-বরমঙ্গল ধ্বংস ক'রে একদিকে যেমন সম্রাট আপনাদের বিরাগ ভাজন হয়েছেন, তেম্‌নি অন্যদিকে দেখুন রাওজী, শাহজাদা মহম্মদ রাজকোষের প্রভূত অর্থব্যয়ে, বরমঙ্গল ও বিদর পুনঃ নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলক্‌ যে ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রেছেন,

শাহজাদা মহম্মদ সম্রাটের অবর্ত্তমানে তিনমাস রাজ্যশাসন ক'রে সে ক্ষমতার অতি অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উদার রাজনীতি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল প্রজার হৃদয় জয় করেছে।

হরিহর। শাহজাদা মহম্মদের মহৎ চরিত্র আমার অজ্ঞাত নয় খাঁ সাহেব! তিনি নিজে মুসলমান হ'য়ে হিন্দু গঙ্গুকে করেছেন তাঁর প্রধান সহচর। ধর্ম্মের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, হিন্দু কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গঙ্গুর সঙ্গে শাহজাদার অবাধ মেলা-মেশায় সত্যই আমরা প্রীত খাঁ সাহেব! কিন্তু দিল্লী যাবার পূর্ব্বে আমি আপনার কাছে একটী প্রতিশ্রুতি চাই।

হাসান। কি বলুন?

হরিহর। শাহজাদা মহম্মদের প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে আমি নিঃসন্দেহে সম্রাট গিয়াস্থুদ্দিন তোগলকের সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হ'তে পারি?

হাসান। আপনার কথার অর্থ?

হরিহর। শাহজাদার মারফৎ সম্রাট কোন নূতন ষড়যন্ত্র—

হাসান। রাওজী! সম্রাট গিয়াস্থুদ্দিন তোগলক্ আজ বার্দ্ধক্য-পীড়িত, স্থবির, বৃদ্ধ। শাহজাদা মহম্মদই এখন সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, নামে মাত্র সম্রাট গিয়াস্থুদ্দিন তোগলক্ ভারত সম্রাট। রাওজী! যদি আপনি হাসান বাহমনকে বিশ্বাস করতে পারেন, তবে শাহজাদা মহম্মদ তোগলক্‌কে বিশ্বাস ক'রে নিঃশঙ্ক চিত্তে সম্রাট গিয়াস্থুদ্দিন তোগলকের আমন্ত্রণে উপস্থিত হ'তে পারেন।

হরিহর। যদি দিল্লীতে আমার কোন বিপদ উপস্থিত হয় ?

হাসান। তার জন্য দায়ী রইল হাসান বাহমনের শির।

মাধব বিদ্যারণ্য আসিলেন

মাধব। হাসান বাহমন! হাসান বাহমন! কই, কোথায় হাসান বাহমন ?

হরিহর। এই যে আপনার সম্মুখে গুরুদেব!

মাধব। সত্য বল যুবক, কি তোমার পরিচয় ?

হাসান। আমি গঙ্গু বাহমনের ক্রীতদাস। দিল্লীশ্বরের একজন সামান্য মুসলমান সেনানী মাত্র।

মাধব। না-না, তুমি সামান্য নও—তুমি সামান্য নও। তুমি মুসলমান নও।

হাসান। ব্রাহ্মণ!

মাধব। তুমি হিন্দু, তুমি রাজা, তুমি রাজ্যেশ্বর।

হাসান। বলবেন না—ও কথা বলবেন না, পিতা বলেন—

মাধব। তোমার পিতা গঙ্গু বাহমন ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাঁকে এ কথা বল্‌তেই হবে। তিনি যে জ্যোতিষী, তাঁকে এ কথা বল্‌তেই হবে।

হাসান। না—না ব্রাহ্মণ! আমি অনাথ দরিদ্র বালক, ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হয়েছিলাম গুজরাটের প্রকাশ্য বিপণীতে। ব্রাহ্মণ গঙ্গুবাহমন আমাকে ক্রয় করে সন্তান-স্নেহে বুকে ক'রে নিয়ে এলেন নিজ গৃহে। সেই থেকে পুত্র-স্নেহে তিনি আমায় লালন-পালন করেছেন, সম্রাট দরবারে

নিয়ে গিয়ে দিয়েছেন সম্মান, দিয়েছেন প্রভূত ক্ষমতা। তাঁরই অনুকম্পায় আজ আমি সামান্য ক্রীতদাস হ'তে দিল্লীশ্বরের সৈন্যাধ্যক্ষ। এ পদোন্নতিতে আমি তৃপ্ত, আমি গৌরবান্বিত। কিন্তু পিতা বলেন—এ তোমার চরম গৌরব নয়, আমি হব রাজা, আমি হব রাজ্যের ঈশ্বর।

মাধব। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওই তোমার ললাট পটে জ্বল জ্বল করছে রাজ চক্রবর্ত্তী চিহ্ন। তুমি সেই— তুমি সেই—

হাসান। সত্য বল ব্রাহ্মণ, কে আমি? কি আমার পরিচয়?

মাধব। তুমি বরমঙ্গল রাজ প্রতাপরুদ্রের কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত সন্তান। তুমি হিন্দু—তুমি রাজ্যেশ্বর।

[প্রস্থান।

হাসান। না, না ব্রাহ্মণ! অসম্ভব। আমি হিন্দু নই, আমি রাজ্যেশ্বর নই। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দীর্ঘ-শ্বাস—তুচ্ছ ক্রীতদাস।

হরিহর। খাঁ সাহেব! যদি কোনদিন অসম্ভব সম্ভব হয়, তবে এই দীনবন্ধু হরিহর রায়ের শুভেচ্ছা—

হাসান। সে অসম্ভব, সম্ভব হবে কিনা জানি না, তবে হরিহর রায়ের শুভেচ্ছা চিরদিন মনে থাক্‌বে। আজ হতে বুক্কারায়ের মত আমিও কনিষ্ঠ ভাই।

হরিহর। এসো ভাই, আমি তোমার সৌহার্দ্দ লাভ ক'রে গৌরবান্বিত। ( উভয়ের আলিঙ্গন )

হাসান। ততোধিক সৌভাগ্য আমার রাওজী! যান, আপনি দিল্লী যাত্রার আয়োজন করুন, আমি অতি শীঘ্রই দিল্লীতে আপনার সঙ্গে মিলিত হব।

হরিহর। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না ভাই?

হাসান। না রাওজী! মরক্কো দেশীয় ভূপর্য্যটক ইবন্-বাতুতা সম্প্রতি ভারতবর্ষের পঞ্চনদ প্রদেশে এসেছেন। শাহজাদা মহম্মদের আদেশ—আমায় সেই ভূপর্য্যটককে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী ফিরে যেতে হবে।

[ প্রস্থান।

হরিহর। শাহজাদা মহম্মদের উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তবে ভারতে আবার শান্তি রাজ্য স্থাপিত হবে। আর এই সুযোগে যদি কোন ছলনার জাল বিস্তার করতে চায়, তবে আসমুদ্র হিমাচলের বুকে আবার প্রলয় গর্জ্জনে বেজে উঠবে রণ-দামামা।

[ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

### গঙ্গুর কুটীর

বই, খাতা, কলম হস্তে দীপক আসিল

দীপক। গীত

সোণার ভারত আবার আসিবে ফিরে।
বাজিবে মৃদঙ্গ শঙ্খ ভারতের ঘরে ঘরে॥
সোণার দেশের সোণার ছেলে,
নূতন দেশ গ'ড়ব মোরা অবহেলে,
বিজয় গর্ব্বে উড়িবে নিশান হিমাদ্রির ওই উচ্চ শিরে॥
নাশিয়া দেশের শঙ্কা ভয়,
উচ্চকণ্ঠে গাহিব দেশের জয়,
নব জীবনের প্রথম প্রভাতে ওগো জননী প্রণতি জানাই তোমারে॥

পীর বাহারাম ও মুন্না আসিল

পীর। ঠাকুরমশাই বাড়ীতে আছেন? ঠাকুরমশাই—

দীপক। কে, দাত্নসাহেব?

পীর। হ্যাঁ ভাই—

দীপক। আরে এ কে দিদিসাহেবা? বলি ব্যাপার কি দাত্নসাহেব, একেবারে যে মাণিকজোড়ে হাজির?

পীর। গুরুতর ব্যাপার ভাই, বলি তোমার বাপ্‌জান কোথায়?

দীপক। আমিতো বলতে পারি না দাত্নসাহেব !

পীর। কোথায় গেছেন, কিছু বলে যান নি ?

দীপক। আমি এইমাত্র পাঠশালা থেকে আস্‌ছি। আমার সঙ্গে এখনো বাবার দেখা হয়নি,...হ্যাঁ দিদিসাহেবা, হঠাৎ কি মনে ক'রে একেবারে যুগলে আমাদের বাড়ী এসে হাজির হ'লে ?

মুন্না। তোমার 'দাত্নসাহেবের সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া হয়েছে।

দীপক। তা বেশ হ'য়েছে, দিদিসাহেবা, তুমি ভাই ওই বুড়োর সঙ্গে দিনে দশবার ক'রে ঝগড়া কর্‌বে।

পীর। কেন, কেন ? আমার সঙ্গে ও শুধু শুধু ঝগড়া কর্‌বে কেন ?

দীপক। কেন কর্‌বে না ? তুমি এই বুড়ো বয়সে যদি আমার এই দিদিসাহেবার মত টুক্‌টুকে সুন্দরীকে বিয়ে কর্‌তে পার, তবে দিদিসাহেবাও তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে পারে।

পীর। আরে না-না, তুমি ছেলে মানুষ, এ সব প্রাচীন ব্যাপার তুমি বুঝতে পার্‌বে না।

দীপক। এই সহজ কথাটা না বুঝবার কি আছে ?

পীর। তুমি বুঝতে পেরেছ ?

দীপক। নিশ্চয়ই পেরেছি।

পীর। কি বুঝেছ, বল ?

দীপক। দিদিসাহেবার আর তোমাকে পছন্দ হ'চ্ছে না।

পীর। তুমি এঁচড়ে পেকে গেছ, তোমার আর কিচ্ছু হবে না।

মুন্না। এতে আর পাকাপাকির কি আছে? যা সত্য ঘটনা ও তাই বলেছে। তুমি এই বুড়ো বয়সে কেন আমায় সাদী কর্‌লে তাই বল?

পীর। আরে আমি কি তোমায় সাদী করেছি?

দীপক। এতো বড় তাজ্জব ব্যাপার! দাদুসাহেব, তুমি যদি দিদিসাহেবাকে বিয়ে ক'রনি, তবে দিদিসাহেবা তোমার বিবি হ'লো কি ক'রে?

পীর। সাদী তো হ'য়েছে, কিন্তু সেকি আমি করেছি?

দীপক। তবে তোমার হ'য়ে অন্য কেউ তোমার বিবিকে বিয়ে করেছে নাকি?

পীর। আরে না-না, তা কর্‌বে কেন? কথাটা হচ্ছে কি জান?

দীপক। তুমি না বল্‌লে আর কি ক'রে জান্‌বো বল?

পীর। কথাটা হ'চ্ছে—তোমার দিদিসাহেবাই আমায় সাদী করেছে।

মুন্না। কি? আমি জোর করে তোমায় সাদী করেছি? মরণদশা আমার! আমি আর দিল্লী শহরে খসম্ খুঁজে পেলাম না। শেষকালে কিনা পাকাচুলওয়ালা দাঁতফোক্‌লাকে জোর ক'রে সাদী ক'রেছি। ছিঃ-ছিঃ! আমার মত নওযোয়ানীর আবার খসমের ভাবনা?

পীর। আমি কিন্তু সত্য কথাই বল্‌ছি, আমি তোমায় সাদী করিনি।

মুন্না। আমিও সত্য কথা বল্‌ছি, আমি তোমায় সাদী করিনি।

দীপক। তুমি ওকে বিয়ে করনি ও তোমায় বিয়ে করেনি, তাহ'লে তোমাদের বিয়েটা হ'লো কি ক'রে ?

পীর। সাদী কিন্তু ভাই আমাদের ঠিকই হ'য়েছে, আর তার সাক্ষী তোমার বাপজান্। তিনিই মন্ত্র প'ড়ে আমাদের সাদী দিয়েছেন।

দীপক। তাহ'লে তুমিই দাদুসাহেব ওকে বিয়ে করেছ ?

পীর। আরে না-না, ও-ই আমায় সাদী ক'রেছে ?

মুন্না। ফের্ মিথ্যে কথা ? মিথ্যে কথা বল্‌লে দোজাকের গুদামখানায় পচে মর্‌তে হ'বে।

পীর। আরে না-না, মিথ্যে কথা আমি ভুলেও বলি না।

দীপক। তাহ'লে এইবার সত্যি কথা বলদিকি দাদুসাহেব ? তোমরা কে কাকে বিয়ে করেছ ?

পীর। সত্য কথা বল্‌তে কি জান ভাই, আমরা দু'জনেই দু'জনকে সাদী করেছি।

মুন্না। কখনো না। আমি তোমায় সাদী করিনি।

পীর। তবে কি জোর ক'রে প্রেম হ'লো ?

মুন্না। তা একরকম তাই হ'লো।

পীর। তাহ'লে আমি তোমার উপর অবিচার করেছি ?

মুন্না। কাশ্মীর থেকে মোঙ্গল দস্যুতে আমায় হরণ ক'রে আম্বালায় আমীর মহবৎউদ্দীনকে বিক্রয় করেছিল। তুমি লালন-পালন কর্‌বে বলে, আমায় আমীর সাহেবের কাছ থেকে

কিনে নিয়ে এলে। তারপর একদিন আদর ক'রে বল্লে—"মুন্না! আমার বাড়ীতে তোমার এমন পরের মত থাকা চলে না। অতএব তুমি আমায় সাদী কর।" আমি তখন ছেলে-মানুষ, সাদীর মানে অত বুঝিনা, তাই তোমার কথায় রাজী হ'য়ে তোমায় সাদী ক'রে ফেল্লাম।

পীর। যাক্, এক কাজ যখন হ'য়ে গেছে, তখন তার জন্য আর আক্ষেপ ক'রে কি হ'বে বল?

মুন্না। দূর! তা কখনো হয়? আমার মত নওযোয়ানীর তোমার মত বুড়োর পাশে মানায়?

দীপক। ঠিক্, ঠিক্ বলেছ দিদিসাহেবা, দাদুসাহেবের পাশে তোমাকে মোটেই মানায় না। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর দিদিসাহেবা, ওই বুড়োদাদাকে তালাক্ দিয়ে আমায় বিয়ে কর। আমি তোমায় গান শোনাব, ফুলের মালা গেঁথে দোব।

পীর। সাদী অত ছেলেখেলা নয় ভাই—ছেলেখেলা নয়। তাইতো ঠাকুরমশাই যে এখনো আস্ছেন না। আমার আবার দরবারে যাবার সময় হ'য়ে এলো। তাইতো এখন কি করি?

দীপক। করা-করির আর কি আছে? দিদিসাহেবার আশা তোমায় ত্যাগ করতে হ'বে।

পীর। আরে ভাই বুঝিতো সব, কিন্তু এই বুড়ো বয়সে ওকে ছেড়ে কাকে নিয়ে থাকি বল? আর তা ছাড়া আমি যে ওকে একটু বেশী ভালবেসে ফেলেছি।

মুন্না। তুমি আমায় ভালবাস ?

পীর। নিশ্চয়ই বাসি। আমার প্রাণের চেয়েও তোমায় বেশী ভালবাসি।

মুন্না। তাহ'লে আমি যা ব'লবো, তোমায় তাই শুন্‌তে হবে।

পীর। তোমার কথা শোন্‌বার জন্য তো আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে আছি।

মুন্না। তবে দরবারের কথা ছেড়ে দিয়ে এইখানে সোজা হ'য়ে দাঁড়াও।

পীর। দাঁড়াব ?

মুন্না। হ্যাঁ, দাঁড়াবে বই কি ? নাও ভাই সাহেব, এইবার তুমি একখানি গান গাও।

দীপক। এই রকম গরমিলের মধ্যে কখনো গান মানায় ?

মুন্না। তাহ'লে কি করতে হবে ?

দীপক। সেটা আমি বলে দিচ্ছি।

দীপক। গীত

দাদুর পাশে দাঁড়াও দেখি দিদিজান্।
তবেই আমি গাইব মিলন গান ॥
বাহবা সুন্দর যুগল-মিলন,
( আবার ) ইসারায় খেলিছে নয়ন,
হাসির চলেছে জোয়ার মাখামাখি প্রাণে প্রাণ ॥

ও মাগো কোথায় যাব ?
প্রাণের কথা কারে কব ?
হা আমার বরাৎ,
নওযোয়ানীর প্রেমে বুড়ো কাৎ।
ধর দাছ বাগিয়ে ধর, তোমার পিয়ারী জান্॥
যেন পালিয়ে না যায় ছিনিয়ে তোমার টান্॥
দাছর পাশে দাঁড়াও দিদিজান॥

( দূর হইতে গঙ্গু ডাকিল—"দীপক ! দীপক" )

দীপক। এইরে, বাবা এসে পড়েছে। ( ছুটিয়া গিয়া বই খুলিয়া পড়িতে লাগিল ) "তারপর রক্ষবংশ ধ্বংস করিয়া রামচন্দ্র দেখিলেন বনবাসের চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে।"

গঙ্গু আসিলেন

গঙ্গু। দীপক ! দীপক ! একি ? পীর সাহেব !

( পীর বাহারাম ও মুন্না উভয়ে উভয়দিকে সরিয়া গেল )

পীর। এই যে ঠাকুরমশাই ! আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি !

গঙ্গু। কি গো মা ! তুমি যে হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে ?

দীপক। ( একমনে পড়িতে লাগিল ) "তখন রামচন্দ্র ধর্ম্মপত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন।" ( গঙ্গুকে ) দিদিসাহেবা আমার কাছে রামায়ণ শুনতে এসেছিলেন বাবা !

গঙ্গু। তা বেশ বেশ। হ্যাঁ মা, রামায়ণ শোনা হ'য়েছে ?

দীপক। আজ বনবাস পর্য্যন্ত থাক্। আবার কাল এসো দিদিসাহেবা, কাল তোমায় শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়ে দোব।

গঙ্গু। সেই ভাল মা! আজ থাক্, কাল এক সময় এসো, বাকীটা শুনে যেও। দীপক! তোমার দিদিসাহেবাকে কিছু জলযোগ করিয়ে তুমি নিজে ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসো।

পীর। আপনার কাছে আমার একটী আর্জ্জি আছে ঠাকুর-মশাই!

দীপক। সে কাল হবে, কি বল বাবা?

গঙ্গু। হ্যাঁ, সেই ভাল। কাল যখন মায়ের সঙ্গে আপনাকে আস্‌তেই হ'চ্ছে, তখন যা কিছু বল্‌বার আছে কালই বল্‌বেন। কেমন?

পীর। কিন্তু আজ হ'লে—

দীপক। না-না, সে কাল হবে।

পীর। বেশ তাই হবে।

দীপক। তোমারও কিন্তু আমাদের বাড়ী থেকে শুধু মুখে ফিরে যাওয়া হবে না দাদুসাহেব! দিদিসাহেবার সঙ্গে তোমাকেও আমাদের বাড়ীতে বসে জলযোগ ক'রে তবে যেতে হবে।

পীর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওতে আমি খুব রাজী।

দীপক। এসো দিদি এসো—এসো দাদু চলে এসো।

[ দীপকের সহিত পীর বাহাবাম ও মুন্নার প্রস্থান।

গঙ্গু। শাহজাদা মহম্মদের বন্ধু রাজ-জ্যোতিষী গঙ্গুর নাম আজ ভারত বিখ্যাত। ভারতের রাজা, মহারাজা, নবাব,

বাদশাহর অদৃষ্ট গণনা কর্‌লাম্, কিন্তু নিজের অদৃষ্টে একি দেখলাম! আমি ঈশ্বরের কাছে কি চাইলাম, আর কি পেলাম?

মহম্মদ আসিলেন

মহম্মদ। গঙ্গু!

গঙ্গু। একি! সম্রাট, আজ দরবারে যাননি?

মহম্মদ। দরবার আমার ভাল লাগলনা বন্ধু!

গঙ্গু। কেন সম্রাট?

মহম্মদ। দরবারে দেখলাম উজীর-আমীর সকলে আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা আরম্ভ ক'রেছে।

গঙ্গু। আপনার বিরুদ্ধে সমালোচনা কর্‌ছে আপনারই বেতনভোগী গোলামের দল?

মহম্মদ। হ্যাঁ গঙ্গু!

গঙ্গু। উজীর-আমীরগণ কি বল্‌তে চান?

মহম্মদ। তারা বল্‌তে চায় আমিই চক্রান্ত ক'রে বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা ক'রে মস্‌নদে বসেছি।

গঙ্গু। সম্রাট,—

মহম্মদ। আশ্চর্য্য হ'লে বন্ধু! না-না, আজ আর এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আজ প্রকাশ্য দরবারে, আমারই সম্মুখে উজির, আমীর এবং দিল্লীর সম্ভ্রান্ত নাগরিক-গণ যখন প্রকাশ কর্‌লে আমার পিতৃভক্তিতে ষড়যন্ত্র, আমারই কৌশলে পিতা নিহত, তখন জানো গঙ্গু, ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌লো। মনে হ'লো এখুনি শয়তানদের জীবন্ত কবর দিই, কিন্তু না, ভাবলাম আমার এই হটকারিতায়

আমার নিরীহ প্রজার। হয়তো আমার উপর হ'তে ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হারিয়ে ফেল্‌বে। তাই ক্রোধে, দুঃখে আমি দরবার ত্যাগ কর্‌লাম।

গঙ্গু। দরবার ত্যাগ করা আপনার উচিত হয়নি সম্রাট!

মহম্মদ। যাদের মনে এই ঘৃণিত ধারণা হ'য়েছে, তাদের মুখদর্শন করবার আর প্রবৃত্তি হ'লো না, তাই আমি দরবার ত্যাগ করেছি।

গঙ্গু। কিন্তু ওই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রকারী উজির-আমীর নিয়েই আপনাকে সাম্রাজ্য শাসন করতে হ'বে সম্রাট!

মহম্মদ। না বন্ধু! ঐ ঘৃণিত ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে আমার মহৎ কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে না।

গঙ্গু। তবে আপনি এ বিষয়ে কি কর্‌তে চান্?

মহম্মদ। আমি ভারতের মস্‌নদ ত্যাগ কর্‌তে চাই।

গঙ্গু। সম্রাট্, আপনি বোধ হয় প্রকৃতিস্থ নন।

মহম্মদ। আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ব্রাহ্মণ! ক্ষণিকের জন্য আমি দরবার গৃহে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলুম। কঠোর সংযম বলে আবার তাকে আমার মধ্যে ফিরিয়ে এনেছি। আমি গভীর চিন্তা ক'রে দেখেছি, যাদের মঙ্গলের জন্য আমার সারাজীবনের সাধনা, যাদের সৌভাগ্য সৌধ-নির্ম্মাণের জন্য আমার অমূল্য জীবন, যৌবন, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গ্রীক্, মুসলমান, হিন্দু দর্শন মন্থনে অতিবাহিত কর্‌লাম, আজ তারাই আমার নামে ঘৃণিত অপবাদ দিতে চায়।

গঙ্গু। দিল্লীর মুষ্টিমেয় জনতা আপনার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করলেও, বিশাল হিন্দুস্থানের বিপুল জনগণ আপনার সাম্যের শাসন পরিকল্পনার প্রতীক্ষায় রয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহগণের অদূরদর্শিতা ও হটকারিতার ফলে আজও ভারতবর্ষে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজমান। বহু-দিনের নির্য্যাতীত-নিপীড়িত-নিগৃহীত জনগণ, আপনার শাসন দণ্ড গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নব আশায় উৎসাহিত হ'য়ে সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনায় আপনার বিরাট ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা করছে। সম্রাট্! ভারতবাসীর এই আশার মূলে আপনি কুঠারাঘাত করবেন না।

মহম্মদ। কিন্তু, এই স্বার্থবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে আমার পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে না বন্ধু!

গঙ্গু। আপনার এই উদ্দেশ্যে যারা বাধা দেবে, আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রের যারা সমালোচনা করবে, আপনিও তাদের রাজদণ্ডে দণ্ডিত করুন, তাদের বুঝিয়ে দিন আপনি অসহায় নন্, শক্তিহীন দুর্ব্বল নন্, আপনি পিতৃঘাতী অত্যাচারী নন্। আপনি সত্য-ন্যায়ের পূজারী, সাম্য-শান্তির প্রতিষ্ঠাতা, ভারতের নবযুগ প্রণেতা ভারত সম্রাট মহম্মদ তোগলক।

মহম্মদ। তোমার মন্ত্রণাই আমি মেনে নিলাম বন্ধু! ভারতবর্ষে শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আমার এক হস্ত নিয়োজিত করবো রাজ্যের কল্যাণে, অপর হস্তে কঠোর শাসনদণ্ড ধারণ ক'রে স্বার্থবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের নিষ্পেষিত করবো। আমার সাম্রাজ্যের একদিকে চলবে শান্তি, সাম্য,

ঐতিহ্যের জয় গান, আর অন্যদিকে চল্‌বে বিদ্রোহ দমন অভিযান।

মালেক খসরু আসিলেন

মালেক। সম্রাট্‌, দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে একদল শোভাযাত্রী মুক্তকণ্ঠে প্রচার কর্‌ছে—

মহম্মদ। কি, কি প্রচার ক'রে চলেছে মালেক ?

মালেক। অত্যাচারী শয়তান মহম্মদ তোগলক মস্‌নদের লোভে পিতৃহত্যা করেছে।

মহম্মদ। অত্যাচারী শয়তান ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গঙ্গু। সম্রাট্‌,—

মহম্মদ। বন্ধু ! দিল্লীর প্রজাগণ মানুষ মহম্মদকে দেখ্‌তে চায় না, তারা চায় শয়তান মহম্মদ তোগলক।

গঙ্গু। সম্রাট্‌,—

মহম্মদ। আমার প্রজাগণের মনে যখন আমার শয়তান-মূর্ত্তি দর্শনের বাসনা জেগেছে, তখন আমি তাদের বাসনা অপূর্ণ রাখ্‌বো না। এতদিনের জ্ঞানার্জ্জিত মানুষ মহম্মদ মরে গিয়ে তার শবের উপর জেগে উঠ্‌লো শয়তান মহম্মদ তোগলক। মালেক খসরু, মানুষের খেলা আমার শেষ হ'য়ে গেছে, এবার অত্যাচার দমনে চল্‌বে শয়তানের খেলা।

গঙ্গু। সম্রাট, একি আপনার বীভৎস মূর্ত্তি ?

মহম্মদ। আমি শয়তান গঙ্গু, আমি শয়তান ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গঙ্গু। সম্রাট, আপনার সাধনা, আপনার পরিকল্পনা—

মহম্মদ। সাধনা, পরিকল্পনার সমাধি হয়ে গিয়ে, তার উপর জেগে উঠেছে জীবন্ত জাগ্রত প্রেত।

গঙ্গু। সম্রাট! বন্ধু!

মহম্মদ। ক্ষমা কর বন্ধু! তোমার সাম্যনীতি আজ আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। যদি কোন দিন বিদ্রোহ দমন ক'রে ভারতে শান্তি রাজ্য স্থাপন করতে পারি, সেই দিন আবার তোমার কাছে সাম্যের মন্ত্রণা নিতে ছুটে আস্‌বো, নইলে তোমার সাম্যনীতিকে এই আমার শেষ অভিবাদন।

[ প্রস্থান।

গঙ্গু। সম্রাট্! সম্রাট্,—

মালেক। বৃথা চেষ্টা ব্রাহ্মণ! ওঁকে আর ফেরাতে পারবেন না। আত্মগর্ব্বী সত্যবাদী পুরুষ, মিথ্যাশ্রয়ীদের লাঞ্ছনার আঘাতে আজ ক্ষিপ্ত—

[ প্রস্থান।

গঙ্গু। ঈশ্বর! এ আমি কি করলাম। অত্যাচারীর দণ্ড বিধানে কেন আমি সম্রাটকে উত্তেজিত ক'র্‌লাম। বলে দাও —বলে দাও দয়াময়! একি আমার অন্যায়? একি আমার পাপ? না-না, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, রাজধর্ম্ম— রাজধর্ম্ম।

[ প্রস্থান।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### উদ্যান বাটী

বাহাউদ্দিন ও রণমল্ল আসিলেন

বাহাউদ্দিন। কই দোস্ত্, তোমাদের উজীর সাহেব যে এখনো এলেন না। তাঁর অপেক্ষায় এই বাগিচায় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে, চলো না প্রমোদ গৃহে একটু নৃত্যগীতাদি ভোগ করিগে।

রণমল্ল। নৃত্যগীতে বিশেষ অরুচি নেই, তবে আমাত্যবর বড় বদ্‌মেজাজী লোক। এখানে এসে যদি আমাদের দেখ্‌তে না পান, অম্‌নি ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে বাদশাহী দরবারে গিয়ে হাজির হবেন।

বাহাউদ্দিন। তাহ'লে যে আমাদের কোন আলোচনাই হবে না।

রণমল্ল। সেইজন্যই বল্‌ছি, এখান থেকে যাওয়া আমাদের উচিৎ হবে না।

বাহাউদ্দিন। কিন্তু এই ভাবে চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না। আমি বরং নর্ত্তকীদের এখানেই আস্‌তে বলি, কি বল?

রণমল্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতে আমি খুব রাজী।

বাহাউদ্দিন। কই হ্যায়! কাশ্মিরী বাঈজীদের পাঠিয়ে দাও।

রণমল্ল। কাশ্মিরী বাঈজী!

বাহাউদ্দিন। হ্যাঁ, তোমাদের মত সব মহামান্য অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা কর্‌তে এইগুলিকে আমায় পুষ্‌তে হয়।

নর্ত্তকীগণ আসিল

নর্ত্তকীগণ।　　　　গীত

দিল্‌ বাগিচায় সন্ধ্যা হাওয়ায় ফুট্‌লো ফুল কলি।
গন্ধে তার ছন্দহারা পাগলপারা মত্ত অলি॥
হৃদয় দোলায় লাগিয়ে দোলা,
খেল্‌ব মোরা নূতন খেলা,
মধুপানে মত্ত হয়ে লুট্‌বে পায়ে,
গুঞ্জরে কত কইবে কথা মিঠি মিঠি মধুর বুলি॥

রণমল্ল। বাঃ—চমৎকার!

বাহাউদ্দিন। যাও, তোমরা বিশ্রাম করগে।

[ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

রণমল্ল। আপনি এই সব নিয়ে বেশ আছেন।

বাহাউদ্দিন। যে ক'টা দিন ছুনিয়ায় মেয়াদ আছে, সে ক'দিন আমোদ-প্রমোদেই কাটিয়ে দিতে চাই—

গুলনেহার [ নেপথ্যে ] ভিতরে আস্‌তে পারি কি?

বাহাউদ্দিন। আরে গুলবানু যে! এসো—এসো, শাহজাদীর পেয়ারের বাঁদী তুমি, তোমার জন্যে আমার গৃহ-দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত।

গুলনেহার ভিতরে আসিল ও রণমল্লকে দেখিয়া
পিছাইয়া গেল

বাহাউদ্দিন। এঁকে দেখে লজ্জা কর্‌বার কিছু নেই। ইনি আমার বহুকালের বিশ্বস্ত বন্ধু। দাক্ষিণাত্যের কম্পিলিরাজ্যের প্রধান সেনাপতি। বর্ত্তমানে আমার মহামান্য অতিথি।

গুলনেহার। আমার আদাব নিন্ সেনাপতি সাহেব!

রণমল্ল। আপনাদের দিল্লীর আদব কায়দা বেশ চমৎকার!

বাহাউদ্দিন। হ্যাঁ। গুলনেহার, এলেই যদি, তবে পথশ্রমে ক্লান্ত মুশাফির্ আমার মহামান্য অতিথিকে তোমার অমৃত সুরধারায় একবার অভিষিঞ্চিত ক'রে দাও না সাকি?

গুলনেহার। গীত

আজ্ ভোরের সানাইএ ভঁায়রো বাজে মেরি দিলমহলার মীনার তলে।
কাজ্‌লা মেঘের আঁচলা চিরে, রংমশালীর রোশনী জ্বলে॥
প্রিয়ার হিয়া জড়িয়ে বুকে,
চল্‌বে আলাপ মুখে মুখে,
নিঝুম রাতে বঁধুর সাথে দিয়ে মিঠি চুম্,
আঁখি পাতে জড়িয়ে আসে নিদ্‌মহলার ঘুম,
ঘুমিয়ে পড়ে লাজুক মেয়ে প্রিয়র অধর তলে॥

বাহাউদ্দিন। বাহবা! কেয়া খাপ্‌সুরৎ! তারপর, খবর কি গুলনেহার? শাহজাদী কি কিছু ফর্‌মাজ্ ক'রে পাঠিয়েছেন?

গুলনেহার। আজ্ঞে, হ্যাঁ জনাব আলি!

বাহাউদ্দিন। কি ফর্‌মাজ্‌ বলে ফেল গুল্‌!

গুলনেহার। শাহজাদী ইচ্ছা করেন, যে আজ বিকালে যখন তিনি নগর ভ্রমণে বার হবেন, তখন আপনি পায়দলে গিয়ে আস্তাবল থেকে ঘোড়া বার ক'রে আন্‌বেন এবং যখন তিনি ফিরে আস্‌বেন, তখন প্রকাশ্য রাজপথের উপর দিয়ে, তাঁর ভৃত্যদের সঙ্গে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধ'রে আবার আস্তাবলে রেখে আস্‌বেন।

বাহাউদ্দিন। সেকি গুলনেহার!

গুলনেহার। আজ্ঞে, এই শাহজাদীর হুকুম।

বাহাউদ্দিন। এই কি শাহজাদীর ভালবাসা?

গুলনেহার। আজ্ঞে, এ হ'লো শাহজাদী ও সম্রাটের কোষাধ্যক্ষের মধ্যে প্রেমের দান প্রতিদানের ব্যাপার। আমরা মূর্খ বাঁদী, এ সব বড় বড় ব্যাপার কি ক'রে বুঝ্‌বো বলুন।

বাহাউদ্দিন। আমি শাহজাদীর ভালবাসার নিদর্শন পেয়ে তাঁকে যে একগুচ্ছ গোলাপ ফুল উপহার পাঠিয়েছিলাম, একি তারই প্রতিদান?

গুলনেহার। আপনার দেওয়া সেই ফুলের তোড়া শাহজাদী নিজে গ্রহণ করেন নি—

বাহাউদ্দিন। তবে?

গুলনেহার। তিনি সেটীকে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাহাউদ্দিন। সম্রাটের কাছে ? আরে সর্ব্বনাশ !

গুলনেহার। আহা ! কারো সর্ব্বনাশ, কারো মধুমাস—

বাহাউদ্দিন। আচ্ছা গুল, আমার ফুলের তোড়া শাহজাদী সম্রাটের কাছে পাঠালেন কেন বল্‌তে পার ?

গুলনেহার। শাহজাদী সম্রাটকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন যে, খাঁ সাহেবকে যদি ফুল যোগান দেবার জন্য মাহিনা দেওয়া হয়, তবে তাঁর কোষাধ্যক্ষ উপাধিটী তুলে দিয়ে তাঁকে ফুলমালী উপাধি যেন দেওয়া হয়।

বাহাউদ্দিন। আচ্ছা গুল, তুমি এখন যাও।

গুলনেহার। যাচ্ছি। কিন্তু, খাঁ সাহেব, শাহজাদীকে যদি ভালবাসেন, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যেন আস্তাবলে যেতে ভুলবেন না। আদাব—আদাব জনাব—

[ প্রস্থান।

রণমল্ল। এ যে অনেক দূর এগিয়েছ দোস্ত্‌ ! বলি ব্যাপার কি ?

বাহাউদ্দিন। আর ব্যাপার ! ছুঁড়ীটা অমন খাম্‌খেয়ালী আগে জানলে তার ছায়াও মাড়াতাম না। এখন বলতো দোস্ত্‌, বাদশাহর কাছে কি জবাবদিহি করি ?

রণমল্ল। এতে আর জবাবদিহির কি আছে ? সে বাদশাহজাদী, আর আপনি সম্রাটের ভগ্নীপুত্র, সম্বন্ধতো আপনাদের এইখানেই পাকাপাকি হ'য়ে আছে।

বাহাউদ্দিন। আরে কোথাকার কি সম্বন্ধের ভগ্নী, তার পুত্র, তার উপর আবার সম্রাটের দরদ !

রণমল্ল। না খাঁ সাহেব, এ ব্যাপারে দরদ না দেখিয়ে যেতেই পারে না।

বাহাউদ্দিন। আরে রেখে দাও তোমার দরদ! আত্মীয় বিনাশ ক'রে সিংহাসনে বসা যাদের বংশগত রীতি, তাদের কাছে তুমি কি প্রত্যাশা কর বন্ধু?

রণমল্ল। আত্মীয় বিনাশ!

বাহাউদ্দিন। হ্যাঁ। দিল্লীশ্বরের কঠোর শাসন ইতিহাসের কণ্ঠরোধ কর্‌লেও, এখনো এমন একজন মানুষ দুনিয়ায় জীবিত আছে, যে তোগলক বংশের সমস্ত কুকীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতে পারে।

রণমল্ল। জনশ্রুতি শুনেছি, নীচ বংশধর সুলতান নাসিরুদ্দিনকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে, গিয়াসুদ্দিন তোগলক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার ক'রেছে।

বাহাউদ্দিন। ইতিহাস এই কথা প্রচার কর্‌লেও, আমি তা স্বীকার করবো না বন্ধু! আমি যে জানি পঞ্চনদ প্রদেশের সামান্য দীপালপুরের শাসনকর্ত্তা গাজি মালেক তোগলক তার দূরসম্পর্কীয় জামাতা আলাউদ্দিন খিলিজীর বংশধর, কুতুবুদ্দিন মোবারক খিলিজীকে গোপনে গুজরাটের পথে হত্যা করে, আততায়ী সেদিন গিয়াসুদ্দিন তোগলক নাম ধারণ ক'রে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ক'রেছিল।

রণমল্ল। এ কথা সত্য খাঁ সাহেব?

বাহাউদ্দিন। সত্য বন্ধু! যে হত্যার রক্তে গিয়াসুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন দখল ক'রেছিল, সেই হত্যাকারীর রক্তে

উদ্ভব মহম্মদ তোগলক আজ তার পিতাকে ইমারত চাপা দিয়ে খুন ক'রে দিল্লীর মস্‌নদ দখল করেছে।

রণমল্ল। কিন্তু লোকে যে ব'লে ইমারত হঠাৎ ভেঙ্গে পড়েছিল ?

বাহাউদ্দিন। সে কথা ব'লে মহম্মদের মোসাহেবরা, দিল্লীর নাগরিকরা নয়। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, উজীর, আমীরদের মনে সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলকের হঠাৎ মৃত্যুর সম্বন্ধে সন্দেহ হ'য়েছে, তারা আজ প্রকাশ্য দরবারে মহম্মদের কাছে বাদশাহর মৃত্যুর কৈফিয়ৎ চেয়েছে।

রণমল্ল। শাহজাদা মহম্মদের চক্রান্তে সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলক নিহত, একথা তাহ'লে সত্য ?

বাহাউদ্দিন। হ্যাঁ, সত্য। আর সেই সত্যের প্রচারে ন্যায়ের মুখোস্ খুলে দিতে আমি অপরিসীম অর্থ ব্যয় ক'রেছি বন্ধু! আমার কাজে আমি তোমার সাহায্য চাই।

রণমল্ল। ( শিহরিয়া উঠিল ) খাঁ সাহেব,—

বাহাউদ্দিন। স্মরণ কর রণমল্ল রাও, বরমঙ্গল ধ্বংস ক'রে মহম্মদ তোমায় বন্দী ক'রেছিল, তখন আমিই গোপনে তোমায় মুক্তি দিয়েছিলাম। আজ তোমার মুক্তিদাতা তোমার সাহায্য প্রার্থনা কর্‌ছে, বল বন্ধু, আমার কাজে তুমি আমায় সাহায্য কর্‌বে ?

রণমল্ল। কর্‌বো বন্ধু! কিন্তু আমি আপনাকে কি বিশ্বাস কর্‌তে পারি ?

বাহাউদ্দিন। আমি খোদাতালার নামে শপথ কর্‌ছি বন্ধু! আমার প্রতিশ্রুতি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্‌বো। তোমার প্রভু হরিহর রায়ের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে আমি তোমার সৌভাগ্য গড়ে দেব।

রণমল্ল। তা হ'লে এ সুযোগ হেলায় নষ্ট হ'তে দেব না বন্ধু!

বাহাউদ্দিন। মহম্মদের রাজ্য মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তুল্‌তে হ'বে। দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বেরার ও বিদরকে মহম্মদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে হবে। দিল্লীর রাজকোষ আমার অধীনে, আমি এই কার্য্যে তোমায় প্রচুর অর্থ সাহায্য কর্‌বো?

রণমল্ল। কিন্তু হরিহর রায় যে বর্ত্তমানে সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হ'তে এসেছেন।

বাহাউদ্দিন। তাকে আমরা প্রতিনিবৃত্ত ক'রে যদি কম্পিলিরাজ্যে ফিরিয়ে দিতে পারি, তবে জয় আমাদের অনিবার্য্য, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর।

হরিহর রায় আসিলেন

হরিহর। সত্য খাঁ সাহেব, যদি ভারতের খণ্ড খণ্ড রাজ-শক্তি একই জাতীয় পতাকাতলে মিলিত হ'তে পারে, তবে সত্যই ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর।

বাহাউদ্দিন। আসুন—আসুন। মহামান্য অমাত্যবর! আপনার জন্যই আমরা এখানে অপেক্ষা কর্‌ছি। তারপর কি স্থির কর্‌লেন রাওজী?

হরিহর। আমি কিছু স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারিনি খাঁ সাহেব!

বাহাউদ্দিন। তবে কি উদ্দেশ্যে আপনার দিল্লী আগমন?

হরিহর। শাহজাদা মহম্মদ আমার কাছে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, সে যদি সত্য হয়, তাহ'লে আমি তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করতে পারি।

রণমল্ল। কিন্তু, আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্ব্বে, একটী কথা আমাদের স্মরণ করা উচিৎ, যে আমরা দাক্ষিণাত্য হ'তে দিল্লী যাত্রা ক'রেছিলাম সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলকের পতাকাতলে সমবেত হ'তে; পিতৃঘাতী মহম্মদ তোগলকের সঙ্গে নয়।

হরিহর। খাঁ সাহেব! রণমল্ল আপনার বাল্য বন্ধু, আশা করি তার এই উক্তিতে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

বাহাউদ্দিন। রাওজী! আমি মহম্মদের কর্ম্মচারী হ'লেও সত্য উক্তি শ্রবণে আমি কখন মনঃক্ষুণ্ণ হই না।

হরিহর। তবে কি আপনাদেরও বিশ্বাস সম্রাট গিয়াসুদ্দিন শাহজাদা মহম্মদের কৌশলে নিহত?

বাহাউদ্দিন। শুধু আমরা কেন রাওজী, দিল্লীর সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ সম্রাটের মৃত্যুতে চঞ্চল হ'য়ে আজ প্রকাশ্য দরবারে যখন মহম্মদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে, তখন মহম্মদ দরবার ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেলেন।

হরিহর। বলেন কি খাঁ সাহেব! শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-গুণে শাহজাদা মহম্মদ ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য হ'য়ে এই হীন জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন ?

বাহাউদ্দিন। ঐশ্বর্য্যের মোহ মহম্মদের মহিমা গরিমার কর্ণ অবরুদ্ধ ক'রে তাকে বধির ক'রেছিল।

হরিহর। মহম্মদের উদারতার মধ্যে এতবড় একটা শয়তান খেলা কর্‌ছে জান্‌তে পার্‌লে আমি কখনই এতদূর অগ্রসর হতাম না।

[ নেপথ্যে গুলির শব্দ, জনতার আর্ত্তনাদ ]। "রক্ষা কর —রক্ষা কর"।

হরিহর। ওকি ?

রণমল্ল। গুলির শব্দ, জনতার আর্ত্তনাদ।

বাহাউদ্দিন। সম্রাটের হুকুমে দিল্লীর নাগরিকদের গুলি ক'রে মারা হ'চ্ছে।

হরিহর। নাগরিকদের অপরাধ ?

বাহাউদ্দিন। অপরাধ, সত্য কথা বলেছে।

হরিহর। এই অপরাধে নিরীহ নাগরিকদের গুলি ক'রে মার্‌ছে ?

বাহাউদ্দিন। ঐশ্বর্য্যের মোহে মানুষ এমনি হয় রাওজী !

হরিহর। রণমল্ল, অবিলম্বে অশ্বারোহণে আমাদের শিবিরে ছুটে যাও, আমাদের দেহরক্ষী সেনাদলের একটী প্রাণীও আহত হবার পূর্ব্বেই আমাদের দিল্লী ত্যাগ করতে হবে।

ফিরোজ খাঁ আসিল

ফিরোজ। দাঁড়ান রাওজী! সম্রাটের আদেশে আপনারা আমার বন্দী।

হরিহর। আমাদের অপরাধ?

ফিরোজ। আপনারা সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হ'তে এসে, তাঁকে দর্শন না ক'রেই স্বদেশে ফিরে যেতে চান এই অপরাধ।

হরিহর। তোমাদের নির্ম্মম জহ্লাদ বাদশাহর আমি মুখ দর্শন ক'র্‌বো না।

ফিরোজ। তবে আপনারা আমার বন্দী।

রণমল্ল। সাবধান সেনানী! আমরা ক্ষত্রিয়, জীবন দেব তবু বন্দিত্ব স্বীকার কর্‌বো না।

ফিরোজ। এখনো বলুন, আপনারা বাদশাহকে দর্শন করবেন কি না?

হরিহর। না, আমরা তাকে দর্শন করবো না।

ফিরোজ। তবে আমি আপনাদের বন্দী কর্‌লাম।

হরিহর। অস্ত্র ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের বাহু অস্ত্র চালনায় শিথিল হ'য়ে পড়েনি সেনানী!

ফিরোজ। উত্তম। অস্ত্রমুখে পরীক্ষা হ'য়ে যাক্।

[ হরিহর রায়ের সহিত ফিরোজের যুদ্ধ, ফিরোজ পরাজিত হইলে রণমল্ল ফিরোজের শৃঙ্খল লইয়া তাহাকে বন্দী করিল ]

রণমল্ল। চলুন প্রভু! এইবার আমরা কম্পিলিরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করি।

ফিরোজ। আমি পরাজিত হ'লেও অবরুদ্ধ দিল্লী হ'তে আপনারা দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে পার্‌বেন না।

হরিহর। সত্যই তো! দিল্লীর চারিদিকে বাদশাহী ফৌজ গুলি চালাচ্ছে, আমরা এখন কি ভাবে কোথায় যাই।

গীতকণ্ঠে মাধববিত্থারণ্য আসিলেন

মাধব।　　গীত

বিজয় গর্ব্বে ছুটে চল বীর, স্থাপিতে বিজয়নগর।
কীর্ত্তি তোমার ঘোষিবে ভারতে দাক্ষিণাত্যের উচ্চ শিখর॥
সেথা শান্তি, সাম্য-ভরা,
স্বাধীন রাজ্য গড়বো মোরা,
ভেদাভেদ ভুলি, নেব কোলে তুলি চাষী, তাঁতি, মুচি, মেথর॥

হরিহর। আপনার মন্ত্রণাই মেনে নিলাম গুরুদেব! খাঁ সাহেব! সম্রাটকে বল্‌বেন, দাক্ষিণ্যাত্যের তুঙ্গভদ্রার তীরের কম্পিলিরাজ্য আজ হ'তে ভারতে স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্য নামে ঘোষিত হ'লো।

[ হরিহর, রণমল্ল ও মাধববিত্থারণ্য চলিয়া গেলেন।

ফিরোজ। খাঁ সাহেব!

বাহাউদ্দিন। এই যে আমি শৃঙ্খল খুলে দিচ্ছি।

( ফিরোজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিল )

ফিরোজ। হরিহর রায়! তুমি আমার শত্রু হলেও আমি তোমার বীরত্বের প্রশংসা করি।　　[ প্রস্থান।

বাহাউদ্দিন। দুর্দ্দান্ত ভারত সম্রাট মহম্মদ তোগলক! তোমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারিনি ব'লে এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আজ সুযোগ পেলাম, তাই তোমার ধ্বংসের বীজ বপন করলাম।

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### দিল্লীর রাজপথ

[ দূরে গুলির শব্দ ও ভয়ার্ত্ত নরনারীর আর্ত্তনাদ ]। "উঃ! প্রাণ যায়—প্রাণ যায়।"

একদল বালকসহ শোভাযাত্রা করিয়া দীপক আসিল
বালকগণ ও দীপক গাহিল

বালকগণ ও দীপক। গীত

এগিয়ে চল্—এগিয়ে চল্,
সত্য কথা বল্বো মোরা প্রাণে মোদের নাহিক ভয়।
বুকটা দিয়ে গুলির মুখে,
অত্যাচারের প্রতিবাদে,
হাসি মুখে প্রাণটা দিয়ে মরণ দিয়ে কিন্‌বো জয়॥
মানুষ মেরে মানুষ হাসে,
নাইকো বিচার কারও পাশে?
মানুষ ভয়ে মানুষ জাতি আজও কেন ঘুমিয়ে রয়।
মৃত্যু যখন সত্য ভবে,
(তবে) কিসের শঙ্কা কিসের ভয়॥

ফিরোজ খাঁ আসিল

ফিরোজ। ( বাধা দিয়া ) দাঁড়াও—

দীপক। কেন ?

ফিরোজ। কে তোমরা ?

দীপক। মানুষ।

ফিরোজ। তা আমি দেখ্‌ছি, কি চাও তোমরা ?

দীপক। মানুষের অধিকার।

ফিরোজ। তোমাদের এই শোভাযাত্রার কারণ ?

দীপক। অত্যাচারের প্রতিবাদ।

ফিরোজ। কে তোমাদের উপর অত্যাচার ক'রেছে ?

দীপক। সেও মানুষ।

ফিরোজ। কে সে ?

দীপক। মহম্মদ তোগলক।

ফিরোজ। সাবধান বালক! মনে রেখ, মহম্মদ তোগলক আজ ভারতের শাসক।

দীপক। শাসক হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁর অন্যায় অত্যাচার আমরা সহ্য কর্‌বো না।

ফিরোজ। কিসের অন্যায় ?

দীপক। দিল্লীর মস্‌নদের লোভে, তিনি আমাদের পরম দয়ালু সম্রাট গিয়াসুদ্দিনকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছেন।

ফিরোজ। না ভাই সব, তোমরা ভুল শুনেছ।

দীপক। না-না, আপনি আমাদের ভুল বোঝাতে এসেছেন।

ফিরোজ। শয়তানদের প্ররোচনায় তোমরা আর ভুল পথে যেওনা। মহম্মদ তোগলক মসনদের লোভে তাঁর পিতাকে হত্যা করেন নি। স্বার্থবাদীর দল, সম্রাট মহম্মদ তোগলককে দুনিয়ার চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে, সম্রাট গিয়াসুদ্দিনকে ইমারৎ চাপা দিয়ে খুন ক'রে মহম্মদের নামে মিথ্যা প্রচার করছে।

দীপক। মিথ্যার আবরণে শাশ্বত সত্যকে গোপন করবার চেষ্টা করবেন না সেনাপতি মশাই!

ফিরোজ। বালক!

দীপক। আজ যদি আপনি রাজভৃত্য না হ'য়ে আমাদের মত দীন দরিদ্র নাগরিক হ'তেন, আপনিও আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন।

ফিরোজ। সম্রাট মহম্মদ তোগলক অন্যায় করেন নি, অন্যায় করছো তোমরা।

দীপক। এ আপনার দাসত্বের উক্তি।

ফিরোজ। স্তব্ধ হও বালক।

দীপক। ফিরে যান্ রাজপুরুষ।

ফিরোজ। শান্ত হও বালক। এখনও সময় আছে, মিথ্যা প্রচারে সম্রাটকে ক্ষিপ্ত ক'রে তোমাদের অমূল্য মানব জীবন বিসর্জ্জন দিওনা।

[ প্রস্থান।

১ম বালক। পালিয়ে চল দীপক!

দীপক। কোথায় পালাবে বন্ধুগণ?

১ম বালক। যেদিকে দু'চোখ যায়, সেই দিকেই পালিয়ে যাব।

দীপক। পালিয়ে তোমরা অত্যাচারীর দৃষ্টির বাহিরে যেতে পারবে না। দেখ্‌ছ না, সম্রাট-সৈন্য দিল্লীনগর অবরোধ ক'রেছে।

১ম বালক। তাহ'লে আমাদের কি হবে?

দীপক। মর্‌তে হ'বে।

১ম বালক। মর্‌তে হবে?

দীপক! হ্যাঁ, মর্‌তেই যখন হ'বে, তখন ছাগল-ভেড়ার মত ম'রে কোন লাভ নেই। মানুষ হ'য়ে যখন পৃথিবীতে এসেছি, তখন মানুষের মতই মর্‌তে চাই। উচ্চকণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রে মর্‌তে চাই, বল ভাই সব, ঐ উন্মত্ত কামান গর্জ্জন ছাপিয়ে বজ্রকণ্ঠে বল—অত্যাচারী মহম্মদ—পিতৃঘাতক মহম্মদ—শয়তান মহম্মদ।

দ্রুত গঙ্গু আসিলেন

গঙ্গু। একি! চারিদিকে গুলির শব্দ, আহতের আর্ত্তনাদে, নির্য্যাতীতের তীব্র প্রতিবাদে দিল্লীর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুল্‌ছে!

দীপক। বাবা!

গঙ্গু। একি দীপক! তুমি এখানে কেন?

দীপক। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ কর্‌তে!

গঙ্গু। অন্যায় কার?

দীপক। পিতৃঘাতী মহম্মদ তোগলকের।

গঙ্গু। না পুত্র, মহম্মদ তোগলক তার পিতাকে হত্যা ক'রেনি। এ স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্র।

দীপক। তাই যদি সত্য হয়, তবে মানুষের এই অন্যায় প্রতিবাদকে চাপা দিতে কেন সে পশুর মত নিরীহ নাগরিকদের গুলি ক'রে মারছে?

গঙ্গু। রাজধর্ম্ম রক্ষা করতে হ'লে রাজাকে অনেক সময় নির্ম্মম শাসক সেজে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়।

দীপক। রাজধর্ম্ম রক্ষা করতে কি মানুষকে পশুর মত গুলি ক'রে মারতে হয়? এ ছাড়া রাজধর্ম্ম রক্ষার কি অন্য উপায় নেই?

গঙ্গু। তোমরা শান্ত হও, নতুবা দিল্লী নগর শ্মশান হ'য়ে যাবে।

দীপক। উপায় নেই বাবা! ওই চেয়ে দেখুন নিরীহ নাগরিকদের বক্ষরক্তে দিল্লীর রাজপথ লাল হ'য়ে গেছে।

গঙ্গু। দীপক, তোমরা স্থির হও।

দীপক। আসুক মহম্মদ তোগলক আমাদের সামনে! বুঝিয়ে দিক কি অপরাধে দিল্লীর শত সহস্র নাগরিককে তার গুলির মুখে প্রাণ দিতে হলো?

গঙ্গু। তোমরা ফিরে যাও। আমি তাকে বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করছি।

দীপক। আমি গঙ্গুবাহমানের পুত্র, আমি না বুঝে ফিরে যাব না।

গঙ্গু। কিন্তু, তোমরা আর এক পাও এগিয়োনা। আমি এখুনি তার আদেশ নিয়ে আস্‌ছি।

[ প্রস্থান

দীপক। যতক্ষণ না সে আমাদের সাম্‌নে এসে তার এই অন্যায় অত্যাচারের কৈফিয়ৎ দেয়, ততক্ষণ আমরা এগিয়ে যাব। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ উচ্চকণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ কর্‌বো। বল ভাই সব! অত্যাচারী মহম্মদ তোগলক—শয়তান মহম্মদ তোগলক—

মহম্মদ আসিলেন

মহম্মদ। শয়তান—শয়তান! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দীপক। হ্যাঁ হ্যাঁ শয়তান।

মহম্মদ। কে? কে তুই?

দীপক। আমি গঙ্গুবাহমনের পুত্র।

মহম্মদ। আমার বিশিষ্ট বন্ধু গঙ্গুবাহমনের পুত্র তুই? তুইও আজ ওই মিথ্যাশ্রয়ীদের সঙ্গে রাজপথে হাজার হাজার মানুষের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রচার কর্‌ছিস্—

দীপক। অত্যাচারী মহম্মদ।

মহম্মদ। স্তব্ধ হও বালক!

দীপক। পিতৃঘাতী মহম্মদ।

মহম্মদ। স্তব্ধ হও বালক!

দীপক। শয়তান মহম্মদ তোগলক্।

মহম্মদ। শয়তান! তবে শয়তানের পরীক্ষা নিয়ে যা বালক!

( দীপকের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিলেন ও দীপক পড়িয়া গেল )

বালকগণ। রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!

পুনঃ দ্রুত ফিরোজ খাঁ আসিলেন

ফিরোজ। রক্ষা করুন! রক্ষা করুন সম্রাট!

মহম্মদ। না-না, কোন কথা নয়। গুলি চালাও, কামান দাগ।

( নেপথ্যে কামান গর্জ্জন )

ফিরোজ। মেহেরবাণ জাঁহাপনা! দয়া ক'রে দিল্লীর নাগরিকদের ক্ষমা করুন?

মহম্মদ। ক্ষমা? মসনদের লোভে নিজের পিতাকে যে খুন করতে পারে—পথের কুক্কুর—কতকগুলি সাধারণ প্রজার জীবন বিনাশে তার প্রাণে দেখা দেবে দয়া? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ফিরোজ। লোকে যাই বলুক, আমরা জানি আপনি অত্যাচারী—পিতৃঘাতী নন্, আপনি সত্য-ন্যায়ের সেবক, পিতৃভক্ত সন্তান!

মহম্মদ। কিন্তু দিল্লীর নাগরিকগণ উচ্চকণ্ঠে প্রচার কর্‌ছে আমি পিতৃঘাতী—অত্যাচারী—

ফিরোজ। তার জন্য তাদের যথেষ্ট শাস্তি ভোগ কর্‌তে হ'য়েছে?

মহম্মদ। শাস্তি হয়েছে?

ফিরোজ। হ্যাঁ জনাব!

মহম্মদ। তাদের অপরাধ স্বীকার ক'রেছে?

ফিরোজ। ক'রেছে।

মহম্মদ। ভাল। রেসেল্‌দার, কামান বন্ধ কর।

ফিরোজ। শাহানশা!

মহম্মদ। যাও, এদের নিয়ে যাও।···শোন, রাজকোষ উন্মুক্ত ক'রে শত সহস্র নাগরিকের শোণিত সিক্ত রাজপথের কর্দ্দম আবার হীরা জহরৎ ছড়িয়ে শুকিয়ে দাও।

ফিরোজ। যো হুকুম খোদাবন্দ্।

সকলে। জয় দিল্লীশ্বর শাহানশা বাদশাহ মহম্মদ বিন্ তোগলকের জয়!

[ ফিরোজসহ বালকগণের প্রস্থান।

মহম্মদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জয় শাহানশা বাদশাহ মহম্মদ বিন্ তোগলকের জয়।

পুনঃ গঙ্গু আসিলেন

গঙ্গু। সম্রাট,—

মহম্মদ। কে? গঙ্গু? বিমর্ষ মলিন মুখে এসে দাঁড়ালে যে? কই বন্ধু, এদের সঙ্গে তুমি আমার জয়ধ্বনি ক'রলে না?

গঙ্গু। সম্রাট্! আজ আমার জয়ধ্বনি করবার দিন নয়। আজ আমার কাঁদ্‌বার দিন। এ আপনি কি ক'রলেন সম্রাট? অন্তরের নিভৃত নিকেতনে, আমি আপনার যে দেবমূর্ত্তি গড়েছিলাম, তা আপনি এক মুহূর্ত্তের খেয়ালে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে

দিলেন ? পৃথিবীর সমস্ত জীবের প্রতি আপনার যে অসীম ভালবাসা দেখেছি, তার কি আর কিছুমাত্র অবশেষ রাখ্‌লেন না ?

মহম্মদ। ভুল—ভুল গঙ্গু ! দুনিয়ার প্রতি আমার ভাল-বাসা এতটুকু হ্রাস পায়নি। দুনিয়া খোদাতালার সৃষ্টি, মানুষের অন্তরে সেই পরমাত্মারই প্রতিচ্ছবি বর্ত্তমান। সেই মানুষের অন্তরে যাতে পাপের রাজত্ব বিস্তার না ক'রতে পারে, শুধু তারই জন্য বন্ধু—শুধু তারই জন্য, আমি কঠোর হস্তে শাসনদণ্ড ধারণ ক'রেছি। আমার সাম্রাজ্য হ'তে পাপের ধ্বংস ক'রে সমস্ত প্রজাবর্গকে ন্যায় সত্যধর্ম্মের পথে এগিয়ে দেওয়াই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য।

গঙ্গু। সে ব্রত সাধন ক'র্‌তে কি মানুষের রক্তপাত ক'র্‌তে হয় সম্রাট ?

মহম্মদ। তুমিই শিখিয়েছ বন্ধু ! অত্যাচারীর উচ্ছেদ-সাধনে রাজাকে নির্ম্মম শাসক সেজে পক্ষপাতিত্বহীন কঠোর বিচার ক'রতে হয়। তাই প্রয়োজনবোধে, আজ আমাকে ভায়ের বুক থেকে ভাইকে ছিনিয়ে আন্‌তে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসার বারুদের আগুনে পুড়িয়ে দিতে হ'য়েছে। কর্ম্মের প্রয়োজনে, কর্ত্তব্যের আহ্বানে, আমার প্রিয়তম বন্ধু গঙ্গুবাহমনের স্নেহের আবেষ্টন থেকে তার একমাত্র মাতৃহারা সন্তানকেও ছিনিয়ে আন্‌তে হ'য়েছে।

গঙ্গু। কে ? কাকে ছিনিয়ে আন্‌তে হয়েছে ? হাসান ?

মহম্মদ। না, দীপক।

গঙ্গু। দীপক? না-না, এ হ'তে পারে না? সম্রাট, এ দীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে আপনার পরিহাস শোভা পায় না।

মহম্মদ। পরিহাস?

গঙ্গু। হ্যাঁ পরিহাস। এ নিতান্ত পরিহাস। দশ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতের কথা আজও আমি ভুলিনি সম্রাট! নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে, সেই রাতের অন্ধকারে কাবেরী নদীর ভীষণ জলপ্লাবনে নিমজ্জমান যে অসহায় শিশুকে আপনি বাঁচিয়ে ছিলেন, আজ তাকেই আবার হত্যা ক'র্‌বেন? সম্রাট্ এরূপ উক্তি পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

মহম্মদ। ঐ দেখ গঙ্গু! (মৃত দীপককে দেখাইলেন)

গঙ্গু। (দীপককে দেখিয়া) একি? দীপক! দীপক! (দীপকের মৃতদেহ কোলে লইয়া বসিলেন) ওরে মাতৃহারা সন্তান, ওঃ! একি ক'র্‌লে ভগবান!

মহম্মদ। ছিঃ গঙ্গু! তোমার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির এতটা উতলা হওয়া শোভা পায় না। আমি স্বীকার ক'র্‌ছি কর্ত্তব্যের কঠোরতায় আমি তোমার পুত্র হত্যা ক'রেছি। কিন্তু তার বিনিময়ে কি পেলে সন্তুষ্ট হও গঙ্গু! আমি শপথ ক'র্‌ছি, তুমি সন্তানের জীবনের বিনিময়ে যা চাইবে আমি তোমায় তাই দেব।

গঙ্গু। বিনিময়?

মহম্মদ। হ্যাঁ, তোমার পুত্রের জীবনের বিনিময়।

গঙ্গু। সম্রাট,—

মহম্মদ। বল, তুমি কি চাও গঙ্গু? রত্ন, মাণিক্য, হীরা, জহরৎ, জায়গীর, হিন্দুস্থানের মস্‌নদ, মুকুট—

গঙ্গু। সম্রাট! আপনি কি মানুষ?

মহম্মদ। গঙ্গু!

গঙ্গু। পুত্রের জীবনের বিনিময়ে সাম্রাজ্যের উৎকোচ এনেছেন? হৃদয়হীন সম্রাট! আজ আপনি দরিদ্র পিতার স্নেহকে ব্যঙ্গ ক'রতে চান? দরিদ্র পিতা পিতা নয়, দরিদ্রের সন্তান সন্তান নয়; স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি, অনুরাগ, বাৎসল্য সবই বুঝি রাজা বাদশাহর অধিকার?

মহম্মদ। গঙ্গু! আমি কিন্তু, দুনিয়ার নীতি পালন ক'রেছি বন্ধু!

গঙ্গু। দুনিয়ার নীতি? সম্রাট! আপনাকে কি দুনিয়ার মানুষ পিতৃস্নেহকে ব্যঙ্গ কর্‌তে শিখিয়েছে?

মহম্মদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ শিখিয়েছে। স্মরণ কর বন্ধু! সপ্তাহ-কাল পূর্ব্বের কাহিনী। বাংলার বিদ্রোহ দমন ক'রে, বিজয়ী পিতা যখন বিজয় গর্ব্বে দিল্লীতে প্রবেশ ক'র্‌লেন, তখন আমার ইচ্ছায়, তাঁর সম্মাননায় এমন এক সৌধ কীর্ত্তি নির্ম্মাণ হ'লো, যার মীনারে মীনারে, গম্বুজে গম্বুজে, শাশ্বতকাল ধ'রে শিল্পীর অপূর্ব্ব সাধনা অক্ষয় অমর হ'য়ে থাক্‌বে। কিন্তু ক্ষীণা দুর্ব্বলা এ পৃথিবী, তাই যে বিরাট স্বপ্ন আমার বুকের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল, সে তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লে না। চন্দন কাষ্ঠের সেই অপূর্ব্ব তোরণ মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হ'য়ে আমার পিতার জীবনবায়ু মহাশূন্যে বিলীন হ'য়ে গেল। তার ফলে, তোমার

তুনিয়ার লোক কত কি ব'লে গেল। কিন্তু কে, কে আমার কথার সাক্ষ্য দেবে? ঐ যে এক রত্তি তুধের বালক ছোরার আঘাতে রক্তসিক্ত মাংস পিণ্ডের ন্যায় পড়ে আছে ওই ওকে জিজ্ঞাসা কর গঙ্গু! ওর ওই হিম শীতল ওষ্ঠ নেড়েও ও প্রচার ক'র্‌বে মহম্মদের তোরণ নির্ম্মাণে ষড়যন্ত্র, মহম্মদ তোগলকের পিতৃভক্তিতে ষড়যন্ত্র। আমি পিতাকে চাইনি, পিতাকে ভাল-বাসিনি। পিতার জীবনের বিনিময়ে আমি রাজসিংহাসন রাজমুকুট ক্রয় ক'রেছি।

গঙ্গু। নিরীহ নাগরিকের প্রতিবাদের প্রতিশোধ কি এই ভাবে নিতে হয় সম্রাট? দিল্লীর পথে-ঘাটে আজ অসংখ্য মৃতদেহ প'ড়ে আছে। শুষ্ক রাজপথে আজ রক্তনদী ব'য়ে চ'লেছে। মানুষ আজ আপনার নামে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত ক'র্‌ছে। সামান্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে, তার প্রতিভা নিঃশেষে নিংড়ে নিয়ে, নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে, প্রতিদানে তার একমাত্র মাতৃহারা সন্তানকে হত্যা ক'র্‌লেন?

মহম্মদ। তুমি আমায় ভুল বুঝ না গঙ্গু! তুমি ইচ্ছামত আমার উপর প্রতিশোধ নাও বন্ধু!

গঙ্গু। প্রতিশোধ?

মহম্মদ। হ্যাঁ, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ।

গঙ্গু। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ?

মহম্মদ। এই নাও ছুরী, হত্যার প্রতিশোধ নিতে তুমি আমায় হত্যা কর। ( গঙ্গুর হাতে ছুরী দিলেন )

গঙ্গু। ( ছুরী লইয়া ) প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।

মহম্মদ। হ্যাঁ, হত্যার প্রতিশোধ হত্যা।

গঙ্গু। না, হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় হয় না সম্রাট্! হত্যায় রক্তৃষা বাড়ে, প্রাণের পিপাসা মেটে না। ( মৃত দীপককে স্কন্ধে লইয়া ) আমি প্রতিশোধ নেব, প্রাণের পিপাসা মেটাব। নিজ হাতে পুত্রের দেহটাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে সেই ছাই মুঠো মুঠো ক'রে মহাশূন্যে উড়িয়ে দেব, না-না, সেই ছায়ের উপর ভিত্তি স্থাপন ক'রে আমি পুত্রহত্যার ভীষণ প্রতিশোধ নেব।

[ প্রস্থান।

মহম্মদ। ভুল ক'র্‌লে গঙ্গু! তুমি মহা ভুল ক'র্‌লে! আমি তোমায় রাজমুকুট দান করতে চেয়েছিলাম। তুমি আমার সে দান গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌তে। কারণ তোমার ছুনিয়ার মানুষই উচ্চকণ্ঠে প্রচার ক'রেছে, যে পিতা পুত্রের জীবনের চেয়ে রাজমুকুট রাজ সিংহাসনের দাম অনেক বেশী।

[ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

### বিজয়নগর রাজপ্রাসাদ

স্বাগতা ও কুমারীগণ

কুমারীগণ। গীত

প্রণাম তোমায় রাণী।

লক্ষ্মীরূপিণী তুমি গো জননী ॥

আজ প্রভাতে বাজে পুলকে, তোমার বিজয় বীণাখানি ॥

বিষাদ-ভরা মলিন মুখে,

ফুট্‌লো হাসি সবার মুখে,

দুঃখের নিশি শেষে, সাজিল নব বেশে, উজ্জ্বল মধুর ধরণী ॥

[ গীতান্তে প্রস্থান।

হরিহর রায় আসিলেন

হরিহর। রাণী স্বাগতা!

স্বাগতা। আসুন প্রভু।

হরিহর। উৎসব ক'র্‌ছো মহারাণী ?

স্বাগতা। ক'র্‌বো না? দক্ষিণ ভারতে আমার স্বামী নিজ বাহুবলে এই স্বাধীন সার্ব্বভৌম বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন ক'রেছেন, তাঁরই অনুকম্পায় আজ আমি বিজয়নগর অধিশ্বরী। এ আনন্দ কি চেপে রাখা যায় প্রভু? আমার এই উৎসব আনন্দে আপনাকেও যোগ দিতে হবে মহারাজ!

হরিহর। না দেবি! এখন আমার উৎসবে যোগ দেবার সময় নয়।

স্বাগতা। কেন প্রভু?

হরিহর। দাক্ষিণাত্যের কম্পিলিরাজ্য, আমারই কৌশলে স্বাধীন সার্ব্বভৌম বিজয়নগর রাজ্যে পরিবর্ত্তন হ'য়েছে সত্য, কিন্তু দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক বিজয়নগরের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেবেন না, এ কথাও ধ্রুব সত্য।

স্বাগতা। আপনার কি মনে হয় প্রভু? মহম্মদ তোগলক বিজয়নগর আক্রমণ ক'র্‌তে পারে?

হরিহর। শুধু আক্রমণ নয় দেবি! মনে হয় খাম্‌খেয়ালী বাদশাহ মহম্মদ তোগলক দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সার্ব্বভৌম বিজয়নগর রাজ্যকে একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'র্‌বে।

স্বাগতা। বিজয়নগর কি বাদশাহী সৈন্যের গতিরোধ করতে পা'রে না?

হরিহর। পারে, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌বে না।

স্বাগতা। কেন? বিজয়নগর কি এতই দুর্ব্বল?

হরিহর। দুর্ব্বল নয় রাণি! আমি জানি, বিজয়নগরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিটী বিজয়নগরবাসী হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করবে।

স্বাগতা। তবে আর চিন্তা কিসের? বিজয়নগরের অধিবাসীগণ যদি পারে তাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'র্‌বে।

হরিহর। যদি না পারে—

স্বাগতা। স্বাধীন দেশের মানুষের মত দেশের গৌরবকে রক্ষা ক'র্‌তে জীবনকে তুচ্ছ ক'রে মরণের মুখে এগিয়ে যাবে।

হরিহর। অনর্থক কতকগুলো মানুষকে আমি নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিতে চাই না দেবি! আমি জানি, শত চেষ্টাতেও বিজয়নগর স্বীয় শক্তিবলে দিল্লীশ্বরের গতিরোধ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

স্বাগতা। কেন পার্‌বে না?

হরিহর। নবগঠিত বিজয়নগরের কোষাগারে এত অর্থ সঞ্চিত নাই যে, বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন ক'রতে পারে। যদিও দক্ষিণ ভারতের সুবেদারগণ আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে বিনা স্বার্থে কেউ এ বিপদকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেবেন না। তাদের স্বার্থসিদ্ধ কর্‌তে চাই প্রভূত অর্থ। কোথায় সে অর্থ?

স্বাগতা। শক্তি সামর্থ বজায় থাক্‌তে অর্থের অভাবে একটা দেশের স্বাধীনতা কখনো বিকিয়ে যেতে পারে না। যে বিজয়নগরকে আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে ফলে ফুলে গড়ে তুলেছি, আমি জীবিত থাক্‌তে সেই বিজয়নগরকে কখনও পাঠানের পদতলে মাথা নত ক'র্‌তে দেব না। মহারাজ! বাদশাহী ফৌজ সত্য যদি বিজয়নগর আক্রমণ করে, আপনিও সদম্ভে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন, আর এ যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন ক'র্‌বো আমি—বিজয়নগরের মহারাণী।

হরিহর। তুমি? মহারাণী, তুমি কোথায় পাবে এত অর্থ?

স্বাগতা। আমি ও আমার পুরবালাগণের হীরা-জহরৎ-মণ্ডিত বহু মূল্যের অঙ্গাভরণ মাতুরা রাজ্যের কাছে বিক্রয় ক'রে প্রভূত অর্থে বিজয়নগরের শূন্য রাজকোষ পূর্ণ ক'রে রেখেছি।

হরিহর। মহারাণী স্বাগতা!

স্বাগতা। আমার অনুরোধ মহারাজ, আপনি বিজয়নগর সীমান্তে সৈন্য সাজান—

হরিহর। কিন্তু দেবী—

স্বাগতা। আমার জন্য চিন্তিত হ'তে হবে না মহারাজ! যে নিজের হাতে দেশ গড়্‌তে পারে, প্রয়োজন হ'লে সে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'র্‌তেও পারে।

[ প্রস্থান।

হরিহর। জানিনা কোন পুণ্যফলে এমন সহধর্ম্মিণী লাভ ক'রেছি।

রণমল্ল আসিলেন

রণমল্ল। মহারাজ? বাদশাহী ফৌজ বিজয়নগর আক্রমণ ক'রেছে—

হরিহর। কি! বিজয়নগর আক্রমণ ক'রেছে?

রণমল্ল। হ্যাঁ। মুলতান বিজয়ী আফ্‌গান সেনাপতি মীর মেহেদীর বিশালবাহিনী অতর্কিতে বিজয়নগর অবরোধ করেছে।

হরিহর। আফ্‌গান সেনাপতি মীর মেহেদী? রণমল্ল, বিজয়নগর সীমান্তে কামান সাজাও. তুঙ্গভদ্রার তীরের উপত্যকা হ'তে পাঠান সৈন্যের উপর অবিশ্রান্ত গুলি চালাও।

রণমল্ল। আমাদের এই সামান্য গোলা বারুদ নিয়ে বিশাল বাদশাহী ফৌজের গতিরোধ করা কি সম্ভব?

হরিহর। তাহ'লে তোমরা আমাকে কি ক'রতে বল সেনাপতি?

রণমল্ল। আমার মনে হয়, এই অতর্কিতে আক্রান্ত হ'য়ে, বিজয়নগরকে ধ্বংস হ'তে না দিয়ে বাদশাহী ফৌজের সেনাপতি মীর মেহেদীর সঙ্গে সন্ধি করি।

হরিহর। সন্ধি? অতর্কিতে আক্রমণকারী মীর মেহেদীর সঙ্গে তুমি সন্ধি ক'রতে চাও রণমল্ল?

রণমল্ল। সন্ধি ব্যতীত বর্ত্তমানে বিজয়নগরের সুখ-শান্তি রক্ষা কর্‌বার অন্য কোন উপায় নেই মহারাজ!

হরিহর। দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে সুখের বিলাস শয্যায় নিদ্রা যেতে চাও সেনাপতি?

রণমল্ল। বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেও আপনি বিজয়নগরের স্বাধীনতা রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

হরিহর। তবু বিনামূল্যে আমি দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে যেতে দেব না।

রণমল্ল। কিন্তু বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌বার মত গোলা বারুদ রসদের আমাদের নিতান্ত অভাব।

হরিহর। সে বিষয় তোমায় চিন্তা ক'র্‌তে হবে না রণমল্ল! সে সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন আছি।

রণমল্ল। কে দাঁড়াবে শক্তিশালী বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে? কোথায় আপনার সাহসী সৈন্যদল?

স্বাগতা আসিলেন

স্বাগতা। এই মাটির মা'র কোলে ঘুমিয়ে আছে।

রণমল্ল। মহারাণি! আপনিও এই জটিল রাজনীতির মধ্যে?

স্বাগতা। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দেশের বীর সন্তানগণ যখন অপারক হ'য়ে উঠে, দেশের নারীদেরই তখন সেই অমূল্য জাতীয় সম্পদ রক্ষায় সচেতন হ'তে হয়।

হরিহর। যাও রণমল্ল, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও গে।

রণমল্ল। বুঝলাম, এ যুদ্ধে বিজয়নগরের ধ্বংস অনিবার্য্য।

স্বাগতা। সেনাপতি! তুমি রাজ আদেশ পালন কর্‌বে কি না?

রণমল্ল। না, একটা নারীর খেয়াল চরিতার্থ কর্‌তে জাতীর ধ্বংসস্তূপ রচনা কর্‌তে পার্‌বো না।

হরিহর। রণমল্ল! তুমি আমার বন্দী।

রণমল্ল। বন্দী?

স্বাগতা। হ্যাঁ, বন্দী। বিজয়নগরের সঙ্গে বাদশাহী ফৌজের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আমাদের বন্দী।

রণমল্ল। আমাকে বন্দী ক'রে রাখ্‌বার মত সুদৃঢ় কারাগার আজও বিজয়নগরে তৈরী হয়নি মহারাণি!

হরিহর। রণমল্ল রাও! স্মরণ রেখো আমি বিজয়নগরের রাজা।

রণমল্ল। স্মরণ রাখবেন বিজয়নগর রাজ! যে মুহূর্ত্তে আমার বন্দীর সংবাদ পৌঁছাবে বিজয়নগর সেনাদলের মধ্যে, সেই মুহূর্ত্তে বিজয়নগর সেনাদল বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে, মহারাজ হরিহর রায়ের বিরুদ্ধেই সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা ক'র্‌বে।

( নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও কোলাহল ) "বাদশাহী ফৌজ —বাদশাহী ফৌজ।"

হরিহর। এত কাছে!

স্বাগতা। কি হবে মহারাজ? কি ক'রে বিজয়নগরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে?

রণমল্ল। এখনও বলুন মহারাজ, বিজয়নগরের এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে আপনি কি ক'র্‌তে চান্?

হরিহর। আমি যা চাই, তা পূর্ব্বেই বলেছি।

স্বাগতা। বিজয়নগর প্রাণ দেবে, তবু মান দেবে না।

[ প্রস্থান।

রণমল্ল। তাহ'লে যুদ্ধ অনিবার্য্য?

হরিহর। হ্যাঁ, অনিবার্য্য। আর এ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি থাক্‌বে রাজনীতির বাহিরে বিজয়নগর কারাগারে। ( হরিহর ও রণমল্ল, পরস্পর অসি নিষ্কাষণ করিয়া তরবারিতে তরবারিতে আঘাত করিলেন )

গীতকণ্ঠে মাধববিদ্যারণ্যের প্রবেশ

মাধব। গীত

তুমি ভুল ক'রো না।

বিপদ কালে আপন ভুলে, আপনে পর করো না॥

আপন ভায়ে বুকে নাও,

তার ভুল তারে বুঝিয়ে দাও,

ভায়ে ভায়ে বিবাদ ক'রে, দেশের বুকে বিষাদ এনো না॥

হরিহর। গুরুদেব! বলুন, এখন আমার কি কর্ত্তব্য?

( দূরে কামান গর্জ্জন )

মাধব। পূর্ব্বগীতাংশ

ওই গরজে পাঠান কামান, ওঠো, জাগ যত বীর সন্তান,

জন্মভূমির রাখিতে মান, রণে হও সবে আগুয়ান,

থানেশ্বরের পুনরাভিনয় আর ক'রোনা ( ওগো ) আর ক'রোনা॥

[ প্রস্থান।

হরিহর। রণমল্ল! ভাই বন্ধু, আজ আমাদের সব বাদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে নবগঠিত বিজয়নগরের স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে এসো আমরা ছুটে যাই বিজয়নগর সীমান্তে। শত্রু যখন দ্বারে এসে সদম্ভে আস্ফালন ক'র্‌ছে, তখন আর আমাদের গৃহ বিবাদে মত্ত হ'য়ে থাকা চ'লে না ভাই! আজ বিপন্ন দেশের রক্ষকরূপে আমি তোমার কাছে করযোড়ে অনুরোধ ক'রছি, ঐ পাঠান কামান গর্জ্জনকে প্রতিহত ক'রে, বিজয়নগর হ'তে পাঠানের জয়ের নিশান টেনে ছিঁড়ে ফেলে, উড়িয়ে দাও সেখানে স্বাধীন সার্ব্বভৌম বিজয়নগরের বিজয় পতাকা।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য

### গঙ্গুর বাটীর সম্মুখস্থ পথ

ধীরে ধীরে উন্মাদের ন্যায় গঙ্গু আসিলেন

গঙ্গু। আকাশে ঝড় উঠেছে, বাতাস ক্রোধে গর্জ্জন ক'রছে, সমুদ্র প্রলয় প্লাবনে ছুটে আস্ছে। প্রকৃতির বুকে সুরু হ'য়েছে মহাকালের প্রলয় নৃত্য। সাবাস্ মহাকাল! তোমাকে আমার অসংখ্য প্রণাম। (হাত তুলিতে যাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন) ওহো-হো! আঃ! কেন? কিসের শোক? আমি যে নিজ হাতে পুত্রের কোমল দেহ চিতায় তুলে দিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ ক'রেছি, আমি দাঁড়িয়ে তাকে ভস্মস্তুপে পরিণত ক'রেছি। তার শেষ স্মৃতি এই চিতা ভস্ম। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে অসংখ্য নিরীহ প্রজাকে রাজরোষ থেকে বাঁচাতে গিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে ভারতের শ্যামল মাটি লালে লাল ক'রে গেছে, সে এই ছুরী।

দূরে পীর বাহারাম আসিলেন

পীর। কই, বাড়ীতে কেউ নেই? কোন দিকে যাই, কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি—গঙ্গুবাহমান কোথায়?

গঙ্গু। কে? কে কথা কইলে?

পীর। কে, কে তুমি?

গঙ্গু। দাঁড়াও।

পীর। না-না, তোমায় আদাব—আদাব—

গঙ্গু। ধীরে—মুশাফির ধীরে—

পীর। কে তুমি? তুমি কি দোজাকের আজ্‌রাইল্‌?

গঙ্গু। চিন্‌তেই পারলে না বন্ধু? অথচ কত জানা, কত চেনা।

পীর। ( ধীরে ধীরে কাছে গিয়া ) ঠাকুরমশাই!

গঙ্গু। ধ'রে ফেলেছে—এবার ধ'রে ফেলেছে।

পীর। ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই!

গঙ্গু। চুপ! কাণ পেতে শোন বন্ধু! দূরে—বহু দূরে—কে যেন আমায় ডাক্‌ছে। সে কি বল্‌ছে জান? বল্‌ছে গঙ্গু-বাহমন, প্রতিশোধ নাও! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি প্রতিশোধ নেব—ভীষণ প্রতিশোধ নেব।

পীর। না ঠাকুরমশাই, আপনি প্রতিশোধ নিতে পারবেন না। তা যদি পারতেন, তাহ'লে যে মুহূর্ত্তে সম্রাট আপনার পুত্র হত্যা ক'রে সেই রক্তমাখা ছুরী আপনার হাতে তুলে দিয়ে আপনার সাম্‌নে বুক পেতে দিয়েছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনি সম্রাটকে হত্যা ক'রে আপনার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারতেন। তা যখন আপনি পারেন নি, তখন আর আপনি সম্রাটের উপর প্রতিশোধ নিতে পারবেন না।

গঙ্গু। পাগল—পাগল—পীরবাহারাম, তুমি একটী বদ্ধ পাগল। হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় হয় না বন্ধু!

পীর। ঠাকুরমশাই!

গঙ্গু। এই দেখ পুত্রের রক্তমাখা সেই ছুরী। আর এটা কি দেখ্‌তে পাচ্ছ?

পীর। একি ঠাকুরমশাই ?

গঙ্গু। আমার একমাত্র পুত্রের ধ্বংসস্তুপের ভস্মরাশী।

পীর। ও আর আপনার কি হবে ঠাকুরমশাই ? ওসব ফেলে দিন, ফিরে আসুন আপনি আপনার কর্ম্মপথে। সম্রাট আপনাকে আজ দরবারে আহ্বান ক'রেছেন।

গঙ্গু। আমার আদাব জানিয়ে সম্রাটকে বল্‌বেন,—আজ আমি দরবারে হাজির হ'তে পারলাম না, সে জন্যে তিনি যেন আমায় মার্জ্জনা করেন।

পীর। ঠাকুরমশাই! যা হ'বার হ'য়ে গেছে, সে নিয়ে আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির অতখানি উতলা হওয়া সাজে না।

গঙ্গু। আমি উতলা হইনি পীর সাহেব! আমি যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছি, মাত্র সেই ব্রত উদ্‌যাপনের অপেক্ষা করছি।

পীর। কি ব্রত ঠাকুরমশাই ?

গঙ্গু। আমার একমাত্র মাতৃহারা শিশু সন্তানের জীবনের সঙ্কল্পই আমার জীবনের মহাব্রত। সে আজ পৃথিবীতে নেই, তার নশ্বর দেহ ভস্ম হ'য়ে গেছে। তাই তার অপূর্ণ আশা আমায় পূর্ণ করতে হবে।···হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি পূর্ণ করবো। ওরে আমার অতৃপ্ত সন্তান! আমি তোর আত্মাকে তৃপ্তি দেব। তোর এই ভস্মরাশীর মধ্যে আমি আগুন লুকিয়ে রেখেছি, তাতে চাই মাত্র বাতাস, কে তাতে বাতাস দিয়ে জ্বালাবে ? কে আছে সে শক্তিমান ? আছে—আছে, এ আগুনে বাতাস দিতে পারে একমাত্র হাসান।

হাসান আসিলেন

হাসান। পিতা! পিতা! পিতা!

গঙ্গু। হাসান! হাসান! হাসান!

হাসান। পিতা! একি?

গঙ্গু। আয়—আয়—আয়। কাছে আয়—কাছে আয়।

হাসান। পিতা! আমার ভাই দীপক?

গঙ্গু। চ'লে গেছে হাসান!

হাসান। কোথায় পিতা?

গঙ্গু। দূরে—বহু দূরে—সৃষ্টির পরপারে।

হাসান। দীপক! ভাই! ( বসিয়া কাঁদিতে লাগিল )

গঙ্গু। ভাই আর এ জগতে নেই হাসান!

হাসান। পিতা!

গঙ্গু। এই রক্তপিয়াসী ছুরী, তার বক্ষভেদ ক'রে প্রাণ ভ'রে রক্ততৃষা মিটিয়েছে। অগ্নি তাকে ভস্মস্তুপে পরিণত ক'রেছে। আর তার এই চিতাভস্ম আমার বার্দ্ধক্যপীড়িত শিথিল দেহে শত যুবকের শক্তি এনে দিয়েছে।

হাসান। কে, কে আমার ভায়ের বুকে ছুরী বসিয়েছে?

পীর। সম্রাট।

হাসান। সেই নিষ্পাপ দেবশিশু, এমন কি অপরাধ ক'রেছিল পীর সাহেব, যার জন্য তাকে দিল্লীশ্বর হত্যা করলেন?

গঙ্গু। অপরাধ গুরুতর হাসান! দীপক দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রেছিল।

হাসান। বিদ্রোহ ?

গঙ্গু। দিল্লীশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রেছিল।

হাসান। একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতিবাদে, প্রবল প্রতাপশালী দিল্লীশ্বরের কি ক্ষতি হ'য়েছিল পিতা, যার জন্য দিল্লীশ্বরকে নিজ হাতে এই হত্যাকাণ্ড সাধিত ক'রতে হয়েছে।

গঙ্গু। শিশুর সারল্যের তীব্র প্রতিবাদে দিল্লীশ্বরের মস্‌নদ কেঁপে উঠেছিল হাসান! তাই সেই শিশুকে হত্যা কর্‌বার প্রয়োজন হ'য়েছিল।

পীর। হাসান! তুমি ঠাকুরমশাইকে নিয়ে বাড়ীতে যাও। ঠাকুরমশাই! এখন আমি আসি, আবার অন্য সময় আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো।

[ প্রস্থান।

হাসান। এত নিষ্ঠুর—এতখানি নির্ম্মম দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক ?

গঙ্গু। হাসান!

হাসান। পিতা! দিল্লীশ্বরের এই অত্যাচারের আমি এমন প্রতিশোধ নেব, যা শুনে সারা হিন্দুস্থান শিউরে উঠ্‌বে।

গঙ্গু। না প্রাণাধিক, তোমার বাঞ্ছিত প্রতিশোধ, আমার মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি নয়।

হাসান। পিতা!

গঙ্গু। সেই শিশু এক মহাযজ্ঞের সূচনা ক'রে গেছে। আমাকে অতি সন্তর্পণে সে যজ্ঞ সমাধা ক'রে তাতে পূর্ণাহুতি দিতে হবে।

হাসান। আপনার মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবে মহম্মদ তোগলকের তপ্তরক্ত !

গঙ্গু। ওরে অবোধ ! হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় হয় না।

হাসান। না-না, পিতা, আপনি আমায় বাধা দেবেন না। মহম্মদ তোগলককে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে তাকে শাস্তি দেবার মত মানুষ এই পৃথিবীতে আছে।

গঙ্গু। ভুল—ভুল পুত্র ! মানুষ মানুষকে শাস্তি দিতে পারে না। পারে, সাময়িক একটা অশান্তির সৃষ্টি কর্‌তে। হাসান !

হাসান। পিতা !

গঙ্গু। আমার দীপক চ'লে গেছে, তুই আছিস্। তুই কি আমার স্বপ্ন সফল কর্‌তে পার্‌বি না ?

হাসান। পারবো পিতা ! আপনার আদেশ যত কঠোরই হোক্ আমি তা হাসিমুখে পালন ক'র্‌বো।

গঙ্গু। তবে তোর্ মন থেকে মহম্মদ তোগলকের হত্যার সঙ্কল্প মুছে ফেল্।

হাসান। পিতা !

গঙ্গু। আমি তাকে ক্ষমা ক'রেছি পুত্র ! সে তো আমার উপর অভিমান ক'রে আমায় নির্য্যাতন কর্‌তে আমার পুত্র হত্যা করেনি। দীপককে সে হত্যা ক'রেছে, তার রাজনীতির মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে, বিদ্রোহ দমন ক'রে ভারতে সে শান্তি স্থাপন করতে চায়।

হাসান। আমি তার শান্তির মূলে কুঠারাঘাত ক'রে ভারত ব্যাপি জ্বালিয়ে তুল্‌বো অশান্তির আগুন।

গঙ্গু। না হাসান! ভারতবর্ষে অশান্তি সৃষ্টি আমার কাম্য নয়। তাতে আমার মত অনেক নিরীহ প্রজার দীর্ঘশ্বাস পড়বে। আমি চাই পুত্র, তোমার ভাই দীপকের এই ভস্ম-রাশীর উপর এক শান্তি পূর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন কর্‌তে।

হাসান। পিতা!

গঙ্গু। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আগুন। তুমি তাতে বাতাস দাও। সেই বাতাসে ভস্মরাশী ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসুক জলন্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। সেই স্ফুলিঙ্গে প্রজ্জ্বলিত হোক আমার মহাযজ্ঞের অনলরাশী। সেই লেলিহান অনলে আমি আহুতি দেব দীপকের এই রক্তমাখা ছুরী। তারপর যজ্ঞাহুতির ভস্মতিলকে তোমার ললাটে এঁকে দেব রাজটীকা।

হাসান। পিতা! পিতা!

গঙ্গু। ঐ—ঐ তোমার ললাট পটে জ্বল্‌জ্বল ক'র্‌ছে রাজ-চক্রবর্ত্তির চিহ্ন। হাসান! হাসান! তুমি হবে আমার কল্পনা সাম্রাজ্যের রাজা।

হাসান। পিতা! পিতা! এ আপনার কি অভিনব কল্পনা?

গঙ্গু। অভিনব যজ্ঞের অভিনব পূর্ণাহুতি। ঐ শোন হাসান, দূরে—বহু দূরে—কে যেন আমায় ডাক্‌ছে? ঐ দিগন্ত পারের নির্য্যাতীত-নিপীড়িত জনগণ যুক্ত করে মুক্ত কণ্ঠে

বল্‌ছে,—“অনাগত প্রভু স্বাগতম্‌, অনাগত দেবতা স্বাগতম্‌, অনাগত রাজা স্বাগতম্‌।”

গীতকণ্ঠে মাধববিদ্যারণ্য আসিলেন

মাধব। গীত

স্বাগতম ! স্বাগতম !
ওগো সত্য সুন্দরের পূজারী।
তোমার সাধনা শুভ্র কুসুমে ভরিয়া উঠিল সাজি ॥
ঐ উঠে মন্দিরে তব জয়গান,
নব প্রেরণায় পুলকিত প্রাণ,
উষার আলোকে জাগিল ধরণী আঁধার বিনাশী আজি ॥
দক্ষিণ ভারতে জ্বলিছে দাবানল,
( ওগো ) তুমি বিনা কে নেভাবে সে অনল,
প্রলয় হুঙ্কারে বাজিছে বিষান,
দুঃখ নিশার হ’বে চির অবসান,
ওগো দেবতা ! মিনতি তোমারে,
অলক্ষ্যে থাকিয়া রাঙাও তুমি হৃদয় কুসুম রাজী ॥

গঙ্গু। আমি যাব, আমি নেভাব সে অনল। ওরে হাসান ! নিদ্রিত দেবতা জেগেছে, তাই আজ অনাগতের ডাক্‌ এসেছে, যাবি যদি ছুটে চল—ছুটে চল।

[ মাধব পূর্ব্বগীতাংশ গাহিতে গাহিতে গঙ্গুর হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

হাসান। যাব—যাব পিতা ! কিন্তু যাবার পূর্ব্বে, এক নূতন খেলা খেলে যাব।

[ প্রস্থান

## পঞ্চম দৃশ্য

### দিল্লীর দরবার

বন্দিগণের প্রবেশ

বন্দিগণ। গীত

দীন দুনিয়ার মালিক ওগো খোদা মেহেরবান।
তোমার দোয়ায় ভারত বুকে উঠছে পাঠান জয়গান ॥
মসনদে যে ব'সল মালিক হয়ে তোমার গোলাম,
আজ প্রভাতের প্রথম প্রাতে জানাই তারে সেলাম,
তোমার দ্বারে এই মিনতি করি মেহেরবান,
মালিক যারে ক'রলে তুমি মঙ্গল তার কর বিধান ॥

[ গীতান্তে বন্দিগণের প্রস্থান।

[ এই গানের মধ্যে বাহাউদ্দিন, মালেক খসরু ও পীর বাহারাম আসিয়া স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইল। প্রতিহারী আসিয়া দাঁড়াইল। ]

[ নেপথ্যে নকিব হাঁকিল—"শাহেনশাহে হিন্দুস্তাঁ। মালিকে আমির-ও-ওম্‌রা মহম্মদ বিন্ তুগলক্ নিগাহোঁবাঁ আমির ও গরিব" ]

( ভেরী বাজিয়া উঠিল )

মহম্মদ তোগলক আসিলেন ( সকলে আভূমি নত কুর্ণিশ করিল )

মহম্মদ। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজ্‌রাট, কনোজ, বাংলা ও বেহারের সুবেদারগণের উপঢৌকন আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেখে খুসী হ'য়েছি, বিশেষতঃ কনোজ সুবেদার যে একখণ্ড

পদ্মরাগ মণি পাঠিয়েছেন, কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দিন বলেন,—অমন মহার্ঘ মণি আমার রাজভাণ্ডারে আর একটীও নাই।

মালেক। শাহানশা, কনোজ সুবেদারের পূর্ব্বপুরুষ দ্রাবিড় দেশ জয় করে ঐ মণিটী এনেছিলেন। তিনি বলেন,—ঐ মণি নাকি সেখানকার রাজমুকুটের প্রধান শোভা ছিল।

মহম্মদ। রাজমুকুটের চেয়ে আমি তাকে যোগ্যতর স্থানে রেখেছি মালেক! আমি তাকে দান ক'রেছি।

মালেক। শাহানশা,—

মহম্মদ। শুধু একখণ্ড মণি নয় মালেক, ভারতের সমস্ত সুবেদারদের উপঢৌকন, তার সঙ্গে প্রভুত অর্থ, দিল্লীর ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে ব্যয় ক'রেছি।

মালেক। প্রজাদের প্রতি জাহাপনার অসীম করুণা।

মহম্মদ। কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দিন! ভাণ্ডার?

বাহাউদ্দিন। ভাণ্ডার বর্ত্তমানে কপর্দ্দক শূন্য সম্রাট!

মহম্মদ। ভাণ্ডার কপর্দ্দক শূন্য? এই সহজ কথাটা উচ্চারণ করতে বাহাউদ্দিনের গলাটা যেন শুকিয়ে গেল? বাহাউদ্দিন!

বাহাউদ্দিন। মেহেরবান জাঁহাপনা!

মহম্মদ। দরবারে ভাণ্ডারের ফতেয়া আর্জ্জি দাখিল ক'রেছো?

বাহাউদ্দিন। না শাহানশা!

মহম্মদ। না শাহানশা? আমার অর্থ আমি দান ক'রেছি, তার জন্য তোমার শোকের কারণ কি?

বাহাউদ্দিন। না হজরৎ, আমার শোকের কোন কারণ থাক্‌তে পারে না।

মহম্মদ। পারে—পারে প্রিয়তম!

বাহাউদ্দিন। জাঁহাপনা!

মহম্মদ। দিল্লীর রাজকোষের সঙ্গে জড়িয়েছিল তোমার শয়তানীর চক্রান্ত—

বাহাউদ্দিন। এসব আপনি কি বল্‌ছেন হজরৎ!

মহম্মদ। স্মরণ রেখো বাহাউদ্দিন! মহম্মদ তোগলক উন্মাদ নয়, অন্ধ নয়, তোমার প্রতিটী কার্য্যের সংবাদ আমি রাখি প্রিয়তম! যাক্, আজ রাত্রের মত নিদ্রা যাও, কাল প্রাতে প্রকাশ্য ময়দানে তোমার গায়ের চামড়া তুলে নেব। কৈ হ্যায়—

প্রহরী আসিয়া বাহাউদ্দিনকে ধরিল

বাহাউদ্দিন। শাহানশা,—

মহম্মদ। লে যাও—লে যাও— [ প্রহরী বাহাউদ্দিনকে লইয়া গেল ] মালেক খসরু!

মালেক। শাহানশা! বর্ত্তমানে রাজকোষে এমন অর্থ সঞ্চিত নাই যার দ্বারা শাসন কার্য্য পরিচালিত হ'তে পারে।

মহম্মদ। যাও, অবিলম্বে তাম্রমুদ্রার প্রচলনের ব্যবস্থা করগে।

মালেক। যো হুকুম খোদাবন্দ্! জাঁহাপনা দাক্ষিণাত্যের কম্পিলিরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হরিহর রায় বিজয়নগর নামে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছে।

মহম্মদ। আমি হরিহর রায়কে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করেছিলাম, তিনিও এখানে এসেছিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না ক'রে, আমার নামে ঘৃণিত অপবাদ দিয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেছেন। তাই তাকে শৃঙ্খলিত ক'রে আন্‌বার জন্যে আমি মূলতান বিজয়ী মীর মেহেদীকে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়েছি। তারপর—

মালেক। বিজাপুর গোলকুণ্ডার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

মহম্মদ। মীর আমিরহোসেন ও সেনাপতি উদয়চন্দ্রকে বিজাপুর গোলকুণ্ডায় পাঠিয়ে দাও।

মালেক। গুজরাটের প্রজারা সুবেদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে।

মহম্মদ। সেনাপতি আবেদীনকে গুজরাটের বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত কর।

মালেক। দেবগিরির সুবেদার সংবাদ দিয়েছেন—দক্ষিণে মাদুরারাজ্য রাজা হরিহর রায়কে সাহায্য ক'র্‌ছে।

মহম্মদ। দেবগিরিতে আমি হাসানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাও—

মালেক। যো হুকুম খোদাবন্দ্।

[ প্রস্থান।

মহম্মদ। বন্ধু বাহারাম!

পীর। জনাব আলি!

মহম্মদ। গঙ্গু এলোনা?

পীর। কই আর এলো জনাব!

মহম্মদ। তাকে কি রকম দেখলে?

পীর। তাকে দেখে মনে হয় জনাব! খানিকটা শোকাচ্ছন্ন, খানিকটা উন্মাদ, আর খানিকটা যেন কি রকম—কি রকম।

মহম্মদ। তবু তাকে তুমি কি রকম দেখ্‌লে?

পীর। বিমর্ষ!

মহম্মদ। গতি?

পীর। মন্থর।

মহম্মদ। চিত্ত?

পীর। স্থির।

মহম্মদ। হৃদয়?

পীর। পাষাণ।

মহম্মদ। উদ্দেশ্য?

পীর। মহৎ।

মহম্মদ। বাহারাম! সারা ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছি, কিন্তু গঙ্গুর মত মানুষ আমি আর একটীও দেখিনি। শত ঝড়-ঝঞ্ঝাতে সে অচল অটল। (নেপথ্যে করুণ সঙ্গীত শোনা গেল) পথ দিয়ে অমন করুণ গান গেয়ে কে যায়? ওকে তুমি জান বন্ধু?

পীর। জানি জনাব! ও এক পাগলিনী। আহা! বেচারী ওর স্বামীকে হারিয়েছে।

মহম্মদ। ও, তাই বুঝি কাঁদছে?

পীর। কাঁদবে না জনাব? স্বামী-স্ত্রীর প্রেম, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা।

মহম্মদ। প্রেম? ভালবাসা? হ্যাঁ হ্যাঁ, কেতাবে পড়েছি বটে, সব দেশেই তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ঐ প্রেমের কি রকম একটা নেওয়া-দেওয়া আছে। কিন্তু বন্ধু! নরনারীর সে প্রেম আমি কখনো চোখে দেখিনি। তুমি দেখেছ?

পীর। ওকি চোখে দেখ্‌বার বস্তু জনাব আলি? ও সব মনে মনে বুঝে নিতে হয় জনাব—মনে মনে বুঝে নিতে হয়। আমারও তো সাদী করা জরু রয়েছে।

মহম্মদ। ও, তোমরাও তাহ'লে পরস্পরের কাছ থেকে যা কিছু দেনা-পাওনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে নাও বুঝি?

অশ্বারোহীর বেশে চাবুক হস্তে শিরিণা ও তৎপশ্চাতে
ফিরোজ খাঁ আসিল

শিরিণা। পিতা! পিতা!

মহম্মদ। এই যে শিরিণা।

শিরিণা। পিতা! আমি তোমার কে?

মহম্মদ। কেন? তুমি আমার কন্যা।

শিরিণা। (ফিরোজকে দেখাইয়া) আর ঐ ও—?

ফিরোজ। আমি জাঁহাপনার গোলামের গোলাম। নাম ফিরোজ খাঁ।

শিরিণা। ভৃত্য! ভৃত্য! সম্রাটের আজ্ঞাবহ ভৃত্য তুমি। সম্রাট! তোমার ভৃত্য তোমার কন্যাকে অভিবাদন জানায় না কেন?

মহম্মদ। ফিরোজ! উদ্ধত যুবক!

ফিরোজ। শিরোধার্য্য সম্রাটের আদেশ। (শিরিণাকে অভিবাদন)

পীর। এই এরাই তরুণ-তরুণী জনাব!

মহম্মদ। তরুণ-তরুণী? ব্যাপার কি শিরিণা?

শিরিণা। পিতা! আমি অশ্বারোহণে যমুনা তীরে ভ্রমণ ক'রে প্রাসাদে ফির্‌ছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ চাঁদ্‌নীচকের সাম্‌নে কোলাহল শুনে আমার ঘোড়াটা ক্ষেপে গেল, শেষে লাগাম্ ছিঁড়ে ফেলে জনতা বিদলিত ক'রে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো, আমি তখনি চেষ্টা ক'রে আমার ঘোড়াকে সাম্‌লে নিচ্ছিলাম্। এমন সময় এই যুবক আমার ঘোড়ার গতিরুদ্ধ ক'রে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, লাগাম্ আমার হাতে তুলে দিয়ে কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর মিশিয়ে বল্লে,—"নারীর স্থান অশ্বপৃষ্ঠে নয়, অন্দরে"।

ফিরোজ। সম্রাট কন্যার শুধু মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নয় জনাব! তাঁর জীবন রক্ষার জন্যও আমি এ কাজ ক'রেছি।

শিরিণা। সম্রাট্ কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা—সম্রাট্ কন্যার জীবন রক্ষা? এত স্পর্দ্ধা তোমার? সম্রাটের সাম্‌নে একথা উচ্চারণ কর্‌তে সাহস কর?

ফিরোজ। যা সত্য, সে কথা উচ্চারণ কর্‌তে সাহসী সৈনিক কোন দিন ভয় পায় না শাহজাদী!

শিরিণা। পিতা! পিতা! তোমারই পয়জারের তলার ভৃত্য তোমার কন্যাকে করুণা করতে আসে?

পীর। এ সত্যই অন্যায় শাহজাদী! ফিরোজের এ ঔদ্ধত্য সত্যই আমরা সহ্য করতে পারি না।

শিরিণা। দিল্লীর শত শত নাগরিকের সাম্‌নে ও যখন আমার হাতে লাগাম্ তুলে দিলে, তখন আমার উন্নত শির মাটীতে নু'য়ে গেল পিতা! হয় আমি নিজের শক্তিতে বাঁচ্‌তাম্, নয় মর্‌তাম্। কিন্তু, ও কেন আসে আমায় করুণা ক'র্‌তে?

পীর। সত্যই তো, এ একেবারে মর্য্যাদায় আঘাত।

মহম্মদ। বাহারাম,—

পীর। এরা দু'জনেই তরুণ-তরুণী জনাব!

মহম্মদ। হুঁ। সত্য বল যুবক! তুমি কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলে?

ফিরোজ। জাঁহাপনা! আমি সেই উন্মত্ত অশ্বকে লক্ষ্য ক'রেই শাহজাদীর জীবন রক্ষা কর্‌তেই ছুটে গিয়েছিলাম।

মহম্মদ। শুধু অশ্ব, না আর কিছু?

ফিরোজ। না সম্রাট! আর কিছু নয়।

শিরিণা। পিতা! পিতা!

মহম্মদ। বাহারাম! আমি এখন কি বিচার করি বল তো দোস্ত্?

পীর। প্রথমে কিন্তু এই যুবকের কথা মেনে নিতে হবে জনাব!

মহম্মদ। শোন কন্যা! আজ আমরা প্রথমে ফিরোজের কথাই মেনে নিলাম। কারণ ও সত্যই বলেছে যে, নারীর

স্থান অশ্ব পৃষ্ঠে নয়, অন্দরে। তাই আজ থেকে, তুমি অন্দরের শোভা বর্দ্ধন কর্‌বে।

শিরিণা। পিতা!

মহম্মদ। ভয় নেই কন্যা! আমি এই যুবককেই তোমার অন্দরের দ্বারী নিযুক্ত কর্‌লাম্। যাও, তোমাদের বিচার শেষ। ( দ্রুত শিরিণা ও ফিরোজের প্রস্থান ) বাহারাম! তুমি আজ থেকে এদের প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌বে।

পীর। যো হুকুম খোদাবন্দ্! এ কাজে আমি খুব রাজী আছি। প্রেম আর ভালবাসা, এই নিয়েই তো দুনিয়া চল্‌ছে জনাব! কাজেই এ কাজে কি আমি গর্‌রাজী হ'তে পারি? আপনি যখন হুকুম ক'রেছেন্ তখন আমি ওদের প্রতি ঠিক লক্ষ্য রাখবো।

[ প্রস্থান।

হাসান আসিলেন

হাসান। সম্রাট!

মহম্মদ। হাসান!

হাসান। আপনি আমায় স্মরণ ক'রেছেন?

মহম্মদ। হ্যাঁ। দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি প্রদেশ আবার বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে, আমার ইচ্ছা তুমি আমার ফার্‌মান্ নিয়ে এই মুহূর্ত্তে দেবগিরি যাত্রা কর।

হাসান। মাফ্ কি জীয়ে মেহেরবান্! আমি আপনার এই আদেশ পালন কর্‌তে অক্ষম জনাব!

মহম্মদ। কেন হাসান?

হাসান। কারণ, আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস কর্‌ছেন।

মহম্মদ। পরিহাস ?

হাসন। হ্যাঁ, ইবন্‌বাতুতাকে সঙ্গে নিয়ে, পঞ্চনদ হ'তে দিল্লীতে ফিরে এসে, পিতার মুখে দীপকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি উত্তেজিত হ'য়েছি শুনে আপনার দেহরক্ষী সেনাদল, আজ সপ্তাহকাল আমার প্রাসাদে আমাকে বন্দী ক'রে রেখেছিল্। আজ আপনারই আদেশে তারা আমায় আপনার কাছে নিয়ে এসেছে।

মহম্মদ। হাসান! তুমি বালক। গঙ্গুর শিশু পুত্র নাশের সংবাদে তুমি উন্মাদ হ'তে পার, তা ব'লে তোমার আচরণে ভারত সম্রাট উন্মাদ হ'তে পারে না। আমি যে তোমায় চিনি হাসান! তুমি সরল, সত্যবাদী, উদার কর্ম্মীপুরুষ। এই নাও হাসান আমার ফার্‌মান্।

( হাসানকে ফার্‌মান দিলেন )

হাসান। সম্রাট! কি অপরাধে আপনি সেই শিশুকে হত্যা করেছেন ?

মহম্মদ। হাসান! স্মরণ রেখ, যে মহম্মদ তোগলক তার কাজের জন্য তুনিয়ার কারও কাছে সে কৈফিয়ৎ দেয় না।

হাসান। কিন্তু, আজ আপনাকে আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

মহম্মদ। না, দেব না।

হাসান। মনে রাখ্‌বেন সম্রাট্! যে সিংহাসনে বসে দর্পের হুঙ্কারে আপনি ভারতের বুকে অবাধ অত্যাচার ক'রে

চলেছেন্, সে সিংহাসনখানা, সেই নির্য্যাতীত জনগণের বুকের রক্ত দিয়েই গড়া, তারা যদি ইচ্ছা করে এই মুহূর্ত্তে ওই মসনদসহ আপনাকে সাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

মহম্মদ। তার পূর্ব্বে তামাম্ হিন্দুস্থানকে আমি একটা বিরাট কবরখানায় পরিণত কর্‌বো!

হাসান। তাই করুন। ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে জ্বালিয়ে তুলুন অত্যাচারের প্রলয় অনল, সেই অনলে ধ্বংস করুন দুনিয়ার আদি সভ্য ভূখণ্ড এই সুজলা সুফলা সাগর মেখলা শ্যামা ভারত ভূমি। আর আমরাও যদি পারি, সেই ধ্বংসের প্রতিকার কল্পে জাগিয়ে তুলে সারা ভারতবাসীকে, সেই ধ্বংসস্তুপেই সমাধি দেব অত্যাচারী অবিচারী ভারত সম্রাট মহম্মদ তোগলককে।

মহম্মদ। হাসান,—

হাসান। তারপর, খোদাতালার দরবারে গিয়ে আপনাকে তাঁর কাছে অকপটে আপনার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

[ প্রস্থান।

মহম্মদ। তাই দেব। তবু আমার পয়জারের তলার ভৃত্যের কাছে আমার কাজের আমি কৈফিয়ৎ দিতে পার্‌বো না।

[ প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

বিজয়নগর সীমান্ত শিবির

রণমল্ল আসিলেন

রণমল্ল। বাদশাহী ফৌজের যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত। মহারাজ হরিহর রায় বন্দী। মহারাণী স্বাগতা এখন পরস্ত্রী রূপে আমার শিবিরে। অথচ স্বাগতা ছিল একদিন আমারই বাল্যসঙ্গিনী, সে হয়তো সেদিন আমারই হ'তে পার্‌তো, কিন্তু হরিহর রায়, আমারই জীবনের কুগ্রহ, আমার ভাগ্যাকাশে উদীয়মান কাল ধূমকেতু। না-না, আমি ওদের সুখের জীবন সইতে পার্‌বো না। এই সুযোগে মহারাণীকে নিয়ে যাব দেবগিরি। ওকি! দূরে যেন মশালের আলো, না নিভে গেল, ওই! আবার জ্বলে উঠ্‌লো, নিভে গেল। ওকি আলো না আলেয়া!

স্বাগতা আসিলেন

স্বাগতা। রণমল্ল! রণমল্ল! যুদ্ধের সংবাদ কি?

রণমল্ল। বাদশাহী ফৌজের যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত।

স্বাগতা। মহারাজ কোথায়?

রণমল্ল। মীর মেহেদী বিন্নার কবলে বন্দী।

স্বাগতা। রণমল্ল! রণমল্ল!

রণমল্ল। উতলা হবেন না মহারাণি! আমি এখুনি এখান থেকে শিবির তোল্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ছি।

স্বাগতা। কি হবে রণমল্ল? কেমন ক'রে মহারাজ পাঠান সেনাপতির কবল হ'তে মুক্তি পাবেন?

রণমল্ল। তার মুক্তির ব্যবস্থা পরে হবে। মহারাণি! এখন আপনাকে রক্ষা করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য।

স্বাগতা। আমাকে রক্ষা?

রণমল্ল। হঁ্যা দেবি! পাঠান সৈন্য এখনও বিজয়নগরে রয়েছে। তাই পাঠানের কবল থেকে আপনাকে রক্ষা কর্‌তে, প্রয়োজন হ'লে আপনাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স্বাগতা। আমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—কেন?

রণমল্ল। সেনাপতি মীর মেহেদী বিন্না জান্‌তে পেরেছে, যে মহারাজ হরিহর রায় আপনার মন্ত্রণাতেই দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই আপনাকে বন্দী কর্‌বার জন্য পাঠান সেনাপতি এক ইস্তাহার জারি করেছে।

স্বাগতা। পাঠানের ইস্তাহারকে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না সেনাপতি! পাঠানের কারাগারকেও আমি ভয় করি না, আমি রাজকন্যা, রাজরক্ত আমার শিরায় প্রবাহিত। রাজ্যের উত্থান-পতন আমার নখ-দর্পণে। তুমি যাও সেনাপতি! অবিলম্বে মহারাজের মুক্তির ব্যবস্থা কর।

রণমল্ল। একটা নারীর ইঙ্গিতে বিজয়নগরের সেনাপতি চালিত হবে না মহারাণি!

স্বাগতা। বিজয়নগর রাজ্য যার ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়, যার ইঙ্গিতে বিজয়নগরের কল্যাণ-অকল্যাণ নির্দ্ধারিত হয়, সেই বিজয়নগর ঈশ্বরী তোমায় আদেশ কর্‌ছে—

রণমল্ল। ওই—ওই আবার সেই আলো! ওই নিভে গেল। মহারাণি! আর এক মুহূর্ত্ত আপনার এখানে থাকা উচিৎ নয়, চলুন, আপনাকে নিয়ে দেবগিরি চ'লে যাই।

স্বাগতা। না রণমল্ল! আমি দেবগিরি যাব না। যেখানে আমার স্বামী বন্দী আছেন, আমি যাব সেই দিল্লীতে।

রণমল্ল। দিল্লী?

স্বাগতা। হ্যাঁ দিল্লী। রণমল্ল! আমি দিল্লী যাব, তুমি অবিলম্বে আমার দিল্লী যাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

রণমল্ল। দিল্লী যাওয়া হবে না। আপনাকে দেবগিরি যেতে হবে।

স্বাগতা! না, আমি দেবগিরি যাব না, আমি দিল্লী যাব।

রণমল্ল। আবার ওই আলেয়ার আলো! যেন বহু লোকের পদ শব্দ মনে হ'চ্ছে। ওই মশালের আলো! আর এখানে থাকা উচিৎ নয়। মহারাণী স্বাগতা! আমার আদেশ আপনি দিল্লী যেতে পাবেন না। আপনাকে আমার সঙ্গে দেবগিরি যেতে হবে।

[ প্রস্থান।

স্বাগতা। আজ এত স্পর্দ্ধা রণমল্লের, যে সে আমায় আদেশ কর্‌তে চায়! আমি দিল্লীতে আমার স্বামীর কাছে

যেতে পাব না। তবে কি রণমল্লের মনে কোন কু-অভিসন্ধি আছে ?

ওগ্‌দাইখান্ আসিল

ওগ্‌দাই। কই, কোথায় রাজা ? ( স্বাগতাকে দেখিয়া ) একি ! এ কোন্ হুরী ? এত জড়োয়া গহনা, বহুৎ হাজার আশরফির মাল !

স্বাগতা। কে ? কে তুমি ?

ওগ্‌দাই। শিরিন্ বুলি, নার্‌গিস্ ফুলের মত চোখ।

স্বাগতা। সাবধান ! আর এক পাও এগিয়ো না।

ওগ্‌দাই। ভয় নেই রূপ্‌ওয়ালী।

স্বাগতা। বল, এখানে তুমি কি চাও ?

ওগ্‌দাই। আশরফি চাই।

স্বাগতা। তোমার পরিচয় ?

ওগ্‌দাই। আমি মোঙ্গলীয় দস্যু সর্দ্দার, নাম ওগ্‌দাই-খান্।

স্বাগতা। ও ! তুমি সেই দস্যু সর্দ্দার ! যাদের নামে হিন্দুস্থানের নরনারী সভয়ে কেঁপে উঠে ?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ, আমিই সেই মোঙ্গলীয় সর্দ্দার।

স্বাগতা। বহুদিন ধ'রে হিন্দুস্থান লুঠ ক'রেও এখনও তোমাদের আশা মেটেনি সর্দ্দার ?

ওগ্‌দাই। না, মেটেনি। আমাদের আশা কোন দিন মিট্‌বে না। এখন বল্, কি ক'রে আমাদের আশ্‌রফি মিল্‌বে ?

স্বাগতা। আশ্‌রফি তোমাদের মিল্‌বে না সর্দ্দার!

ওগ্‌দাই। মিল্‌বে—মিল্‌বে, আশ্‌রফি আমরা মেলাতে জানি। বিজয়নগরের সঙ্গে বাদশাহী ফৌজের লড়ায়ের সুযোগে আমি বিজয়নগর রাজ্য লুঠ্‌ করেছি।

স্বাগতা। কি বল্‌লে সর্দ্দার! তুমি বিজয়নগর লুঠ্‌ ক'রেছ?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ ক'রেছি। আমি খাঁটি মোঙ্গলিয়ান বাচ্ছা, সত্য কথা বল্‌তে আমি ভয় পাই না।

স্বাগতা। ওগ্‌দাইখান্‌! দস্যু!

ওগ্‌দাই। ব্যস! চুপ্‌ রহ, বল্‌ তুই কে?

স্বাগতা। আমি বিজয়নগরের রাণী।

ওগ্‌দাই। বহুৎ আচ্ছা! এখন বল্‌ বিজয়নগরের রাজ-ভাণ্ডারের অর্থ আমাদের মিল্‌বে কিনা?

স্বাগতা। না, রাজ-ভাণ্ডারের এক কপর্দ্দকও তোমাদের মিল্‌বে না।

ওগ্‌দাই। আশ্‌রফি না মিল্‌লে আমরা তোকেও ছাড়্‌বে না।

স্বাগতা। সর্দ্দার! তুমি কি মানুষ?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, খাঁটী মানুষ।

স্বাগতা। কেন তবে তোমরা অসভ্য বর্ব্বর যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন ক'রেছ সর্দ্দার?

ওগ্‌দাই। ওরে রূপওয়ালী! আমরা শুধু লুঠ্‌ করি আর আশ্‌রফি মেলাই। সভ্য মানুষের মত, মানুষের মাংস

চিবিয়ে খাই না। এই সভ্য হিন্দুস্থানের সুসভ্য মানুষের দল, মানুষের মাংস চিবিয়ে খাবার জন্য কত রকমের ফাঁদ পেতে বসে আছে। আমরা লুঠ্ করি, খুন জখম করি, কিন্তু ছলনা করি না। আমরা মেয়েছেলেকে জোর ক'রে আট্‌কে রাখি, কিন্তু তাদের গায়ে হাত লাগাই না।

স্বাগতা। সর্দ্দার ! সর্দ্দার !

ওগ্‌দাই। আশ্‌রফি—আশ্‌রফি ! অন্য বাৎ জানি না। বল কি ক'রে আমাদের আশ্‌রফি মিল্‌বে ?

স্বাগতা। এখানে আর কি ক'রে আশ্‌রাফি মিলবে সর্দ্দার ! বিজয়নগর তো তোমরা পূর্ব্বেই লুঠ্ করেছ।

ওগ্‌দাই। কিন্তু, বিজয়নগরের রাজভাণ্ডার আছে। তুই যখন এই দেশের রাণী আছিস্, তখন তুই তোদের রাজাকে চিঠি লিখে দে, সেই চিঠি নিয়ে আমার মাঙ্গু যাবে তোদের রাজার কাছে। হ্যাঁ, আর এক কথা, মাঙ্গু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আশ্‌রফির জন্য তোকে এখানে আটক্ থাক্‌তে হবে।

স্বগতা। তোমার মাঙ্গু পত্র নিয়ে কার কাছে, কোথায় যাবে সর্দ্দার ? বাদশাহী ফৌজ এদেশ দখল ক'রে এখানকার রাজাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেছে দিল্লীতে।

ওগ্‌দাই। তাহ'লে, আমাদের আশ্‌রফি মিল্‌বে কোথায় ? এত মেহনৎ ক'রে তোকে গ্রেপ্তার করা হ'লো, শুধু রুক্ষু হাতে ফিরে যেতে হবে ?

স্বাগতা। আশ্‌রফি তোমাদের মিল্‌বে সর্দ্দার !

ওগ্‌দাই। মিল্‌বে ? কোথায়, কি ক'রে ?

স্বাগতা। তুমি যদি আমায় দিল্লী পৌঁছে দিতে পার।

ওগ্‌দাই। আশ্‌রফি যদি মিলে, তবে আল্‌বাৎ পৌঁছে দিতে পারে।

স্বাগতা। আশ্‌রফি মিল্‌বে, তবে দিল্লীতে নয়, এই বিজয়নগরে ফিরে এসে আমি তোমায় আশাতীত পুরস্কার দেব।

ওগ্‌দাই। আচ্ছা, তুই কেন দিল্লী যেতে চাস্‌ ?

স্বাগতা। আমার স্বামীকে, বিজয়নগর রাজাকে, মুক্ত ক'রে আন্‌তে আমায় দিল্লী যেতে হবে।

ওগ্‌দাই। তুই কেন দিল্লী যাবি ? তোর্‌ রাজ্যে কি কোন উজীর নেই ?

স্বাগতা। আছে সর্দ্দার. কিন্তু তারা আজ দেশকে ভুলে, দেশের রাজাকে ভুলে, আমার রূপে মুগ্ধ হ'তে চায়।

ওগ্‌দাই। তোর কথা আমি ঠিক্‌ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

স্বাগতা। স্বার্থবাদী শয়তানের দল আমাকে, বিজয়-নগরের মহারাণীকে, তাদের প্রণয়-সঙ্গিনী কর্‌তে চায়।

ওগ্‌দাই। এ তুই কি বল্‌ছিস্‌ রাণি !

স্বাগতা। সত্য কথা সর্দ্দার !

ওগ্‌দাই। তোদের দেশের মানুষগুলো এম্‌নি পিশাচ যে, মা-ভগ্নী জ্ঞান নেই তাদের ?

স্বাগতা। সর্দ্দার ! তুমি আমায় রক্ষা কর, পিশাচের কবল থেকে তুমি আমার মান সম্ভ্রম বাঁচাও !

ওগ্‌দাই। রাণী, তোদের দেশটাকে আমি আজও চিন্‌তে পারলাম না।

স্বাগতা। ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে এই দেশের অধিবাসী চিরদিনই দেশের সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছে। সর্দ্দার! তুমি আমায় দিল্লী পৌঁছে দাও! দিল্লীর কারাগার থেকে আমার স্বামীকে মুক্ত ক'রে, বিজয়গর্ব্বে এই বিজয়নগরে ফিরে এসে, আমি তোমার সঙ্গে নূতন সত্ত্বে চুক্তিবদ্ধ হবো।

ওগ্‌দাই। ব্যস্‌, দিল্লী চল্‌।

স্বাগতা। দাঁড়াও সর্দ্দার! আমি তোমার কাছে একটী প্রতিশ্রুতি চাই?

ওগ্‌দাই। কি বল্‌?

স্বাগতা। আমি তোমায় বিশ্বাস ক'রে তোমার সঙ্গে দিল্লী যেতে পারি?

ওগ্‌দাই। ওরে রাণি! ওগ্‌দাইখান দস্যু হ'লেও সে মানুষ, মানুষ হ'য়ে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রাখ্‌তে দূর হ'তে পর-নারীকে মা বলে সেলাম করতে জানে।

স্বাগতা। আর আমার কোন চিন্তা নেই সর্দ্দার! চল, আমি তোমার সঙ্গে দিল্লী যাব।

পুনঃ রণমল্ল আসিল

রণমল্ল। দাঁড়ান মহারাণি! আপনার দিল্লী যাওয়া হবে না।

স্বাগতা। আমি কোথায় যাব না যাব, সেজন্য একটা ভৃত্যের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে চাই না।

রণমল্ল। দিল্লী আপনি যেতে পাবেন না।

স্বাগতা। দিল্লী আমায় যেতেই হ'বে। চল সর্দ্দার!

রণমল্ল। দাঁড়াও সর্দ্দার! বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে লড়ায়ের সুযোগ নিয়ে তোমরা এদেশ লুঠ্ ক'রে বহু দেশবাসীকে হত্যা করেছ। আজ আবার নূতন ছলনার জাল বিস্তার ক'রে আমাদের রাণীকে হরণ কর্‌তে চাও মোঙ্গলীয় পিশাচ!

ওগ্‌দাই। সাবধান! সভ্যের মুখোসধারী শয়তান! মানুষ হ'য়ে পিশাচের পরিচয় দেয় যারা, তাদেরই বক্ষ লক্ষ্য ক'রে ছুটে যায় আমাদের হাতের তীক্ষ্ণ বর্শা। আয় মায়ী! চলে আয় আমার সঙ্গে।

রণমল্ল। সাবধান বর্ব্বর! এখান থেকে আর এক পা যেতে চাইলে আমি এখুনি তোকে হত্যা কর্‌বো।

ওগ্‌দাই। সাবাস্ নওযোয়ান! আমি তোর বীরত্বের তারিফ করি, কিন্তু তোর এই বীরত্ব যদি বাদশাহী ফৌজকে দেখাতিস্, তবে আজ তোদের দেশের রাজাকে দিল্লীর কারাগারে প'চে মর্‌তে হ'তো না। যে দেশের যোয়ানরা দেশের রাজাকে রক্ষা কর্‌তে পারে না, ওরে! তাদের মুখে বীরত্বের বড়াই সাজে না।

রণমল্ল। স্তব্ধ হও দস্যু! যাও, নিঃশব্দে একা চলে যাও এখান থেকে।

ওগ্‌দাই। কার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙাচ্ছিস্ শয়তান, যে মোঙ্গলিয়ান বাচ্চা চিঙ্গীস্‌খানের নামে এখনো হিন্দুস্থানের মাটী কেঁপে উঠে, সেই মোঙ্গলিয়ান রক্তে গড়া মোঙ্গলিয় দস্যু

সর্দ্দার এই ওগ্‌দাইখান্। ওরে! যার প্রতাপে তোদের হিন্দুস্থানের বাদশাহ ভয় পায়, তাকে তুই ভয় দেখাস্? আয়—এগিয়ে আয় দেখি যোয়ান।

রণমল্ল। ওরে মোঙ্গলিয়ান বর্ব্বর! এইখানেই তোর জীবনের শেষ হোক্।

ওগ্‌দাই। সাবধান দুষ্‌মন্!

[ ওগ্‌দাইখানের সহিত রণমল্লের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।
পুনঃ ওগ্‌দাইখান্ আসিল

ওগ্‌দাই। দুষ্‌মন্ মরেছে মায়ী!

স্বাগতা। চল সর্দ্দার! এইবার আমরা দিল্লী যাত্রা করি।

ওগ্‌দাই। দিল্লী! হ্যাঁ, চল্ মায়ী, আমি তোকে নিয়ে দিল্লী যাব। দিল্লীর বাদশাহকে চাপ্ দিয়ে আরও কিছু আশ্‌রফি মেলাব। তারপর বিজয়নগরে ফিরে এসে তোর সঙ্গে মিল্‌বো। ওরে মাঙ্গু, বাটু, কুয়ু, হুলাও, চাক্‌দাই! লড়াই বন্ধ কর্, দিল্লী চল্।

[ ওগ্‌দাইখানের সহিত স্বাগতার প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### দিল্লী—প্রাসাদ কক্ষ

শিরিণা, গুলনেহার ও নর্ত্তকীগণ আসিল

নর্ত্তকীগণ। গীত

ও রূপসী অঙ্গণে তোর এসেছে অতিথি,
আহ্বান কর তারে গাহি আগমনী গান।
তরুণ প্রেমিক দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
আনি তারে তব পুরে কর হৃদয় দান॥
মিছে তোর এই জারিজুরি,
মনের ঘরে চলবে না আর লুকোচুরি,
মন যাবে চায়, কেন সে ফিরে ফিরে যায়,
ডাক্ দেনা গো তায়, ভুলি সব মান অভিমান॥

শিরিণা। না গুলনেহার, এ সব চল্‌বে না। এদের যেতে বল্।

গুলনেহার। ওগো! তোমরা সব যাও। শাহ্‌জাদীর তোমাদের আর ভাল লাগছেনা।

[ নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল।

শিরিণা। এমন ক'রে অন্দরের কোণে পর্দ্দা টেনে বাস করা আমার ধাতে সইবে না গুল? এখানকার এই হাল্‌কা আমোদ, ঠুন্‌কো গান, আতর গোলাপের মাতাল গন্ধ, এ আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না। এখানে এমন ভাবে আর কিছুদিন থাক্‌তে হ'লে আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌বো।

গুলনেহার। আমরা পাঁচজনে তো বেশ আছি। মেয়ে-ছেলে আমরা, হারেমের পর্দ্দা আমাদের কাছে গারদখানার কবাট্‌ও মনে হয় না, আর প্রাণও হাঁপিয়ে ওঠে না। আপনাদের বাদশাহী দিল্‌, লহমায় লহমায় তার হরেক রকম মর্জ্জি, হরেক রকম ফর্‌মাস।

শিরিণা। বাঁদি! ভারত সম্রাট মহম্মদ তোগলকের কন্যার সম্বন্ধে এরপর আর কোন তুলনা যেন না হয়। দুনিয়ার অন্য কোন নারী আর মহম্মদ তোগলকের কন্যা, এক বস্তু নয়।

দূরে ফিরোজ আসিল

ফিরোজ! শাহজাদী!

শিরিণা। ও, তুমি! এসো সৈনিক পুরুষ! চলে এসো—চলে এসো—চলে এসো। ( ফিরোজ এক-পা এক-পা করিয়া ভিতরে আসিল ) এই বাঁদি! বাইরে যা—বাহিরে যা—বাইরে যা! ( গুলনেহার এক-পা এক-পা করিয়া বাহিরে গেল ) কি খবর ফিরোজ?

ফিরোজ। আমায় স্মরণ ক'রেছেন শাহজাদী?

শিরিণা। তোমায় স্মরণ? না-না, স্মরণ তো হয় না।

ফিরোজ। সে কি?

শিরিণা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! একেবারে আঁত্‌কে উঠ্‌লে যে? ও, যাক্‌, এসে পড়েছ যখন, তখন তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা বলে নিই। দেখ', আমি বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, তোমার পূর্ব্বের সে ঔদ্ধত্য চ'লে গেছে এবং তুমি বিনয়ী হ'য়েছ।

এ দেখে একদিকে আমি যেমন খুসী হয়েছি, আবার অন্যদিকে তেমনি অশ্বস্তি ভোগ কর্ছি।

ফিরোজ। কিসের অশ্বস্তি শাহজাদী ?

শিরিণা। ওকি ! অমন ক'রে আমার মুখের পানে চাইছ কেন ? তোমার এই রকমটা দেখ্লে আমার ভয়ানক হাসি পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা অনুকম্পাও হয়।

ফিরোজ। শুধু হাসি ? শুধু অনুকম্পা ?

শিরিণা। আর কি চাই বল ?

ফিরোজ। সম্রাট কন্যা,—

শিরিণা। হ্যাঁ, আমি সম্রাট কন্যা। বল, কি বল্তে চাও বলে ফেল ?

ফিরোজ। না, কিছু না।

শিরিণা। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! আচ্ছা, কথা বল্তে বল্তে অমন আচম্কা থেমে যাও কেন বলতো ? উঁ-হুঁ ! ওতো বড় ভাল লক্ষণ নয় ! বল না, কি বল্তে চাও বলে ফেল ?

ফিরোজ। না থাক ! আমি তবে যাচ্ছি শাহজাদী !

শিরিণা। সেকি ! এর মধ্যে চলে যাবে ?

ফিরোজ। আমার তো এখানে কোন প্রয়োজন নাই।

শিরিণা। প্রয়োজন না থাকলে বুঝি এখানে থাক্তে নেই ?

ফিরোজ। না শাহজাদী ?

শিরিণা। না ? কেন ফিরোজ ?

ফিরোজ। কারণ আপনি ভারত সম্রাট মহম্মদ তোগলকের কন্যা, আর আমি তাঁর একজন সামান্য ভৃত্য মাত্র।

শিরিণা। চমৎকার বিনয়ী তুমি! ঠিক যেন একটী শান্ত-শিষ্ট নির্ব্বিবাদী শিশু, কিন্তু আমি তোমায় অন্য মূর্ত্তিতে দেখ্‌তে চাই। তোমায় আমি মানুষের মত মানুষ দেখতে চাই। যাবে, যাবে ফিরোজ তুমি আমার সঙ্গে?

ফিরোজ। কোথায় শাহজাদী?

শিরিণা। যেখানে হোক্। এই হারেম থেকে পালিয়ে যাই চলো! এই হারেমের গারদখানা আর আমার ভাল লাগ্‌ছেনা। চল, দু'জনে দু'টো তাজী ঘোড়ায় চ'ড়ে, দুর্গম অরণ্যভূমি, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, উপত্যকা পার হ'য়ে, আমরা নূতন পথে চলে যাই চলো।

ফিরোজ। একি সত্য শাহজাদী!

শিরিণা। হ্যাঁ সত্য। বল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

ফিরোজ। যাব। কিন্তু শাহজাদী, আপনার সঙ্গে যাবার আমার কি অধিকার আছে।

শিরিণা। অধিকার?

ফিরোজ। হ্যাঁ অধিকার। শুধু তোমার পাশে দাঁড়াবার অধিকার। সেটুকু কি তুমি আমায় দেবে শাহজাদী! এই অধিকারটুকু চাইবার জন্য কতবার আমার অন্তর ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু সাহস ক'রে একথা আমি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারিনি।

শিরিণা। ( আপন মনে ) কি বল্‌ছিলাম! কার সঙ্গে কি কথা কইছিলাম?

ফিরোজ। বল, বল শাহজাদী, বল তুমি আমায়—

শিরিণা। তুমি ?

ফিরোজ। শিরিণা! আমার অনেক দিনের স্বপ্ন। ( শিরিণার হাত ধরিল )

শিরিণা। ( হাত ছাড়াইয়া লইয়া ) এই বাঁদী! ( গুলনেহার আসিল ) ওকে বাইরে যেতে বল, আমার আদেশ। আজ থেকে ওর হারেমে প্রবেশ নিষেধ। [ প্রস্থান।

গুলনেহার। বড় এগিয়ে এসেছিলেন খাঁ সাহেব! শাহজাদী তো মেয়েছেলে নন্, উনি একটী আগুনের ফুল্‌কী।

ফিরোজ। আমি কি অন্যায় কর্‌লাম্! না-না, কিসের অন্যায়? এ অন্যায় নয়। এ প্রকৃতির নিয়ম। [ প্রস্থান।

গুলনেহার। আহা! মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেল। তাতো যেতেই পারে, হাজার হোক্ জোয়ান বেটাছেলে তো? কি জানি, এ হ'লো বাদশাহী কারবার। হা আমার নসীব! কেউ নেই যে মনের কথা গুছিয়ে বলি। আচ্ছা, মনে করি না কেন—ঐ ফিরোজ আমার উপর রাগ ক'রে চ'লে গেছে, তা'হলে আমি কি বলতাম? হ্যাঁ, আমি বল্‌তাম—

গুলনেহার। গীত

অভিমানী আর কথা কহিবে না, আসিবে না আর ফিরে।
সে যে চলে গেছে, আলোছায়া পথে, একা একা ধীরে ধীরে॥
যাবার বেলায় গলে ছিল তার বিরহ ব্যথার মালা,
ছিল বুক জোড়া না-বলা কথার বিষম দহন জ্বালা,
বনের আগুন নিভে যায় বরিষায়,
মনের আগুন নেভে নাতো হায়,
ঝরঝর ঝরে শুধু আঁখি নীরে॥

পুনঃ শিরিণা আসিল

শিরিণা। ফিরোজ চলে গেছে গুলনেহার ?

গুলনেহার। তা, গিয়েছেন বই কি !

শিরিণা। চলে গেল ?

গুলনেহার। অমন কড়া হুকুম শুনে আর কি কোন ভদ্রলোক এখানে দাঁড়াতে পারে ?

শিরিণা। যাক্‌গে, বেশ হয়েছে। ওর হঠাৎ বড় স্পর্দ্ধা বেড়ে উঠেছিল। হ্যাঁরে, ফিরোজ কি একেবারে মহলের বাইরে চলে গেছে ?

গুলনেহার। তা যে রকম রুখে গেলেন, তাতে ঐরকমই মনে হয়। কেন, আপনি তাকে ফিরে আস্‌তে আদেশ করেন নি ?

শিরিণা। হ্যাঁ, ক'রেছি।

গুলনেহার। ব্যস্‌, তবে আর যায় কোথায় ? এবার তাকে ফিরে আস্‌তেই হবে।

শিরিণা। ওর উপর পিতার আদেশ ছিল অন্য রকম। তিনি ওকে আমার হারেমের রক্ষী নিযুক্ত ক'রেছিলেন।

গুলনেহার। তবে কি তাকে একেবারে আপনার কাছে নিয়ে আস্‌বো ?

শিরিণা। না-না, আমার কাছে কেন ? আমি তাকে দ্বিতীয়বার দেখ্‌তে চাই না। সে যদি পিতার আদেশ ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তুই তাকে পিতার আদেশ স্মরণ করিয়ে দিবি। হ্যাঁ, আমি বলেছি, একথা যেন তাকে বলিস্‌নি, বুঝলি ?

গুলনেহার। যো হুকুম শাহজাদী! আসল কথা হ'চ্ছে, তাকে ফিরিয়ে আনা, তা আমি খুব পারবো।

[ প্রস্থান।

শিরিণা। ফিরোজ কি সত্য সত্যই বড় ব্যথা পেয়েছে? আর যদি পেয়েই থাকে, তবে বেশ হয়েছে। কেন, অমন ক'রে এগিয়ে আসে কেন? আমি কি তাকে ডেকেছি নাকি? সে তো পিতার আদেশে আমার মহলের রক্ষী হ'য়েছে।

নর্ত্তকীগণ আসিল

নর্ত্তকীগণ। গীত

মনমাঝে কেন তোর এত ভাবনা।
যা হবার হ'য়ে গেছে সে তো তোর অজানা ॥
ষোড়শীর রূপে মজি এলো যেবা তব দ্বারে,
তারে তুমি ভুলনা ভুলনা ক্ষণতরে,
জয়ের মালা পরায়ে প্রিয়র গলে,
ধীরে ধীরে বুকে তার পড় তুমি ঢলে,
মধুর পরশে মনে তব আর কিছু রবেনা—রবেনা ॥

শিরিণা। তোরা আবার কি ক'রতে এলি?

১ম নর্ত্তকী। গুলনেহার যে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিলে।

শিরিণা। তোরা যা। এখন আমার গান শোনবার ধৈর্য্য নেই।

১ম নর্ত্তকী। যো হুকুম শাহজাদী।

[ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

শিরিণা। ফিরোজ চ'লে গেল! একবার আমার কথা ভাবলে না?

গুলনেহার পুনঃ আসিল

গুলনেহার। শাহজাদি! এক অপরিচিতা স্ত্রীলোক আপনার সাক্ষাৎ চান।

শিরিণা। না-না, এখন সাক্ষাৎ হবে না।

গুলনেহার। সে কোন কথাই শুনতে চায় না শাহজাদী! জোর ক'রেই এখানে চলে আস্‌ছে। ঐ যে এসে প'ড়েছে।

শিরিণা। আচ্ছা, তুই যা। ( গুলনেহারের প্রস্থান ) কে এই নারী! কি প্রয়োজন আমার কাছে?

স্বাগতা আসিলেন

স্বাগতা। আপনি বোধ হয় শাহজাদী সম্রাট-নন্দিনী?

শিরিণা। তোমার অনুমান সত্য। কিন্তু তুমি কে? কোথা থেকে আস্‌ছ?

স্বাগতা। আমি ভিখারিণী, আস্‌ছি বহুদূর হ'তে।

শিরিণা। ভিখারিণী? তা আমার কাছে কেন?

স্বাগতা। আপনার কাছে আমার প্রয়োজন আছে।

শিরিণা। আচ্ছা, তুমি হারেমে প্রবেশ কর্‌লে কি ক'রে?

স্বাগতা। আমার ধর্ম্ম পিতার দেওয়া এই অঙ্গুরীয় দেখিয়ে।

শিরিণা। কৈ দেখি, কি অঙ্গুরীয়? ( স্বাগতা অঙ্গুরী দেখাইলেন ) একি! এযে আমার পিতার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়!

স্বাগতা। তিনি যখন এটা আমায় দেন, তখনই আমি ঐ নাম দেখেছি।

শিরিণা। একেবারে এক, আশ্চর্য্য! বল, তুমি কোথায় পেলে এই অঙ্গুরীয়?

স্বাগতা। যেখানেই পাই, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

শিরিণা। আশ্চর্য্য হবার যথেষ্ট কারণ আছে, তা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। পিতা যেদিন এই অঙ্গুরীয়টি আমায় দেন, সেদিন আমায় ব'লেছিলেন—"শিরিণা, তোমার এই অঙ্গুরীয়টীর মত আর একটী মাত্র অঙ্গুরীয় আমার ছিল, সেটী আমি একজনকে দান ক'রেছি। যাকে দান ক'রেছি, সে তোমার জীবনের ঘনিষ্ট রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত।" কি সে রহস্য, কতবার আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি, তিনি কোন উত্তর দেন নি।

স্বাগতা। সত্য শাহজাদি, আপনার জীবন এক বিচিত্র রহস্য-জালে আবৃত।

শিরিণা। জান তুমি সে রহস্য কাহিনী?

স্বাগতা। জানি শাহজাদী!

শিরিণা। জান, তবে বল?

স্বাগতা। না, সম্রাট-নন্দিনী? সে কথা আমি আপনাকে বল্‌তে পার্‌বো না।

শিরিণা। কেন পার্‌বে না? তবে কি তুমি—

স্বাগতা। না, আমি আপনার জীবন রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত নই।

শিরিণা। তবে, তুমি এ অঙ্গুরীয় পেলে কার কাছে ?

স্বাগতা। পরিচয় দিলে বুঝ্‌তে পার্‌বেন না, আর দেখ্‌লেও চিন্‌তে পার্‌বেন না।

শিরিণা। বুঝ্‌তে না পারি, চিন্‌তে না পারি, সে আমি বুঝবো। তুমি বল, কোথায় আমি তার সন্ধান পাব ?

স্বাগতা। এইমাত্র তিনি আমার সঙ্গে মহলের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত এসেছিলেন।

শিরিণা। এসেছিলেন ? কোথায় গেলেন ?

স্বাগতা। তাতো জানিনা।

শিরিণা। আচ্ছা, আমি দেখ্‌ছি। এই বাঁদি !

গুলনেহার আসিল

গুলনেহার। আদেশ করুন শাহজাদী !

শিরিণা। এর প্রতি নজর রাখ্‌বি।

[ প্রস্থান।

গুলনেহার। হুজুরাইন্‌ ! আপনি তো বিজয়নগরের রাণী ?

স্বাগতা। হ্যাঁ। কিন্তু, তুমি জান্‌লে কি ক'রে ?

গুলনেহার। আমি আপনাকে দেখেই চিনেছি। কিন্তু, আপনার স্বামী এখানে নেই।

স্বাগতা। তবে কোথায় তিনি ?

গুলনেহার ! গোয়ালিয়র দূর্গে।

স্বাগতা। গোয়ালিয়র দূর্গে ?

গুলনেহার। চুপ ! শাহজাদি এসে প'ড়েছেন।

পুনঃ শিরিণা আসিল

শিরিণা। কই? কোথাও তো কাউকে দেখ্‌তে পেলুম না?

স্বাগতা। বলেছিতো শাহজাদী! আপনি তাকে চিন্‌তে পার্‌বেন না।

শিরিণা। তুমি যখন জান, তখন বল, কি আমার জীবন রহস্য?

স্বাগতা। আমায় অনুরোধ কর্‌বেন না শাহজাদী! আমি বল্‌বো না।

শিরিণা। বল্‌বে না?

স্বাগতা। না, বল্‌বো না।

শিরিণা। বল্‌বে না?

স্বাগতা। না—না—না।

শিরিণা। এই বাঁদি! আমার চাবুক। ( গুলনেহার চাবুক দিল ) এখনও বল নারী, কি আমার জীবন রহস্য?

স্বাগতা। বিজয়নগরের মহারাণী চাবুকের ভয় করে না শাহজাদী! যে বিজয়নগরের মত একটা রাজ্য গড়্‌তে পারে, সে স্বামী ও সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য চাবুকের আঘাত হাসি-মুখে পিঠ পেতে নিতে পারে।

শিরিণা। আপনি বিজয়নগরের মহারাণী!

স্বাগতা। হ্যাঁ, শাহজাদী!

শিরিণা। এখানে আপনার কি প্রয়োজন?

স্বাগতা। আমার স্বামীকে মুক্ত কর্‌বার জন্যে আমি বিজয়-নগর থেকে দিল্লীতে ছুটে এসেছি। বলুন শাহজাদী! কি

ক'রে আমি তাঁর সাক্ষাৎ পাব ? কি ক'রে আমি তাকে মুক্ত ক'র্‌বো ?

শিরিণা। আগে বলুন আমার জীবন রহস্য।

স্বাগতা। না, সে কথা আমি বল্‌তে পার্‌বো না।

শিরিণা। স্বামীর মুক্তির বিনিময়েও বল্‌তে পার্‌বেন না ?

স্বাগতা। স্বামীর মুক্তির বিনিময়ে, আমি শপথ ভুল্‌তে পার্‌বো না।

শিরিণা। উত্তম ! আপনি আমার বন্দিনী। এই বাঁদি ! এর উপর কড়া নজর রাখ্‌বি।

[ প্রস্থান।

গুলনেহার। আর বিলম্ব নয়। আসুন মহারাণী !

স্বাগতা। যাব। কিন্তু—

গুলনেহার। আর কিন্তু নয় মহারাণি ! আপনি মুক্তি পাবেন, আপনার স্বামীকে মুক্ত ক'রে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পার্‌বেন।

স্বাগতা। চল, আর বিলম্ব নয়। শঙ্করজী ! শঙ্করজী ! তোমার নাম স্মরণ ক'রে অজ্ঞাত বান্ধবীর প্রস্তাবে সম্মত হ'লাম। তুমি আমায় রক্ষা কর প্রভু—তুমি আমায় রক্ষা কর।

[ গুলনেহারসহ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

### গোয়ালিয়র দূর্গ

ধীরে ধীরে বন্দী হরিহর রায় আসিলেন

হরিহর। বিশ্বাসঘাতক রণমল্ল! আমি তাকে ভাই বলে আলিঙ্গন ক'রে অতি বড় বিশ্বাসে বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছিলাম। শেষে তারই চক্রান্তে আমি বন্দী। যদি একবার মুক্তি পাই,……না-না, মহম্মদের কারাগার থেকে এ জীবনে মুক্তি পাব না।

হাসান আসিলেন

হাসান। আমি আপনাকে মুক্তি দেব।

হরিহর। কে, হাসান!

হাসান। আসুন রাজা! আমার সঙ্গে চলে আসুন।

হরিহর। কোথায়?

হাসান। আপনার রাজ্যে।

হরিহর। সম্রাট আমার মুক্তির আদেশ দিয়েছেন?

হাসান। না রাজা!

হরিহর। তবে কোন্ সাহসে তুমি আমায় মুক্ত করতে চাও?

হাসান। বিবেকের আদেশে, মানুষকে মানুষের অধিকার আজ আপনাকে আমি মুক্ত করতে চাই।

হরিহর। বিজয়নগরের রাজা চোরের মত মুক্তি চায় না।

হাসান। চোরের মত নয় রাজা! সম্রাটের ফারমান্ বলে আমি দেবগিরির সুবেদার হয়েছি। সেই ফারমান্ বলে পিতার আদেশে আমি দেবগিরিতে এক শান্তি পূর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করেছি। তাতে চাই আপনার সাহায্য।

হরিহর। হাসান! তুমি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌বে?

হাসান। না রাজা, বিদ্রোহ নয়। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে পিতা চান দক্ষিণ ভারতে এক শান্তিপূর্ণ রাজ্য গঠন ক'র্‌তে।

হরিহর। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ?

হাসান। পিতার বিশ্বস্ত বন্ধু ভারত সম্রাট মহম্মদ তোগলক বন্ধুত্বের প্রতিদান দিয়েছেন তার একমাত্র মাতৃহারা শিশু সন্তানকে হত্যা ক'রে।

হরিহর। বল কি হাসান! সম্রাট, গঙ্গুবাহমনের এক-মাত্র পুত্রকে হত্যা করেছেন?

হাসান। পরলোকগত পুত্রের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত ক'র্‌তে আজ তিনি পুত্রশোক ভুলে গিয়ে আকুল আগ্রহে ছুটে চলেছেন দেবগিরি অভিমুখে, আসুন রাজা! আমরাও ছুটে যাই তার মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত ক'র্‌তে।

হরিহর। না হাসান, সম্রাটের বিরুদ্ধে আর আমি অস্ত্র-ধারণ ক'র্‌বো না।

হাসান। রাজা! ভুলে যাবেন না, যে একদিন ভাই ব'লে আমাকে আহ্বান ক'রেছিলেন, আশা দিয়েছিলেন, যে বিপদের দিনে আমায় সাধ্যমত সাহায্য করবেন।

হরিহর। সে প্রতিশ্রুতি পালন ক'রতে আমি জীবন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু শত সহস্র নিরীহ নাগরিকদের ধ্বংসের মুখে তুলে দিতে পারি না।

হাসান। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্ত হ'তে দেশকে বাঁচাতে গিয়ে, যুগে যুগে কারণে অকারণে নিরীহ নাগরিককে জীবন দিতে হয় রাজা!

হরিহর। হাসান! তুমি আমায় ক্ষমা কর ভাই!

হাসান। রাজা হরিহর রায়,—

হরিহর। যতদিন না সম্রাট আমায় মুক্তি দেন, ততদিন আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হ'তে পারবো না।

হাসান। সম্রাট মহম্মদ তোগলক একবার যাকে বন্দী করে, জীবনে তাকে মুক্তি দেয় না।

হরিহর। মুক্তি যদি না দেন, এই কারাগারে প'চে মরবো, তবু পালিয়ে গিয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে আবার তার কারাগারে বন্দী হ'তে চাই না।

হাসান। আজ যদি আমার সঙ্গে দেবগিরিতে চলে যান, সম্রাট আর আপনার নাগাল পাবেন না।

হরিহর। সম্রাটের রোষানল হ'তে তুমি আমায় কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না হাসান!

হাসান। আপনার মনে যদি এই ধারণা হ'য়ে থাকে, তবে থাকুন আপনি এই কারাগারে। আমরা চ'লে যাব আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথে। রাজা, যদি আপনি জীবিত থাকেন, এই কারাগারে বসেই শুনতে পাবেন পুত্র শোকাতুর গঙ্গু বাহমনের সাধনায় এই দক্ষিণ ভারতে এক শান্তি রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে।

[ প্রস্থান

হরিহর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হোক্।

স্বাগতা আসিলেন

স্বাগতা। কই, কোথায় বিজয়নগর রাজ?

হরিহর। কে, কে ডাকে?

স্বাগতা। প্রভু!

হরিহর। স্বাগতা! তুমি এখানে?

স্বাগতা। শুধু এখানে নয়, তোমার অন্বেষণে আমায় দিল্লী পর্য্যন্ত যেতে হ'য়েছিল।

হরিহর। কে তোমায় দিল্লী নিয়ে গিয়েছিল?

স্বাগতা। আমার ধর্ম্ম পিতা মোঙ্গলিয়ান দস্যু সর্দ্দার ওগ্‌দাইখান্।

হরিহর। ওগ্‌দাইখান্?

স্বাগতা। তারই দেওয়া এই অঙ্গুরীয় দেখিয়ে আমি দিল্লীর হারেমে প্রবেশ করেছিলাম।

হরিহর। আমি গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী আছি একথা তুমি কি ক'রে জান্‌লে ?

স্বাগতা। দিল্লীতে শুনেছি।

হরিহর। রণমল্ল কোথায় ?

স্বাগতা পরলোকে।

হরিহর। রণমল্ল মৃত ?

স্বাগতা। হ্যাঁ প্রভু ! বিশ্বাসঘাতক লম্পট রণমল্ল আমার নারী-ধর্ম্মনাশে উদ্যত হ'য়েছিল, কিন্তু আমার ধর্ম্মপিতা ওগ্‌দাইখানের বর্শায় জীবন দিয়েছে।

হরিহর। কেন তুমি এখানে এলে স্বাগতা ?

স্বাগতা। তোমায় মুক্ত কর্‌তে চাই। এসো প্রভু, চলে এসো।

হরিহর। পালিয়ে গিয়ে আমি মহম্মদের রোষানল হ'তে জীবন রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না।

স্বাগতা। মহম্মদ দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যের সংবাদ সে রাখে না। চল স্বামী ! এই সুযোগে আমরা বিজয়নগরে চলে যাই।

হরিহর। কি ক'রে তুমি আমায় মুক্ত ক'রে নিয়ে যাবে ?

স্বাগতা। সম্রাটের নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় দেখিয়ে। আর দেরী ক'রো না। চলে এসো—

হরিহর। স্বাগতা !

স্বাগতা। দেরী ক'র্‌লে, হয়তো আর আমি তোমায় মুক্ত কর্‌তে পার্‌বো না। এই অপূর্ব্ব সুযোগ ! সম্রাট এখন বহু দূরে—

মহম্মদ ও পীর বাহারাম আসিলেন

মহম্মদ। না, সম্রাট তোমার সম্মুখে।

স্বাগতা। সম্রাট!

হরিহর। শাহান্‌শা!

মহম্মদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাহারাম!

পীর। জনাব আলি!

মহম্মদ। এখন আমার কি করা উচিৎ?

পীর। হয় মুক্তি, না হয় শাস্তি, দু'টোর মধ্যে একটা আপনাকে দিতেই হবে।

মহম্মদ। রাজা হরিহর রায়! তুমি আমার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ক'রে দিল্লী হ'তে দেবগিরিতে ফিরে গিয়ে স্বাধীন বিজয়-নগর রাজ্য গঠন ক'রেছিলে, মনে আছে?

হরিহর। শক্তি বলে আমি পরাজিত, কিন্তু মানবতায় অনেক বড়।

মহম্মদ। স্তব্ধ হও তস্কর!

হরিহর। আমি যদি তস্কর হ'তাম, তাহ'লে বহু পূর্ব্বে এই কারাগার হ'তে পালিয়ে যেতে পার্‌তাম।

মহম্মদ। শাস্তি—শাস্তি।

স্বাগতা। সম্রাট,—

মহম্মদ। তুমি কে?

স্বাগতা। আমি বিজয়নগরের রাণী।

মহম্মদ। আশ্চর্য্য! তুমি এখানে?

স্বাগতা। আমার স্বামীকে মুক্ত ক'র্‌তে।

মহম্মদ। এখানে কি ক'রে প্রবেশ ক'র্লে ?

স্বাগতা। আপনার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় দেখিয়ে।

( মহম্মদকে অঙ্গুরীয় দেখাইলেন )

মহম্মদ। সত্য বল নারী, এ অঙ্গুরীয় কোথায় পেয়েছ ?

স্বাগতা। মোঙ্গল দস্যু ওগ্দাইখান্ আমায় দিয়েছে।

মহম্মদ। ওগ্দাইখান্ ? কোথায় সে দস্যু ?

স্বাগতা। তা জানিনা।

মহম্মদ। বাহারাম ! চাবুক—

( বাহারাম চাবুক দিলেন ;

হরিহর। শাহান্শা !

মহম্মদ। বল নারী, কোথায় সেই ওগ্দাইখান্ ?

স্বাগতা। সত্য বল্ছি সম্রাট, তার সংবাদ আমি জানিনা।

মহম্মদ। কেন তুমি আমার বিনা আদেশে চোরের মত দুর্গে প্রবেশ করেছ ?

স্বাগতা। হিন্দু নারীর জীবন দেবতা, আমার স্বামীকে মুক্ত করতে।

হরিহর। তুমি ফিরে যাও স্বাগতা ! আমি মুক্তি চাই না।

স্বাগতা। তুমি যদি এই দুর্গের বাইরে যেতে না চাও, তবে আমিও আর কোথাও যাব না।

মহম্মদ। বাহারাম ! চাবুক মেরে তাড়িয়ে দাও।

স্বাগতা। সম্রাট ! পতিব্রতা নারী, হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ ক'র্তে পারে, তবু স্বামীকে ত্যাগ ক'র্তে পারে না।

পীর। জনাব ! একেই বলে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম।

মহম্মদ। প্রেম!

পীর। প্রেম, ভালবাসা।

মহম্মদ। প্রেম, ভালবাসা? রাণি! তোমার স্বামীকে মুক্তি দিতে পারি এক স্বত্বে।

স্বাগতা। কি স্বত্বে সম্রাট?

মহম্মদ। হরিহর রায়ের মুক্তির বিনিময়ে তোমাকে আমার হারেমে বন্দিনী থাক্‌তে হবে।

স্বাগতা। সম্রাট,—

হরিহর। না-না, আমি মুক্তি চাই না। আমি যুগ-যুগান্তর এই দুর্গে বন্দী হ'য়ে থাক্‌বো। যদি ইচ্ছা হয়, আপনি আমায় হত্যা করুন, তবু পত্নীকে ডালি দিয়ে মুক্তি ক্রয় কর্‌তে চাই না।

মহম্মদ। কোতল্‌গাহ—কোতল্‌গাহ! ( তরবারি লইলেন )

স্বাগতা। আমার স্বামীকে হত্যা কর্‌বার পূর্ব্বে আমায় হত্যা করুন।

মহম্মদ। তুমিও মৃত্যু চাও?

পীর। চাইতেই যে হবে জনাব! এ যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম, ভালবাসার ব্যাপার।

মহম্মদ। হরিহর রায়,—

হরিহর। আমায় হত্যা করুন জনাব!

মহম্মদ। রাণী স্বাগতা!

স্বাগতা। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত সম্রাট!

মহম্মদ। সাবাস্ হিন্দু বেগম! সাবাস্ বহিন্!

( তরবারি ফেলিয়া দিলেন )

স্বাগতা। সম্রাট, আপনি কি সেই ?

মহম্মদ। লোকে বলে অত্যাচারী মহম্মদ তোগলক্। বহিন্! তুমি যে সাহস ক'রে আমার দুর্গে প্রবেশ ক'রেছ, তার পুরস্কার দিলাম তোমার স্বামীর মুক্তি।

স্বাগতা। সম্রাট !

মহম্মদ। যাও বহিন্! তোমার স্বামীকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যাও। তোমার ভাই যতদিন দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত থাক্‌বে, ততদিন বিজয়নগরে থাক্‌বে তোমার স্বাধীন সার্ব্ব-ভৌম অধিকার। আদাব্ বহিন্—আদাব্-আদাব্।

[ প্রস্থান।

পীর। দেখ্‌ছ কি রাজা ? খাম্‌খেয়ালী সম্রাটের এই রকমই বিচার। আদাব্ রাজা ! আদাব্ বহিন্ আপনাকে, আর আদাব্ সম্রাটের খাম্‌খেয়ালী মেজাজ্‌কে।

( হরিহর রায়কে তরবারি দিল )

[ প্রস্থান।

হরিহর। খেয়ালী বাদশাহর কবল থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা ক'র্‌তে হ'লে, অবিলম্বে আমাকে হাসানের পতাকাতলে মিলিত হ'তে হবে।

স্বাগতা। হাসান,—

হরিহর। গঙ্গুর সাধনায় হাসান দেবগিরিতে এক শান্তি-পূর্ণ রাজ্য গঠন ক'রেছে। আমায় যেতে হবে সেই নবগঠিত রাজ্যের রাজাকে নূতন ধারায় অভিষিক্ত কর্‌তে।

[ স্বাগতা ও হরিহর রায়ের প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

দেবগিরি প্রাসাদ

গঙ্গু ও হাসান আসিলেন

গঙ্গু। সন্ধি ?

হাসান। হ্যাঁ পিতা! বিজাপুর গোলকুণ্ডার সঙ্গে আমি সন্ধি কর্‌লাম।

গঙ্গু। বরমঙ্গল-বিদর ?

হাসান। বরমঙ্গল-বিদর আমাদের অধীনতা স্বীকার ক'রেছে।

গঙ্গু। আহম্মদনগর ?

হাসান। আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে শপথ গ্রহণ ক'রেছে।

গঙ্গু। তাহ'লে আমাদের নবগঠিত রাজ্যের সীমা ?

হাসান। উত্তরে তাপ্তি, দক্ষিণে কৃষ্ণা, পূর্ব্বে ভন্‌গীর, পশ্চিমে কোঙ্কন।

গঙ্গু। আমাদের নবগঠিত রাজ্যের কি নাম হ'বে হাসান ?

হাসান। পিতা! আপনার ইচ্ছায় যে রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে, আপনার ইচ্ছাতেই তার নামকরণ হবে।

গঙ্গু। আমাদের নবগঠিত রাজ্যের নাম হবে বাহমনী রাজ্য।

হাসান। আজ হ'তে ভারতবর্ষে আপনার দেওয়া নামেই দক্ষিণ ভারতের এই ভূখণ্ড বাহমনী রাজ্য নামে ঘোষিত হ'লো। হাঁ, আর একটা কথা পিতা! দেবগিরির সুবেদার দিল্লী যাত্রা ক'রেছেন।

গঙ্গু। দিল্লী?

হাসান। সম্রাটের ফারমান বলে আমি দেবগিরি শাসন ক'রবো, এই ভেবেই সুবেদার আমায় বিশ্বাস ক'রেছিল, তারপর যখন দেখ্‌লে, যে দেবগিরিতে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হ'লো, তখন সে ঈর্ষায় আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লে না। ছুটে গেল দিল্লীতে সম্রাটকে এই শুভ সংবাদ জানাতে।

গঙ্গু। দিল্লীতে যাবে? সম্রাটকে দেবগিরির সংবাদ জানাতে? তারপর সম্রাট ছুটে আস্‌বেন ভারতের বুক থেকে দেবগিরির নাম মুছে দিতে। না-না……অসম্ভব! হাসান!

হাসান। পিতা!

গঙ্গু। সৈন্য সাজাও। পুরাতন জীর্ণ দুর্গ পুনঃ নির্ম্মাণ কর। বাদশাহী ফৌজ যদি দক্ষিণ ভারতে নবগঠিত বাহমনী রাজ্য আক্রমণ ক'রে, তবে সে আক্রমণ প্রতিহত কর্‌বার মত শক্তি সঞ্চয় কর।

হরিহর রায় আসিলেন

হরিহর। শক্তি সাহায্য কর্‌তে নবগঠিত বাহমনী রাজ্যের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণ ভারতের শক্তিশালী রাজ্য বিজয়-নগর।

হাসান। মহারাজ! আমার আদাব গ্রহণ করুন।

হরিহর। মনে আছে ভাই তোমার শপথ?

হাসান। আছে মহারাজ!

গঙ্গু। হরিহর রায়, স্বাধীন সার্ব্বভৌম বিজয়নগর রাজ! তুমি এসেছ আজ বাহমনী রাজ্যকে সাহায্য করতে? হাসান! হাসান! আজ আমার আনন্দের দিন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা আজ আমার সফল হয়েছে: আজ আমি আনন্দ করবো—প্রাণভ'রে আনন্দ করবো, না-না, আজ আমার কাঁদবার দিন। আজ যে আমার মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি।

হরিহর। হে মহামানব! আপনার চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

গঙ্গু। আশীর্ব্বাদ করি জয়ী হও। হাসান!

হাসান। পিতা! আদেশ করুন।

গঙ্গু। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, আজ আমি পূর্ণাহুতি দেব।

হরিহর। এ আপনার কি যজ্ঞ ব্রাহ্মণ?

গঙ্গু। অত্যাচার নিবারণ যজ্ঞ। মহম্মদ তোগলককে আমি দেখাতে চাই রাজদণ্ড ধারণের স্বার্থকতা, অত্যাচার উৎপীড়নে নয়। রাজদণ্ড ধারণের স্বার্থকতা হয় সাম্যের বিধানে। শান্তিতে প্রজাপালন ক'রে।

হরিহর। ব্রাহ্মণ!

গঙ্গু। এ যজ্ঞের হোতা কে জান রাজা?

হরিহর। কে ব্রাহ্মণ?

গঙ্গু। আমার একমাত্র মাতৃহারা শিশু সন্তান। অত্যাচারের প্রতিবাদ ক'রে, দিল্লীশ্বরের রোষানল হ'তে নিরীহ নাগরিকের জীবন রক্ষা করতে, সে আমার মাটী মা'র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হরিহর। ব্রাহ্মণ! এ আপনার কি অপূর্ব্ব কর্ম্ম পরিচয়। পুত্রশোক ভুলে গিয়ে অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছেন এক অভিনব কল্পনা সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুল্‌তে।

গঙ্গু। কল্পনা আজ বাস্তবে পরিণত হ'য়েছে রাজা! আজ আমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্‌তে চলেছি। আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত। রাজা হরিহর রায়! আজ আমি হাস্‌বো, না কাঁদ্‌বো?

হরিহর। আপনাকে যুক্তি দেবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই ব্রাহ্মণ!

গঙ্গু। আমি অনেকদিন হাসিনি। আজ তোমরা আমায় হাসাতে পার? আজ আমি হাস্‌তে চাই—প্রাণ ভ'রে হাস্‌তে চাই।

হরিহর। চোখে জল, মুখে হাসি! দেখ দেখ হাসান! সুখ-দুঃখ কেমন এক সঙ্গে সমাবেশ হ'য়েছে।

গঙ্গু। দীপক! ওরে মাতৃহারা সন্তান! তোর অপূর্ণ আশা আমি পূর্ণ ক'রেছি। দিল্লীশ্বরের অত্যাচার হ'তে নিরীহ নাগরিকদের জীবন রক্ষা কর্‌তে আমি ভারতের এক প্রান্তে এক শান্তিপূর্ণ স্বাধীন রাজ্য গ'ড়েছি। দীপক! দীপক!

হাসান। পিতা! পিতা!

গঙ্গু। হাসান! দীপক আস্‌ছে। আমার মন পঞ্চম সুরে তার আগমনী গাইছে। ওরে! আয়—আয়—দেখ্‌বি আয়!

গীতকণ্ঠে মাধববিদ্যারণ্য আসিলেন

মাধব। গীত

আসিবে না আর আসিবে না।
প্রকৃতির বুকে মধু্‌ আলাপন আর বাজিবে না॥
সে যে চলে গেছে দূরে,
দেহ ছেড়ে পরপারে,
তোমারই তরে রেখে গেছে শুধু বুক ভরা বেদনা॥

গঙ্গু। বড় সুসময়ে এসেছ বন্ধু! আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিলুম, তুমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছ।

হরিহর। ব্রাহ্মণ! নবগঠিত রাজ্যের রাজার অভিষেকের আয়োজন করুন!

গঙ্গু। হ্যাঁ হ্যাঁ, অভিষেক? আমার সাম্রাজ্যের রাজা হবে হাসান, তাই তাকে অভিষিক্ত কর্‌বো বাহমনী সিংহাসনে। কিন্তু অভিষিক্ত রাজাকে আশীর্ব্বাদী দেবে কে?

মুকুট হস্তে স্বাগতা আসিলেন

স্বাগতা। আমি। অভিষিক্ত রাজার শিরে আমি ঢেলে দেব স্নেহ আশীষ ধারা।

গঙ্গু। এসেছিস্—এসেছিস্ মা!

স্বাগতা। না এসে যে স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না বাবা! দক্ষিণ ভারতের নবগঠিত বাহমনী রাজাকে বিজয়নগরের

শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন বিজয়নগরের রাজা। আর বিজয়-নগরের রাণী এসেছে তার সন্তানকে আশীর্ব্বাদী দিয়ে রত্ন সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে।

গঙ্গু। ওরে হাসান! মা এসেছে—মা এসেছে তোকে আশীর্ব্বাদী দিতে। নে—নে, মাথা পেতে নে মায়ের আশীষ ধারা।

[ হাসান স্বাগতাকে প্রণাম করিলে, স্বাগতা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হাসান সিংহাসনের কাছে দাঁড়াইলেন ]

গঙ্গু। সার্থক হ'লো তোর নবজীবনের প্রথম প্রভাত।

হাসান। পিতা! আজ আমি আপনার কাছে একটী প্রশ্নের উত্তর চাই?

গঙ্গু কি বল

হাসান। আজ আমি জান্‌তে চাই, আমি হিন্দু না মুসলমান?

গঙ্গু। তুমি হিন্দুও নও, আর মুসলমানও নও।

হাসান। তবে আমি কি?

গঙ্গু। তুমি অভিনব।

হাসান। তবে কি আমার কোন ধর্ম্ম নাই?

গঙ্গু। মানুষের সেবাই তোমার পরম ধর্ম্ম।

হাসান। মানুষের সেবা?

গঙ্গু। মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি। তার মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করছেন সেই পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি; সেই পরমাত্মার তুষ্টেই ঈশ্বর তুষ্ট হন।

হাসান। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ?

গঙ্গু। সাজ্‌তে হ'বে তোমায় নিরপেক্ষ বিচারক। প্রজা পালন কর্‌তে হবে তোমার উদার মহান্ সর্ব্বত্যাগী ফকিরি নিয়ে।

হাসান। এই রাজ্য ঐশ্বর্য্য ?

গঙ্গু। এর এক কণাতেও তোমার কোন অধিকার নেই, রাজ ভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হবে মাত্র প্রজার মঙ্গলার্থে।

হাসান। তবে আমি এ রাজ্যের কে ?

গঙ্গু। তুমি মাত্র রাজ্য-রক্ষক।

হরিহর। এইবার অভিষেকের কার্য্য সমাধা করুন ব্রাহ্মণ !

গঙ্গু। অভিষেক ! অভিষেক ! দাও মা আশীর্ব্বাদী।

স্বাগতা। আমি সন্তানকে আশীর্ব্বাদী দিয়ে নবগঠিত বাহমনী রাজ্যের রাজা রূপে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত কর্‌লাম।

[ স্বাগতা হাসানকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন,
পরে মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন ]

হরিহর। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সার্ব্বভৌম বিজয়নগররাজ নবগঠিত বাহমনীর নবীন রাজাকে এই তরবারী উপহার দিলেন। ( হরিহর রায় হাসানকে তরবারী দিলেন )

মাধব। নবীন বাহমনী রাজের করে, আমি তুলে দিলাম, সাম্যের মন্ত্র দিয়ে গড়া এই রাজদণ্ড। ( হাসানকে রাজদণ্ড দিলেন )

গঙ্গু। আমি দেব নবীন রাজার ললাটে আমার পুত্ররক্তে রাজটীকা। ( রাজটীকা দিলেন ) মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। ঋণ শোধ। মহম্মদ তোগলক্! এই আমার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ।

[ প্রস্থান।

সকলে। জয়—বাহমনী রাজ্যের রাজা হাসান বাহমনের জয়!

[ সকলের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী-প্রাসাদ

শিরিণা ও নর্ত্তকীগণ আসিল

নর্ত্তকীগণ।

নয়ন তোল সখি নয়ন তোল।
আঁধারেতে লাজ কেন সই ঘোম্‌টা খোল॥
যৌবনভরা নিটোল তনু, আভরণ খোল ফেলি,
ঝর ঝর ঝরে ঝরণা নিচল পরি গো মেঘ কাঁচলি,
হিয়ে হিয়া দিয়া সোহাগে গলিয়া কাণে কাণে কথা বলো॥

শিরিণা। তোমরা যাও! ওসব আমার ভাল লাগে না ( নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ) ফিরোজ! ফিরোজ!

ফিরোজ আসিল

ফিরোজ। আদেশ করুন শাহজাদী !

শিরিণা। দেখ ফিরোজ ! সেদিন তোমার প্রতি আমি একটু অন্যায় ব্যবহার ক'রে ফেলেছি।

ফিরোজ। শাহজাদী !

শিরিণা। না, ঠিক অন্যায় নয়, একটু ভুল ক'রেছি। ফিরোজ ! যেন তার জন্য রাগ ক'রো না।

ফিরোজ। শাহজাদীর মর্জ্জি !

শিরিণা। পিতার আদেশে তুমি যখন আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত হয়েছ, তখন তোমাকে বিতাড়িত করবার আমার কোন অধিকার নেই। তুমি আজ থেকে আবার তোমার পূর্ব্বপদে বাহাল থাক্‌লে ! বুঝলে—

ফিরোজ। আপনার এ অনুগ্রহ আমি বহু ভাগ্য ব'লে মান্‌বো শাহজাদী !

শিরিণা। ফিরোজ ! তুমি আমার কাছে থাক্‌তে পেলে কি খুব সুখী হও ?

ফিরোজ। সম্রাট কন্যা ! ( মাথা নত করিল )

শিরিণা। বল—না-না, বল ?

ফিরোজ। আপনি সম্রাট-নন্দিনী, আর আমি সামান্য সেনানী।

শিরিণা। সত্য ফিরোজ ! আমার হীরা, জহরৎ, রাজ্য, সম্পদ, সবই আছে, কিন্তু তবু যেন কিসের অভাবে প্রতি মুহূর্ত্ত তোমাকেই কামনা করি।

ফিরোজ। শাহজাদী!

শিরিণা। এই ক'দিন তোমার অদর্শনে আমার অন্তর ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল।

ফিরোজ। এও কি সম্ভব! না-না শাহজাদী, আমি মিনতি করছি, আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করবেন না।

শিরিণা। ছিঃ ফিরোজ! তোমার মত যুবকের এমন কাতরতা দেখলে আমার দুঃখ হয়। আগে হ'লে হয়তো আমি হাসতাম্, কিন্তু এখন আর তা পারি না।

ফিরোজ। কেন শাহজাদী?

শিরিণা। আজ আমি পরকে দেখে হাসব কি? আমার নিজের জীবনকে ইঙ্গিত করে কে যেন নির্ম্মম হাসি হাসছে!

ফিরোজ। কেন সম্রাট-নন্দিনী?

শিরিণা। হাঁ হাসছে! আমি তার এই ক্রূর হাসি শুনতে পেয়েছি। তুমি জাননা ফিরোজ, আমার জীবনকে কেন্দ্র ক'রে এক রহস্য সাগর ফেনিল হ'য়ে উঠেছে।

ফিরোজ। কি সে রহস্য শাহজাদী!

শিরিণা। তা আমি জানিনা ফিরোজ!

ফিরোজ। সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করেন নি?

শিরিণা। তিনি কিছু বলেন নি। বিজয়নগরের রাণী, সে রহস্য কাহিনী জানতেন, কিন্তু তিনিও চ'লে গেছেন। ফিরোজ! আমার বড় ভয় করছে। মনে হয় এ জগতে আমি একা, তুমি আমার সহায় হও, আমায় সাহস দাও, আমার পাশে এসে দাঁড়াও!

ফিরোজ। শাহজাদী, সম্রাট-নন্দিনী!

শিরিণা। ফিরোজ! আজ আমার আনন্দের দিন। তোমাকে কাছে পেয়ে জীবনের আঁধার পথে আবার যেন আলোকছটা দেখ্‌তে পেয়েছি। ( দু'জনে হাত ধরিয়া পাশা-পাশি দাঁড়াইল )

মহম্মদ আসিলেন

মহম্মদ। বা বা চমৎকার! ( দু'জনে দুইদিকে সরিয়া গেল ) শিরিণা! ফিরোজ আজ কাল তোমায় রীতিমত অভিবাদন-টভিবাদন করে তো? বাহারাম! চলে এসো বন্ধু! চলে এসো, এখানে এক মজা দেখ্‌বে এসো!

পীর বাহারাম আসিল

পীর। এই যে জনাবআলি আমি হাজির।

মহম্মদ। এদের দু'টীকে তোমাদের ভাষায় কি বলে?

পীর। মাণিকজোড় জনাব!

মহম্মদ। হ্যাঁ হ্যাঁ মাণিকজোড় ( হাসিলেন ) ( শিরিণার প্রস্থান ) ঐ যা! একটা যে পালিয়ে গেল!

পীর। তাই যায় জনাব!

মহম্মদ। ( ফিরোজকে ) কিন্তু, তোমার মতলবখানা কি? একদিন যেমন শাহজাদীর ঘোড়াটাকে লক্ষ্য ক'রে ছুটেছিলে, এখনও লক্ষ্য সেই ঘোড়ার উপরেই আছে, না ঘোড়া ছেড়ে এবার তার সোয়ারীর ওপর গিয়ে পড়েছে?

ফিরোজ। শাহানশা! ( কাঁপিতে লাগিল )

মহম্মদ। বাহারাম! দেখ দেখ এটা আবার কাঁপে! যাক্, তবে তুমিও স'রে পড়। ( ফিরোজের অভিবাদন করিয়া প্রস্থান ) বাহারাম, তুমি আমার শিক্ষাদাতা গুরু, তাই আমি তোমাকে একটা সেলাম করি।

পীর। সেকি জনাব! আমি যে আপনার গোলাম। গোলামের সঙ্গে পরিহাস!

মহম্মদ। না বাহারাম, পরিহাস নয়। সেদিন আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এখন জান্‌লাম—

পীর। কি জান্‌লেন জনাব?

মহম্মদ। জান্‌লাম, যে প্রেম নামক একটা হাওয়া পীর বা দানা দৈত্য যা হোক্ আছে। আর সে অনায়াসে দু'টো জ্যান্ত যোয়ান মানুষের ঘাড়ে চেপে ব'সে, শুধু তাই নয়, প্রেম আবার তলোয়ারধারী সৈনিককে দিয়ে কবিতা লেখায়।

পীর। প্রেমের প্রথম কাজ সেইটীই জনাব!

মহম্মদ। এর আবার প্রথম দ্বিতীয় আছে নাকি?

পীর। আছে বৈকি জনাব!

মহম্মদ। কি রকম?

পীর। প্রথমে দেখাদেখি, তারপর চোখাচোখি,—

মহম্মদ। তারপর—তারপর—

পীর। তারপর জনাব! প্রাণে-প্রাণে একেবারে মাখা-মাখি। এই দুনিয়ার নিয়ম। আর এটা তরুণ-তরুণীদের মধ্যে হওয়াই স্বাভাবিক।

মহম্মদ। স্বাভাবিক? দু'টো জ্যান্ত যোয়ান মানুষের মাথা খারাপ ক'রে দেবে, আর তুমি একে বল স্বাভাবিক!

পীর। হ্যাঁ জনাব! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মহম্মদ। না বাহারাম, এ একপ্রকার ব্যাধি।

পীর। ব্যাধি?

মহম্মদ। রীতিমত কঠিন ব্যাধি। ফিরোজের এই ব্যাধির আমি চিকিৎসা করবো।

পীর। এ ব্যাধির চিকিৎসা খোদাতালা এখনও সৃষ্টি করেনি জনাব! আপনি যতই চেষ্টা করুন, প্রেমের বান বাঁধ দিয়ে আটকাতে পারবেন না।

[ প্রস্থান।

মহম্মদ। আচ্ছা, পারি কি না দেখ্‌ছি। মালেক!

মালেক খসরু আসিল

মালেক। সম্রাট!

মহম্মদ। তুমি শুনেছ মালেক! আমারই ফার্‌মান বলে হাসান দেবগিরি অধিকার ক'রেছে।

মালেক। শুনেছি সম্রাট!

মহম্মদ। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে তোমায় দেবগিরি আক্রমণ করতে হবে।

মালেক। শাহানশা!

মহম্মদ। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, নির্ব্বিচারে হত্যা ক'রে দেবগিরিকে একটা কবরখানায় পরিণত করবে।

মালেক। শাহানশা! শাহানশা!

মহম্মদ। আর বিদ্রোহী হাসানকে ধ'রে নিয়ে আস্‌বে।

মালেক। সম্রাট্! আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্‌বো। [ প্রস্থানোদ্যত।

মহম্মদ। দাঁড়াও মালেক! কৈ হ্যায়, সেনাপতি ফিরোজ খাঁ! মালেক, ফিরোজকে আমি তোমার সহকারী রূপে প্রেরণ কর্‌বো, এই মনস্থ ক'রেছি।

মালেক। সহকারী? ফিরোজ খাঁ হবে আমার সহকারী? জাঁহাপনা! আমার অটল প্রভুভক্তিতে আজ আপনি সন্দিহান!

মহম্মদ। না মালেক! আমি আশা করি, তোমার প্রভু-ভক্তি আমার সমস্ত কর্ম্মচারীর আদর্শ হোক্। সেই আশাতেই আমি ফিরোজ খাঁকে তোমার সহকারীরূপে দেবগিরির যুদ্ধে পাঠাতে চাই।

ফিরোজ খাঁ আসিল

ফিরোজ। শাহানশা! আমায় তলব করেছেন?

মহম্মদ। হাঁ ফিরোজ! দেবগিরির বিদ্রোহ দমনে আমি মালেক খসরুকে নিযুক্ত করেছি। আমার ইচ্ছা, তুমি তার সহকারীরূপে দেবগিরি যাত্রা কর।

ফিরোজ। শাহানশা! আমার একটা আর্জ্জি আছে।

মহম্মদ। স্মরণ রইলো। যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে এসে পেশ ক'রো, আমি তখন শুনবো। এখন আমার সময় নাই।

ফিরোজ। শাহানশা! আপনার ইচ্ছায়ই পূর্ণ হোক্। (আপন মনে) যাবার সময় শাহজাদীর সঙ্গে একবার—

[ প্রস্থানোদ্যত

মহম্মদ। না-না, একা নয়। দেবগিরির যুদ্ধে যাবে সেনাপতি মালেক খসরুর সঙ্গে তার সহকারীরূপে। মালেক!

মালেক। এসো ফিরোজ! বিদায় শাহানশা!

মহম্মদ। কিন্তু, মনে থাকে যেন মালেক!

মালেক। মনে থাক্‌বে জনাব! যে দেবগিরির যুদ্ধক্ষেত্রে হবে আমার প্রভুভক্তির পরীক্ষা।

[ মালেক ও ফিরোজের প্রস্থান।

মহম্মদ। দেবগিরি, হাসান, বাহমনীরাজা, সব ক'টাকে আমি একধাদে জবাই করবো!

পুনঃ শিরিণা আসিল

শিরিণা। পিতা! পিতা!

মহম্মদ। কি চাও বল?

শিরিণা। পিতা! তুমি দেবগিরিতে সৈন্য পাঠালে?

মহম্মদ। হ্যাঁ শিরিণা! দেবগিরিতে হাসান বিদ্রোহী হয়েছে কিনা?

শিরিণা। পিতা!

মহম্মদ। কি? তুমিও যুদ্ধে যেতে চাও?

শিরিণা। আমার যে অন্দরের বাহিরে যাবার আদেশ নাই পিতা!

মহম্মদ। আচ্ছা, আমি তোমার ওপর থেকে আদেশ প্রত্যাহার করলাম।

শিরিণা। তবে আমি মুক্ত?

মহম্মদ। মুক্ত। বল, তুমি যুদ্ধে যাবে?

শিরিণা। যুদ্ধ দেখ্‌তে আমার খুবই ইচ্ছা হয়। আমি দেবগিরি যাব; পিতা, কি যেন অজানা আতঙ্কে আমার মন শিউরে উঠ্‌ছে, তাই আমি একবার ঘোড়া ছুটিয়ে দূর দেশে যেতে চাই।

মহম্মদ। শিরিণা!

শিরিণা। পিতা! মনের শঙ্কা দূর কর্‌তে আমি মনের আনন্দে ঘোড়া ছোটাতে চাই। আজ আমি আনন্দ চাই পিতা —প্রাণভরে আনন্দ চাই। [ প্রস্থান।

মহম্মদ। শিরিণা! শিরিণা!

দ্রুত পীর বাহারাম আসিল

পীর। জনাব!

মহম্মদ। কি সংবাদ বাহারাম?

পীর। দেবগিরির স্নুবেদার সংবাদ দিচ্ছেন, দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বরমঙ্গল, বিদর, আহম্মদনগর, বিজয়নগর, সকলে হাসানের সঙ্গে যোগ দিয়ে সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে স্বাধীন রাজ্য ব'লে ঘোষণা করেছে।

মহম্মদ। বেইমান বিশ্বাসঘাতক হাসান বাহমন! বিশ্বাসঘাতক দাক্ষিণাত্যের স্নুবেদারগণ! বাহারাম, আমি এই সব বিশ্বাসঘাতকদের এমন সাজা দেব, যা শুনে সমগ্র ভারতবর্ষ শিউরে উঠ্‌বে। দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমন কর্‌তে, ভারতের রাজধানী দিল্লী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত হ'বে, আজই এই মুহূর্ত্তে।

পীর। আর আপনি?

মহম্মদ। আমি এই মুহূর্ত্তে দেবগিরি যাত্রা কর্‌বো।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

### দেবগিরি প্রাসাদ

গঙ্গু ও ওগ্‌দাইখান আসিল

গঙ্গু। কে তুমি ?

ওগ্‌দাই। তোমারই মত রক্ত-মাংসে গড়া একজন মানুষ।

গঙ্গু। গোপনে প্রাসাদে প্রবেশ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলে কেন ?

ওগ্‌দাই। এখানকার রাজাকে দেখ্‌বার জন্য।

গঙ্গু। রাজার সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন ?

ওগ্‌দাই। শুধু নূতন দেশের রাজাকে একটা সেলাম দিতে এসেছিলাম।

গঙ্গু। সত্য বল আগন্তুক, কে তুমি ?

ওগ্‌দাই। নাম আমার ওগ্‌দাই খান্‌।

গঙ্গু। ওগ্‌দাই খান্‌ ? তুমিই সেই মোঙ্গলিয়ান দস্যু ওগ্‌দাই খান্‌ ?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ। তোমার নাম কি ?

গঙ্গু। আমার নাম গঙ্গু বাহমন।

ওগ্‌দাই। তুমিই ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষী গঙ্গু বাহমন ?

গঙ্গু। হ্যাঁ সর্দ্দার !

ওগ্‌দাই। তোমাকে আমার সেলাম। ( গঙ্গুকে সেলাম করিল )

গঙ্গু। সর্দ্দার,—

ওগ্‌দাই। তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি দিল্লী থেকে দেবগিরিতে এসেছি।

গঙ্গু। আমাকে তোমার কি প্রয়োজন ?

ওগ্‌দাই। দিল্লীতে শুন্‌লাম—স্বার্থবাদী ষড়যন্ত্রকারীর দেশে এমন একজন মানুষ জন্মেছে, যে বিশাল হিন্দুস্থানের মঙ্গলকামনায় নিঃস্বার্থ ব্রত গ্রহণ করেছে। তাই তাকে দেখ্‌তে এলুম, কে সে মানুষ, যে এই তুনিয়ার বিষাক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে থেকেও তার প্রাণে নব প্রেরণার চেতনা এলো।

গঙ্গু। অত্যাচারীর নির্ম্মম আঘাতে মানুষ যখন জর্জ্জরিত হ'য়ে ওঠে, তখনিই ঈশ্বর তাদের প্রাণে নবপ্রেরণার চেতনা এনে দেন।

ওগ্‌দাই। খোদাতালাকে আপনি কখনও দেখেছেন ?

গঙ্গু। না সর্দ্দার !

ওগ্‌দাই। তার আদেশ নিজের কাণে শুনেছেন ?

গঙ্গু। না।

ওগ্‌দাই। তবে আপনি কি ক'রে তার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করেন ?

গঙ্গু। আমার কর্ম্মের মধ্যে তাঁর নির্দ্দেশ রয়েছে।

ওগ্‌দাই। আমি কি ক'রে বিশ্বাস কর্‌তে পারি ?

গঙ্গু। এ দেহের মধ্যে আত্মারূপে পরমাত্মা বিরাজ ক'র্‌ছেন। তিনিই ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া, তাঁরই নির্দ্দেশে আমার

প্রাণে নব আশার সঞ্চার হয়েছে। তাঁরই ইচ্ছায়, ভারতবর্ষের এক প্রান্তে এই স্বাধীন রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে।

ওগ্‌দাই। আপনার কি বিশ্বাস এ রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় থাক্‌বে ?

গঙ্গু। সাম্য শান্তিপূর্ণ রাজ্যের স্বাধীনতা অস্বীকার কর্‌বার শক্তি দিল্লীশ্বরের নেই সর্দ্দার !

ওগ্‌দাই। যদি দিল্লীশ্বর তার সমস্ত শক্তি নিয়ে এই রাজ্য আক্রমণ ক'রে ?

গঙ্গু। স্বয়ং ঈশ্বরই দিল্লীশ্বরের আক্রমণকে প্রতিহত কর্‌বেন।

ওগ্‌দাই। খোদাতালার উপর আপনার এত বিশ্বাস !

গঙ্গু। হ্যাঁ সর্দ্দার ! নির্য্যাতীত জনগণের মঙ্গল কামনায়, তিনি আমাকে দিয়ে এই রাষ্ট্র গঠন করিয়েছেন। আমি ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম, তিনি আমায় আলো দেখিয়ে আলোর দেশে এনেছেন। সর্দ্দার, মানবের প্রতিটি কাজের মধ্যে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ রয়েছে।

ওগ্‌দাই। আমার মধ্যে ?

গঙ্গু। তোমার কর্ম্মের মধ্যেও ঈশ্বরের নির্দ্দেশ আছে।

ওগ্‌দাই। আমি যে ডাকাতি করি—

গঙ্গু। সেও ঈশ্বরের প্রেরণায়।

ওগ্‌দাই। আমি যে খুন জখম করি—

গঙ্গু। সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

ওগ্‌দাই। মানুষ খুনেতেও তাহ'লে ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে ?

গঙ্গু। আমি বল্‌তে পারি সর্দ্দার! ঈশ্বর এমন একদল মানুষ সৃষ্টি ক'রেছেন, যাদের অত্যাচারের কশাঘাতে, তন্দ্রাতুর মানুষের তন্দ্রা টুটে গিয়ে কর্ম্মের প্রেরণা এনে দেবে। লোক-চক্ষে তারা অত্যাচারী, কিন্তু তারাই প্রকৃত সৃষ্টির মঙ্গলকারী।

ওগ্‌দাই। তবে আমার ডাকাতি করা অন্যায় নয়?

গঙ্গু। কে বলে অন্যায়?

ওগ্‌দাই। আমার খুন-জখম করা পাপ নয়?

গঙ্গু। যে কাজ আমরা করি, তা' পরমাত্মারূপী ঈশ্বরের নির্দ্দেশেই যখন করি, তখন তার ফলাফল আমাদের চিন্তা কর্‌বার প্রয়োজন হয় না।

ওগ্‌দাই। ঠাকুরমশাই,—

গঙ্গু। কিন্তু, মানুষ হ'য়ে দুনিয়ায় এসে, শুধ্‌ একটানা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে চল্‌বে না। যতখানি অত্যাচার ক'রে মানুষের প্রাণে চেতনার সঞ্চার ক'রে দিতে হ'বে, ততখানি মানুষের উপকার ক'রে মানবজন্মের স্বার্থকতা দেখিয়ে যেতে হবে।

ওগ্‌দাই। ঠাকুরমশাই, আজ হ'তে আমার অত্যাচারের অবসান হ'লো। মানুষ হ'য়ে দুনিয়ায় এসে, মানুষের বুকে ছুরী বসিয়ে যতখানি অন্যায় ক'রেছি, আজ আবার মানব-জন্মের স্বার্থকতা দেখাতে মানুষের ঠিক্‌ ততখানি উপকার ক'র্‌তে চাই। দুনিয়াকে দেখাতে চাই, যে ওগ্‌দাইখান্‌ এতদিন অত্যাচারের মুখোস্‌ প'রে স্বার্থ নেশার ঘোরে মায়ের কোল থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটীর বুকে আছ্‌ড়ে মেরেছে,

আজ আবার সে মানুষের দরদি বন্ধু সাজ্‌তে অন্যায়ের মুখোস্ সরিয়ে দিয়ে ন্যায়ের মূর্ত্তিতে দুনিয়ার বুকে দাঁড়াতে চায়। ঠাকুরমশাই, তোমারই মত খোদার সৃষ্ট মানুষ যখন আমি, তখন আমি তোমারই মত মানুষ হ'তে চাই।"

হাসান আসিল

হাসান। পিতা! পিতা!

গঙ্গু। কি সংবাদ হাসান!

হাসান। বাদশাহী ফৌজ দেবগিরি আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে।

গঙ্গু। এ অভিযানের সেনাপতি কে হাসান?

হাসান। সম্রাটের প্রধান সেনাপতি মালেক খসরু।

গঙ্গু। মালেক খসরু আস্‌ছে দেবগিরি আক্রমণ করতে?

হাসান। হ্যাঁ পিতা! আর সঙ্গে আছে পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত বাদশাহী ফৌজ।

গঙ্গু। কোন্ পথে মালেক দেবগিরি আস্‌ছে?

হাসান। গোয়ালিয়র হ'তে বরমঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করেছে।

হরিহর রায় আসিলেন

হরিহর। বরমঙ্গল অতিক্রম ক'রে কৃষ্ণানদীর তীর ধ'রে বাদশাহী ফৌজ চলেছে বিজয়নগরের দিকে।

গঙ্গু। মালেক খস্‌রুর উদ্দেশ্য কি বিজয়নগর আক্রমণ করা?

হরিহর। না। বিজয়নগরের সঙ্গে মিত্রতা ক'রে বাহমনী রাজ্যকে ধ্বংস করা। তাই বাদশাহী ফৌজ প্রথমেই বিজয়-নগরের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।

গঙ্গু। রাজা, এ ক্ষেত্রে আমাদের কি কর্ত্তব্য ?

হরিহর। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—বাহমনী-বিজয়নগর সীমান্তের খরস্রোতা তুঙ্গভদ্রা নদীর বাঁধ রক্ষা করা।

ওগ্‌দাই। তুঙ্গভদ্রার বাঁধের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না রাজা! ওই বাঁধের তীরে আছে আমাদের ছাউনী। বাদশাহী ফৌজের কবল থেকে তুঙ্গভদ্রার বাঁধ রক্ষা কর্‌বে আমার পাঁচশত মোঙ্গলিয়ান্ সাক্‌রেদ।

হরিহর। তোমাকে আমরা বিশ্বাস কর্‌তে পারি ?

ওগ্‌দাই। রাজা, মানুষ হ'য়ে দুনিয়ায় এসে এতদিন মানুষের বুকে ছুরী চালিয়ে, দেশের পর দেশ লুঠ্ ক'রে এসেছি। তাতে কি পেয়েছি জানেন ? শুধু অনুতাপ। চাই সে অনুতাপ ঘোচাতে—চাই আজ মানুষের মত মানুষ হ'তে।

হাসান। কিন্তু, আমাদের জন্য তুমি দিল্লীশ্বরের বিরাগ-ভাজন হ'তে চাও কেন ?

ওগ্‌দাই। শুধু তোমাদের জন্য নয় সুলতান! দিল্লীশ্বরের সঙ্গে আমার একটা অনেকদিনের দেনা-পাওনা আছে। তাই বাহমনী বিজয়নগরের সঙ্গে লড়ায়ের সুযোগে, আমি আমার বকেয়া দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ শোধ ক'রে নিতে চাই।

হরিহর। সত্যই তুমি আমাদের হিতৈষী ?

ওগ্‌দাই। সত্য রাজা!

হরিহর। পারবে তুমি ওই বাঁধ রক্ষা ক'রতে ?

ওগ্দাই। পারবো রাজা !

হরিহর। ওই বাঁধের গুরুত্ব বুঝ্তে পেরেছ ?

ওগ্দাই। বুঝতে পেরেছি। আর আপনিও বুঝ্তে পারবেন রাজা, যে এই মোঙ্গলিয়ান বাচ্ছা ওগ্দাইখান্ জীবিত থাক্তে বাদশাহী ফৌজ তুঙ্গভদ্রার বাঁধ অধিকার ক'রতে পারবে না।

হরিহর। ওই বাঁধের উপর নির্ভর ক'র্ছে অসংখ্য প্রজার জীবন।

ওগ্দাই। সেই নিরীহ প্রজার জীবন রক্ষা ক'র্তে আজ জামীন রইলো মোঙ্গলিয়ান সর্দ্দার ওগ্দাইখানের শির।

[ প্রস্থান।

গঙ্গু। রাজা হরিহর রায় ! আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হ'চ্ছে স্বসৈন্যে তুঙ্গভদ্রার দিকে অগ্রসর হওয়া।

হাসান। আপনার কি অনুমান পিতা ! তুঙ্গভদ্রা তীরে সেনাপতি মালেকের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হ'তে পারে ?

গঙ্গু। যুদ্ধ না হ'লেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্তে হবে। যদি বাদশাহী ফৌজ দাক্ষিণাত্যের কোন অংশে হানা দেয়, তবে দাক্ষিণাত্যের শত সহস্র কোষবদ্ধ তরবারী গর্জ্জে উঠ্বে বাদশাহী ফৌজের রণপিপাসা মেটাতে।

[ সকলের প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য

### তুঙ্গভদ্রার তীরে বাদশাহী শিবির

মালেক খসরু আসিলেন

মালেক। সম্রাটের আদেশে আমাকে দেবগিরি ধ্বংস ক'র্‌তে হবে। বেইমান্ হাসানকে সম্রাটের কাছে ধ'রে নিয়ে যেতে হবে। হাসান, তুমি দিল্লীশ্বরের বিরাগভাজন হ'য়ে, তার রোষানল হ'তে কিছুতেই নিস্তার পাবে না।

ফিরোজ খাঁ আসিল

ফিরোজ। উজির সাহেব! উজির সাহেব!

মালেক। কি সংবাদ ফিরোজ!

ফিরোজ। উজির সাহেব, আপনি ছাউনীর দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বেন, আমার সঙ্কেত পেলে পাঁচশত সুশিক্ষিত সৈন্য আমার কাছে পাঠাবেন।

মালেক। তুমি কোথায় চলেছ?

ফিরোজ। আমি একবার শিবিরের বাইরে যাচ্ছি।

মালেক। কেন?

ফিরোজ। সম্রাট্ কন্যার অনুসন্ধান কর্‌তে।

মালেক। সম্রাট্ কন্যা এই বিজয়নগর সীমান্তে? তুমি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছ ফিরোজ!

ফিরোজ। স্বপ্ন নয় খাঁ সাহেব! সম্রাট আমাদের দেবগিরি বিদ্রোহ দমনে পাঠিয়ে নিজে গোপনে আমাদের যুদ্ধ

দেখ্‌বার জন্য দেবগিরিতে এসেছিলেন। সেখানে আমাদের সন্ধান না পাওয়ায়, তিনি তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এই বিজয়-নগর সীমান্তে এসেছেন।

মালেক। কোথায় তাঁর ছাউনি?

ফিরোজ। তুঙ্গভদ্রার বাঁধের দিকে।

মালেক। তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

ফিরোজ। সম্রাট কন্যা আমায় পত্র পাঠিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লিখেছিলেন। আমি গোপনে সম্রাটের ছাউনিতে গিয়ে দেখি, সম্রাট এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে একা ছাউনী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মালেক। কোথায়? কোন দিকে গেলেন?

ফিরোজ। তুঙ্গভদ্রার বাঁধের দিকে।

মালেক। বাঁধের দিকে? কিন্তু লোকটী কে?

ফিরোজ। অন্ধকারে ঠিক চিনতে পার্‌লুম না। তবে যেটুকু দেখেছি, তাতে মনে হ'লো লোকটী মোঙ্গলিয়ান দস্যু।

মালেক। সম্রাটের সঙ্গে কেউ নেই?

ফিরোজ। না, জন প্রাণী নেই। আমি গোপনে তাঁর অনুসরণ ক'রেছিলাম, কিন্তু শাহজাদী বাধা দিলেন। তিনি বল্‌লেন,—পিতা জান্‌তে পার্‌লে ক্রুদ্ধ হবেন। তাই শাহজাদী আমায় শিবিরে পাঠিয়ে তিনি একাই তাঁর অনুসরণ করেছেন।

মালেক। শাহজাদী এই রাতের অন্ধকারে সম্রাটের অনুসরণ করেছেন?

ফিরোজ। হ্যাঁ উজির সাহেব!

মালেক। তা হ'লে এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য ?

ফিরোজ। কর্ত্তব্য আমি স্থির ক'রেছি উজীর সাহেব !

মালেক। কি কর্ত্তব্য ?

ফিরোজ। আমি গোপনে সম্রাটের অনুসরণ করি উজির সাহেব ! যদি সম্রাট জান্‌তে পেরে ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমার প্রাণদণ্ড বিধান করেন, সে দণ্ড আমি হাসিমুখে গ্রহণ কর্‌বো, তবু এই অন্ধকার রাত্রে অপরিচিত দেশে সম্রাট্ আর শাহজাদীকে একা ছেড়ে দিতে পার্‌বো না।

মালেক। ফিরোজ ! ফিরোজ !

ফিরোজ। আমায় বাধা দেবেন না উজির সাহেব ! মনে রাখ্‌বেন, আমার সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই পাঁচশত সৈন্য পাঠাবেন ওই তুঙ্গভদ্রার বাঁধের দিকে।

[ প্রস্থান।

মালেক। খোদা ! খোদা ! রক্ষা কর মেহেরবান্ সম্রাটের জীবন।

[ প্রস্থান

## পঞ্চম দৃশ্য

### তুঙ্গভদ্রা নদীর বাঁধ

মহম্মদ ও ওগ্‌দাইখান্‌ আসিল

মহম্মদ। এই তুঙ্গভদ্রার বাঁধ ?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ জনাব ! এই তুঙ্গভদ্রার বাঁধ।

মহম্মদ ! আমার একটা কথার সত্য উত্তর দাও ওগ্‌দাই-খান্‌ !

ওগ্‌দাই। আদেশ করুন হজ্‌রৎ !

মহম্মদ। কি উদ্দেশ্যে তুমি এখনও হিন্দুস্থানে আছ ?

ওগ্‌দাই। আপনার জন্যই আমি এখনও হিন্দুস্থানে অপেক্ষা করছি।

মহম্মদ। আমার জন্য ?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ জনাব ! আপনার জন্য।

মহম্মদ। আমাকে তোমার প্রয়োজন ?

ওগ্‌দাই। আমার পঞ্চাশ হাজার আশ্‌রফি চাই।

মহম্মদ। আশ্‌রফি ?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ। আমি এই আশ্‌রফি পেলেই এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব।

মহম্মদ। আমি আর এক কপর্দ্দকও তোমায় দেব না।

ওগ্‌দাই। তাহ'লে আমি হিন্দুস্থান লুঠ্‌ করতেও ছাড়্‌বো না।

মহম্মদ। আমি তোমার রাজা তারমাশিরিণকে তোমার বিরুদ্ধে পত্র লিখ্‌বো।

ওগ্‌দাই। মোঙ্গলখান্ তারমাশিরিণের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই জনাব! তারমাশিরিণের দেশে আমি আর ফিরে যাব না।

মহম্মদ। এখনও বল, তুমি হিন্দুস্থান ত্যাগ ক'র্‌বে কি না?

ওগ্‌দাই। আমার মনোনীত আশ্‌রফি না পেলে আমি হিন্দুস্থান ছেড়ে যাব না।

মহম্মদ। যাবে না?

ওগ্‌দাই। না—যাব না।

মহম্মদ। তবে আমি জীয়ন্তে তোমার গায়ের চামড়া খুলে নেব।

ওগ্‌দাই। কোথায় দাঁড়িয়ে চোখ্ রাঙাচ্ছেন জনাব! এখান হ'তে আপনার তাঁবু আর লোকজন অনেক দূরে। এখানে আপনার কোন লোকজন নাই। এই বাঁধ আগ্‌লে আছে আমারই সাক্‌রেদের দল।

মহম্মদ। বাঁধের ধারে ও কামান কার?

ওগ্‌দাই। বিজয়নগর রাজার।

মহম্মদ। ও পারে ও ছাউনী কাদের?

ওগ্‌দাই। বাহমনী রাজ হাসান বাহমনের।

মহম্মদ। হাসান বাহমন! হাসান বাহমন! বেইমান হাসান বাহমন। এখনও তুমি মহম্মদ তোগলকের পরিচয় পাওনি। এইবার আমি তোমাকে আমার স্বরূপ দেখাবো।

[ প্রস্থানোদ্যত।

ওগ্‌দাই। দাঁড়ান সম্রাট!

মহম্মদ। কেন?

ওগ্‌দাই। আমার আশ্‌রফি।

মহম্মদ। আশ্‌রফি তোমার আর মিল্‌বে না।

ওগ্‌দাই। মিল্‌বে না?

মহম্মদ। না—না—

ওগ্‌দাই। বেশ; তবে আপনি আমার লেড়্‌কী ফিরিয়ে দিন।

মহম্মদ। লেড়্‌কী?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ, আমার লেড়্‌কী।

মহম্মদ। তোমার লেড়কী?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ। আমি তাকে চাই।

মহম্মদ। তুমি তাকে পাবে না।

ওগ্‌দাই। পাব না।

মহম্মদ। না, পাবে না। কি অধিকারে তুমি তাকে দাবী ক'র্‌তে এসেছ?

ওগ্‌দাই। আমার অধিকার নেই? আমি তার জন্মদাতা।

মহম্মদ। জন্মদাতা? সে তোমার অপরাধ।

ওগ্‌দাই। সন্তানের জন্ম দেওয়া পিতার অপরাধ?

মহম্মদ। অপরাধ সবার নয়। অপরাধ তার, যে সন্তানের জন্ম দিয়ে তাকে লালন-পালন ক'র্‌তে পারেনা।

ওগ্‌দাই। কিন্তু, আমাদের বাপ্‌বেটীর রক্তের সম্বন্ধ কোথায় যাবে?

মহম্মদ। রক্তের সম্বন্ধ রক্তস্রোতে ছিন্ন হ'য়ে গেছে। তুমি হয়ত' ভুলে যেতে পার, কিন্তু সে ছবি আজও আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে আছে। আফ্‌গান সীমান্তের সেই জীর্ণ বস্ত্রাবাস, তার মধ্যে রোগক্লিষ্টা অসহায়া নারীমূর্ত্তি। আমি নির্ম্মম, আমি নিষ্ঠুর, আমি কঠোর, তবু আমার স্বীকার কর্‌তে লজ্জা নাই। সেদিন সে নারীর আর্ত্তনাদে সত্যই আমি বিগলিত হ'য়েছিলাম। কে তখন বুঝেছিল, যে মানুষের অস্থি চর্ম্মের আড়ালে জানোয়ারের কলিজা লুকিয়ে থাকতে পারে? তা যদি বুঝ্‌তাম, তাহ'লে আমার সম্মুখে তোমার তীক্ষ্ণ বর্শা অসহায় নারীর বক্ষভেদ ক'র্‌তে পার্‌তো না।

ওগ্‌দাই। তাকে খুন ক'রে আমি তার দুষ্‌মনির প্রতি-শোধ নিয়েছি।

মহম্মদ। দুষ্‌মনি?

ওগ্‌দাই। সারাদিন বনে জঙ্গলে শিকারের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যায় আস্তানায় ফিরে এসে যদি কেউ দেখে, তার বিবাহিতা স্ত্রী এক অজানা পুরুষকে নিয়ে বিছানায় বসে আছে, তখন কি কোন মানুষের কলিজার রক্ত ঠাণ্ডা থাক্‌তে পারে? তাই আমি দুষ্‌মনির বেইমানির প্রতিশোধ নিতে, তার বুকে বসিয়ে দিলাম আমার হাতের ধারালো বর্শা।

মহম্মদ। সেই বর্শার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উঠলো আর্ত্তনাদ! আহত মুমূর্ষু রমণীর সেই আর্ত্তনাদ আফ্‌গানি-স্থানের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে প'ড়লো। আমার এই লৌহ কঠোর বক্ষ ভেদ ক'রে অন্তর আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌লো।

চম্‌কে উঠে দেখলাম রক্তস্রোতে ভেসে চলেছে এক অসহায় মাতৃহারা শিশু।

ওগ্‌দাই। সেই শিশুকে নিয়ে তখনই ঘোড়ায় চ'ড়ে পালিয়ে ছিলেন তাই, নতুবা আফ্‌গান সীমান্তের সেই পর্ব্বত উপত্যকায় আমি আপনাকেও কবর দিতাম।

মহম্মদ। জান, তুমি কার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছ ?

ওগ্‌দাই। জানি। মানুষের বেশধারী এক শয়তানের সাম্‌নে।

মহম্মদ। সাবধান মোঙ্গলিয়ান দস্যু !

ওগ্‌দাই। দিন, আমার লেড়কী ফিরিয়ে দিন।

মহম্মদ। দেব না।

ওগ্‌দাই। তাহ'লে এখান থেকেও আর আপনাকে যেতে দেব না।

মহম্মদ। কৈ হ্যায়। সেনাপতি মালেক—ফিরোজ—

ওগ্‌দাই। চীৎকার ক'রে আকাশ ফাটালেও এই রাতের অন্ধকারে কেউ আপনাকে রক্ষা করতে এখানে ছুটে আসবে না।

মহম্মদ। আস্‌বে না ?

ওগ্‌দাই। না, আস্‌বে না। এখনও বলুন, কোথায় সে লেড়্‌কী ?

মহম্মদ। না, বলবো না। চক্রান্ত ক'রে ভয় দেখিয়ে মহম্মদ তোগলককে সঙ্কল্পচ্যুত করতে চাও ?

ওগ্‌দাই। ফিরিয়ে দেবেন না আমার লেড়কী ?

মহম্মদ। না—না, দেব না।

ওগ্‌দাই। বল্‌বেন না কোথায় আছে আমার লেড়কী ?

মহম্মদ। না—না, বল্‌বো না।

দ্রুত শিরিণা আসিল

শিরিণা। বল, বল পিতা, কোথায় সে লেড়কী ?

মহম্মদ। একি ? শিরিণা,—

শিরিণা। হ্যাঁ পিতা ! কোথায় সে—

মহম্মদ। তুমিও জান্‌তে চাও কোথায় সে লেড়্‌কী ?

শিরিণা। হ্যাঁ পিতা !

মহম্মদ। পিতা আমি নই, পিতা ঐ ওগ্‌দাই খান !

[ প্রস্থান।

শিরিণা। ওই হিংস্র, নরঘাতক, বর্ব্বর দস্যু আমার পিতা ?

ওগ্‌দাই। হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমি তোর পিতা। আয়—আয়—কাছে আয় !

শিরিণা। না—না, কাছে যেতে পার্‌বো না। ওঃ খোদা ! এ পরিচয় জান্‌বার পর আর আমি বাঁচ্‌তে চাই না। আমার মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও !

ওগ্‌দাই। আয়—আয়—কাছে আয়। আমি যে তোর সন্ধানে দুনিয়া ঢুঁড়ে ফেলেছি। এখনও তোর জন্যে আমি হিন্দুস্থান ছাড়্‌তে পারিনি ! আজ যখন তোকে পেয়েছি, তখন আর আমি তোকে ছেড়ে দোব না। তোকে নিয়ে দেশে

ফিরে যাব, তোর সাদী দেব, হিন্দুস্থান লুঠ্ করে বহুৎ আশ্‌রফী মিলিয়েছি, সবই তোর হাতে তুলে দেব।

শিরিণা। না-না, তুমি দস্যু—তুমি নরঘাতক। পিতা বলে তোমাকে ডাকতে পার্‌বো না।

ওগ্‌দাই। ওঃ খোদা! এ কথা শুনে আমি এখনও স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি! হ্যাঁ হাঁ, ঠিক্ হ'য়েছে, দুষ্‌মনির গর্ভে দুষ্‌মনিই জন্মায়, তবে আর তোকে দুনিয়ার আলো বাতাস দেখ্‌তে দেব না। ( ছুরী মারিতে গিয়া ) না-না, আমি তোকে খুন কর্‌তে পার্‌বো না। আমি তোর মুখে একটীবার "বাবা" ডাক্ শুনে, তোকে ছেড়ে দেশে ফিরে যাব। বল্ মা! একটীবার "বাবা" বল্।

শিরিণা। না-না, আমি তোমায় পিতা ব'লে ডাক্‌তে পারবো না। আমার পিতা ভারত সম্রাট মহম্মদ তোগলক!

[ প্রস্থান।

ওগ্‌দাই। দুষমনি! শয়তানি! [ ছুরী লইয়া শিরিণাকে হত্যা করিতে শিরিণার পশ্চাদ্ধাবনে উদ্যত হইল, সহসা ফিরোজ আসিয়া তরবারির দ্বারা ওগ্‌দাইখানকে আঘাত করিয়া প্রস্থান ] ওঃ! মাপ্ কর্ খোদা আমাকে—মাপ্ কর্ খোদা আমার লেড়কীকে। ওরে মাঙ্গু! সুলতান হাসানকে সংবাদ দে, যে ওগ্‌দাই বাঁধ রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না, সেজন্য তিনি যেন আমায় মাপ্ করেন।                [ টলিতে টলিতে প্রস্থান।

[ দূরে দামামা বাজিয়া উঠিল, কোলাহল শোনা গেল :—"সর্দ্দার কোতল—সর্দ্দার কোতল"! ]

পুনঃ ফিরোজ আসিল

ফিরোজ। সর্ব্বনাশ! শত শত মোঙ্গলিয়ান দস্যু তীক্ষ্ণ বর্শা নিয়ে হিংস্র ব্যাঘ্রের মত ছুটে আস্‌ছে। উজীর সাহেব! উজীর সাহেব! বাদশাহী ফৌজ—বাদশাহী ফৌজ!

বেগে মালেক খসরু আসিল

মালেক। বাদশাহী ফৌজ অবরুদ্ধ।

ফিরোজ। অবরুদ্ধ?

মালেক। হ্যাঁ অবরুদ্ধ। বিজয়নগর সেনাদল বাদশাহী ফৌজের গতিরোধ ক'রেছে।

ফিরোজ। তাহ'লে এখন উপায়? কি ক'রে সম্রাট ও শাহজাদীর জীবন রক্ষা হবে? আর আমরাই বা কেমন ক'রে ওই দস্যুদলের কবল থেকে মুক্তি পাব?

মালেক। যেমন ক'রে হোক্ সম্রাটের জীবন রক্ষা ক'র্‌তে হবে! হিন্দুস্থানের মালিক শাহানশা মহম্মদ তোগলকের জীবন, এই ভাবে দস্যুদলের হাতে নষ্ট হ'তে পারে না। ফিরোজ! যেমন ক'রে হোক্, তুমি সম্রাটের জীবন রক্ষা কর।

[ প্রস্থান।

ফিরোজ। বর্ব্বর দস্যুদলের কবল থেকে সম্রাটের জীবন রক্ষার উপায়···হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বাঁধ! ঐ খরস্রোতা পাহাড়ে নদী তুঙ্গভদ্রার বাঁধ কামান দেগে ভেঙ্গে দিয়ে জলপ্লাবনে ভাসিয়ে দেব ওই দস্যুদলকে। [ প্রস্থান।

[ নেপথ্যে কামান গর্জ্জন, জলপ্লাবনের শব্দ ও বহু লোকের কোলাহল—"রক্ষা কর—রক্ষা কর"। ]

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

বিজয়নগর উপত্যকা

[ নেপথ্যে জলপ্লাবনের শব্দ, বহু লোকের চীৎকার—
"রক্ষা কর—রক্ষা কর" ]

স্বাগতা আসিলেন

স্বাগতা। পাগ্‌লা নদী বাঁধ ভেঙ্গে প্রলয় গর্জ্জনে দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। আমার সাধের বিজয়নগরের অসংখ্য নরনারী ওই প্রবল স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে "পরিত্রাহি পরিত্রাহি" রবে চীৎকার কর্‌ছে। আর্ত্তকণ্ঠে "মা-মা" ব'লে আমায় ডাক্‌ছে। ভয় নাই—ভয় নাই বিপন্ন তনয়-তনয়া, আমি শুধু রাণী নই, আমি তোদের জননী।

( প্রস্থানোদ্যত )

ফিরোজ দূর হইতে বলিতে বলিতে আসিল

ফিরোজ। শিরিণা! শিরিণা!

স্বাগতা। কে তুমি পথিক ?

ফিরোজ। আমি পাঠান সেনানী।

স্বাগতা। এখানে চীৎকার ক'রে কাকে ডাক্‌ছো ?

ফিরোজ। শিরিণা—শাহজাদী শিরিণাকে।

স্বাগতা। তাকে এখানে কোথায় পাবে ?

ফিরোজ। এই পথ দিয়ে ছুটে চ'লে গেছে।

স্বাগতা। এখানে শাহজাদী কি ক'রে এলেন ?

ফিরোজ। বাদশাহী ফৌজের গতি লক্ষ্য ক'রে শাহজাদীকে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ এসেছেন এখানে যুদ্ধ দেখ্তে।

স্বাগতা। বাদশাহ এসেছেন ? কোথায় তাঁর ছাউনি ?

ফিরোজ। ওই তুঙ্গভদ্রার পাহাড় উপত্যকায়। শাহজাদীও সেইখানেই ছিলেন, সেখান থেকে তিনি আমায় গোপনে পত্র দিয়েছিলেন সাক্ষাৎ ক'র্তে।

স্বাগতা। শাহজাদীর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে ?

ফিরোজ। হ'য়েছিল। মধুরাতে জ্যোৎস্না আলোয় সম্রাট শিবিরের পাশে সুরু হ'য়েছিল মধু আলাপন। এমন সময়, সহসা আমাদের শান্তির সংসারে বজ্রাঘাত ক'র্লে মোঙ্গলিয় দস্যু ওগ্দাইখান।

স্বাগতা। ওগ্দাইখান্! কি করেছে সে ?

ফিরোজ। খাম্খেয়ালী সম্রাটকে নিয়ে গেল কৌশলে তাঁকে হত্যা কর্বার জন্য।

স্বাগতা। তারপর সেনানী!

ফিরোজ। আমাদের মিলন-বাসর ভেঙ্গে গেল। শাহজাদী ছুট্লেন সম্রাটের যাওয়ার পথে, আমি গেলাম আমাদের ছাউনিতে সংবাদ দিতে। সংবাদ দিয়েছিলাম, সৈন্যও আস্ছিলো. কিন্তু তারা বাধা পেল, তাই যখন দেখ্লাম দস্যু কবলে সম্রাটের জীবন বিপন্ন, তখন আমি কামান দিয়ে ভেঙ্গে দিলাম ওই পাহাড়ে নদী তুঙ্গভদ্রার বাঁধ।

স্বাগতা। তুমি? সৈনিক, তুমি ভেঙ্গেছ ওই তুঙ্গভদ্রার বাঁধ?

ফিরোজ। হ্যাঁ মা! আমি ভেঙ্গেছি।

স্বাগতা। কি ক'রেছ সৈনিক? তোমার এক মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য আজ হাজার হাজার প্রজার জীবন বিনাশ হ'লো।

ফিরোজ। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে আমার হৃদ্‌পিণ্ডকে দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে ওই প্রবল প্লাবনে ভাসিয়ে দিতে হ'য়েছে।

স্বাগতা। সৈনিক,—

ফিরোজ। আমার রচিত এই প্লাবনে ভাসিয়ে দিতে হয়েছে আমার যৌবনের সঙ্গিনী শাহজাদী সম্রাট নন্দিনীকে।

স্বাগতা। শাহ্‌জাদী শিরিণা এই প্রবল প্লাবনে?

ফিরোজ। সম্রাটের মুখে ওগদাইখানকে তার জন্মদাতা জেনে, ঘৃণায় লজ্জায় সে অসীমের পথে ছুটে চলেছিল, পাগ্‌লা নদী বাঁধ ভেঙ্গে তার পিছনে ছুট্‌লো, তাকে গ্রাস ক'রে ফেল্‌লে।

স্বাগতা। আদরিণী সম্রাট নন্দিনী ওই প্লাবনের মাঝে? না-না, তা হ'তে পারে না। আমার স্বামীর মুক্তিদাতা ভারত সম্রাট মহম্মদ তোগলকের নয়নমণিকে আমি জলপ্লাবনে ভেসে যেতে দেব না।

ফিরোজ। ওই—ওই দেখ মা, স্রোতের বুকে ভেসে যায় আমার জীবন-সঙ্গিনী সম্রাট-নন্দিনী।

স্বাগতা। ছুটে এসো সৈনিক আমার পশ্চাতে, সম্রাটের উপকারের প্রতিদান দিতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ঐ জলস্রোতে তুলে নিয়ে আস্‌ব সম্রাট নন্দিনীকে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

হাসান ও হরিহর রায় আসিলেন

হাসান। বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক বাদশাহী ফৌজ! ওই দেখুন মহারাজ! প্রলয় গর্জ্জনে পাগ্‌লা নদী দু'কূল প্লাবিত ক'রে ধেয়ে চলেছে, তার ওই সর্ব্বনাশা স্রোতে নর-নারী, গো-মহিষ পশুর অজস্র শবদেহ ভেসে চলেছে।

হরিহর। হাসান, পার ভাই! বাদশাহী শিবিরে গিয়ে এর জন্য বাদশাহর কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে?

হাসান। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাদশাহী শিবির! অতর্কিতে বাদশাহী শিবির আক্রমণ ক'রে বন্দী করবো সম্রাট্ মহম্মদ তোগলককে।

গঙ্গু আসিলেন

গঙ্গু। ভুলের পেছনে ছুটে আর নূতন সর্ব্বনাশকে ডেকে এনো না রাজা!

হাসান। ভুল! না পিতা, ভুল নয়। দাক্ষিণাত্যের এই বিরাট জলপ্লাবনে শত সহস্র নাগরিকের জীবননাশের জন্য দায়ী সম্রাট নিজে।

গঙ্গু। না হাসান! দায়ী আমরা।

হরিহর। আমরা?

গঙ্গু। হ্যাঁ রাজা।

হাসান। কেন পিতা ?

গঙ্গু। ওগ্‌দাইখানকে তুঙ্গভদ্রার বাঁধ রক্ষার ভার দেওয়াই আমাদের ভুল হ'য়েছে।

হাসান। তবে সে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তুঙ্গভদ্রার বাঁধ ভেঙ্গেছে ?

গঙ্গু। না, বিশ্বাসঘাতকতা সে করেনি। আমরা যেমন সরল মনে বিশ্বাস ক'রেছিলাম, সেও তেম্‌নি তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রেছিল ওই তুঙ্গভদ্রার বাঁধ রক্ষায়। কিন্তু, তার মনের মধ্যে লুকিয়েছিল মহম্মদ তোগলকের হত্যার সঙ্কল্প। তার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ করতে কৌশলে সে সম্রাটকে নিয়ে গিয়েছিল তুঙ্গভদ্রার বাঁধে। কিন্তু, বিধাতার চক্রান্তে, তার হত্যার সঙ্কল্পে সে নিজে নিহত হ'য়ে, হতাহত ক'র্‌লে দাক্ষিণাত্যের শত শত নিরীহ নাগরিককে।

হাসান। কিন্তু বাঁধ ভাঙ্‌লে কে ?

গঙ্গু। দুর্দ্ধর্ষ মোঙ্গলিয়ান দস্যুর কবল থেকে সম্রাটের জীবন রক্ষা করতে বাঁধ ভেঙ্গেছে প্রভুভক্ত ভৃত্য, সেনাপতি ফিরোজ খাঁ।

হরিহর। যেই ভাঙ্গুক, সম্রাটকে উপলক্ষ করেই এই ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা হ'য়েছে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে এই মৃত্যুযজ্ঞ হ'তে এদেশকে রক্ষা করতে পার্‌তেন না ?

গঙ্গু। পাষাণ! পাষাণ হৃদয় ভারত সম্রাট মহম্মদ তোগ্‌লক, মৃত্যুর কি বেদনা সে জানে না। আত্মীয় বিয়োগের কি জ্বালা সে বোঝে না। তার আপনার বলতে একটী প্রাণীকেও তো কখনও কালনাগিনীতে ছোবল মারেনি।

স্বাগতা ও শিরিণা আসিল

স্বাগতা। বিষধরী কালনাগিনী বিষ ঢেলেছিল প্রভু! নীলকণ্ঠের মত সে বিষকে জীর্ণ ক'রে এই দেখুন মৃত্যুবিজয়িনী আবার ফিরে এসেছে।

হরিহর। ইনি কে স্বাগতা?

গঙ্গু। একি! শাহজাদী শিরিণা!

হরিহর। শাহজাদী?

গঙ্গু। তুমি কোথায় ছিলে?

শিরিণা। আত্মপরিচয় পেয়ে আপন মনে দিগন্তে ছুটে-ছিলাম, হঠাৎ পাগ্‌লা নদী দু'বাহু মেলে আমায় বুকে তুলে নিলে, আমিও শান্তিতে তার বুকে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

গঙ্গু। তারপর--

স্বাগতা। বালির তটে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছিলেন, অনেক চেষ্টায় চেতনা সঞ্চার ক'রে এখানে নিয়ে এলাম।

হরিহর। শাহজাদী, আপাততঃ আপনি এখানে বিশ্রাম করুন।

শিরিণা। এখানে বিশ্রাম কর্‌তে পার্‌বো না। আমায় ফিরে যেতে হবে।

হরিহর। কোথায় যাবেন?

শিরিণা। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় অভিমান ভরে আমি সম্রাটকে ত্যাগ ক'রেছিলাম, তিনি আমার জন্মদাতা পিতা না হ'লেও পিতারও অধিক। তাই আমি তার কাছে ফিরে যেতে চাই।

গঙ্গু। যাবে—যাবে তুমি সম্রাটের কাছে ?

শিরিণা। যাব না ? আমায় হারিয়ে তিনি হয়তো পাগল হ'য়ে গেছেন। ওই যে, শিরিণা শিরিণা বলে ডাক্‌ছেন। যাব—যাব পিতা ! ছুটে যাব, তোমার কাছে তোমার শোক সন্তপ্ত নয়নাশ্রু মুছিয়ে দিতে।

[ প্রস্থান।

স্বাগতা। শাহ্‌জাদী—শাহজাদী, ফিরে আসুন—ফিরে আসুন।

[ প্রস্থান।

গঙ্গু। এই যুদ্ধ আর প্লাবনের মাঝে শাহজাদীকে একা ছেড়ে দেওয়া হবে না। তোমরা ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে বাদশাহী শিবিরে পৌঁছে দিয়ে এসো।

হরিহর। তাই হবে প্রভু ! আপনার আদেশ আমরা নত শিরে পালন ক'র্‌বো। এসো হাসান !

[ হরিহর রায় ও হাসানের প্রস্থান।

গঙ্গু। আঁধার আলো, আর আলো আঁধার, এই দিয়ে প্রকৃতি গড়া, হে জগদীশ্বর ! তোমারই খেয়ালে অবিরাম গতিতে চলেছে সুখ-দুঃখ উত্থান-পতন। আমার কর্ম্ম শেষ। এইবার শুধু পরীক্ষা নেব তোমার চক্রের ঘূর্ণনের।

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### তুঙ্গভদ্রার তীরে বাদশাহী শিবির

[ দূরে জল প্লাবনের শব্দ, আকাশে ঝড়, মেঘ গর্জ্জন ও বজ্রপাতের শব্দ হইতেছিল ]

মহম্মদ ও পীর বাহারাম আসিলেন

মহম্মদ। ও কিসের গর্জ্জন! বাইরে ও কিসের গর্জ্জন বাহারাম!

পীর। আকাশে ঝড় উঠেছে, মেঘ ডাক্‌ছে, বজ্র হান্‌ছে, ও তারই প্রতিধ্বনি হজরৎ!

মহম্মদ। আমার অন্তরে বাহারাম—আমার অন্তরে, ঐ তুঙ্গভদ্রার জলস্রোতের মত বজ্র গর্জ্জন ক'রে দু'কুল প্লাবিত ক'রে চলেছে: দেখতে পাচ্ছ? শুন্‌তে পাচ্ছ? বাহারাম!

পীর। আপনাকে দেখছি জনাব!

মহম্মদ। আমায় দেখবার কতটুকু দৃষ্টিশক্তি তোমার আছে, কতটুকু তুমি দেখতে পাচ্ছ? বিরাট্ বনস্পতি বজ্রাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে, শুধু পড়ে আছে রাশীকৃত জলন্ত অঙ্গার।

পীর। সম্রাট! আপনি অসুস্থ, বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

মহম্মদ। বিশ্রাম? কি নিয়ে বিশ্রাম কর্‌বো বাহারাম! পথের ভিখারী, যে এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়, তারও রোগশয্যায় বসে সেবাময়ী মাতৃমূর্ত্তি

কলস্পর্শ হস্ত বুলিয়ে তার রোগ যন্ত্রণা দূ'র ক'রে দেয়। আর তামাম্ হিন্দুস্থানের বাদশাহ আমি, আমার রোগ শয্যার পাশে আজ কেউ নেই বাহারাম! আমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই।

পীর। আপনার মর্ম্মবেদনা আমি বুঝতে পেরেছি জনাব! শাহজাদীর সন্ধানের জন্য আমি চারিদিকে চর নিযুক্ত ক'রেছি।

মহম্মদ। পেয়েছ বন্ধু? পেয়েছ তার সন্ধান?

পীর। না হজরৎ! এখনও কোন সন্ধান পাইনি।

মহম্মদ। পাওনি? আর পাবেও না।

পীর। হজরৎ!

মহম্মদ। কত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, কত জাতির ইতিহাস মন্থন ক'রে, আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে রেখেছিলাম, কেউ তাকে চাইলে না, আমার অন্তরের সার বস্তুকে কেউ নিলে না। শুধু বেইমানী আর বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, আমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে, ভারতের ইতিহাসে আমাকে একটা অত্যাচারী, অবিবেকী নির্ম্মম জহ্লাদ প্রমাণ ক'রে গেল। বাহারাম! অস্ত্র অস্ত্র—

পীর। জনাব!

মহম্মদ। না-না, যাও—যাও। (পীর বাহারাম চলিয়া গেল) গুপ্তঘাতক—চারিদিকে গুপ্তঘাতক! কে আছ? ফিরোজ! মালেক খসরু! বাহারাম!

পীর বাহারাম আসিল

পীর। জনাব!

মহম্মদ। গুপ্তঘাতক! চারিদিকে গুপ্তঘাতকের দল আমায় ঘিরে ফেলেছে। গুপ্তঘাতকের ভয়ে আমি তিনদিন নিদ্রা যেতে পারিনি।

পীর। আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যেতে পারেন হজরৎ!

মহম্মদ। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসে বন্ধু! কিন্তু, ভয় হয়, আমি চোখ বুজলেই যদি তারা এগিয়ে আসে।

পীর। কেউ আস্‌বেনা সম্রাট! আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান, দ্বারে আমি সশস্ত্র প্রহরী রেখেছি। তারা সারা রাত পাহারা দেবে। আপনি বিশ্রাম করুন হজরৎ! শোক সন্তপ্ত দেহকে একটু বিশ্রাম দিন।

মহম্মদ। তবে তাই হোক্ বাহারাম! আমি আর জাগতে পারিনা। দেহ আমার অবশ হয়ে আস্‌ছে, আমি ঘুমুই। (খাটিয়ায় শুইলেন ও ঘুমাইলেন। কিছু পরে তন্দ্রাঘোরে বলিলেন) কে, কে তুমি? কনোজ সুবেদার! আমি বারুদের আগুনে কনোজ ধ্বংস করেছি, তার প্রতিশোধ নিতে তুমি আমায় হত্যা কর্‌তে এসেছো শয়তান!

পীর। হজরৎ!

মহম্মদ! বাহারাম! শয়তান—শয়তান!

পীর। কই হজরৎ? এখানে কেউ নেই।

মহম্মদ। (তন্দ্রা কাটিল) তবে—তবে কি আমি স্বপ্ন দেখলাম? হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ স্বপ্ন। বাহারাম, তুমি যাও। (বাহারামের প্রস্থান। পুনরায় শুইলেন ও ঘুমাইলেন। কিছু পরে তন্দ্রাঘোরে বলিলেন) কারা কাঁদে? একি! এ যে সমবেত ভারতবাসীর

আকুল ক্রন্দন রোল! কার অত্যাচারে আজ আমার প্রজারা জর্জ্জরিত? কে তুমি পুত্রহারা জননী? কে তোমার কোল থেকে পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটীতে আছড়ে মেরেছে? কে তুমি স্বামী-হারা অনাথিনী? কে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে? তোমরা কারা? পঞ্চনদ, কনোজ, গুজরাট! বল, কেন তোমাদের এই ক্রন্দন? কে করেছে তোমাদের নির্য্যাতন? কে সে শয়তান? কে সে দুষমন? বল—বল, আমি মহম্মদ তোগলক, জীয়ন্তে তার গায়ের চামড়া খুলে নেব!

বাহারাম আসিলেন

পীর। হজরৎ—হজরৎ!

মহম্মদ। [ মহম্মদ তন্দ্রাঘোরে সহসা উঠিয়া বাহারামের গলা টিপিয়া ধরিয়া কহিলেন ] শয়তান্! দুষমন!

পীর। হজরৎ! আমি আপনার গোলাম!

মহম্মদ। ও, বাহারাম! ( তন্দ্রা কাটিল ) যাও। হাঁ। শোন, তোমার ছুরীটা আমায় দিয়ে যাও। চারিদিকে গুপ্তঘাতক। যদি কেউ এগিয়ে আসে? হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার ছুরীটা পেলেই আমি বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারব।

পীর। এই নিন্ হজরৎ! ( মহম্মদকে ছুরী দিলেন )

মহম্মদ। তুমি যাও। এবার আমি ঠিক্ ঘুমিয়ে পড়্বো।

[ অভিবাদন করিয়া বাহারাম চলিয়া গিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন ]

( মহম্মদ পুনরায় শয়ন করিলেন )

শিরিণা আসিলেন

শিরিণা। পিতা! পিতা!

পীর। শাহজাদী!

শিরিণা। হ্যাঁ, আমার পিতা কই?

পীর। ওই যে ঘুমিয়ে প'ড়েছেন। তিন রাত্রির পর এই প্রথম ঘুম। এখন আর আপনি ডাক্‌বেন না শাহজাদী!

শিরিণা। না, ডাক্‌বো না। আমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে, ওঁর আরও গাঢ় ঘুম এনে দোব।

[ মহম্মদ তোগলকের বিছানায় বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন ও পরে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ]

মহম্মদ। ( তন্দ্রাঘোরে সহসা লাফাইয়া উঠিয়া ) ওরে শয়তান! ওরে গুপ্তঘাতক! ( শিরিণার বক্ষে ছুরিকাঘাত )

শিরিণা। পিতা! ( মৃত্যু )

মহম্মদ। শয়তান! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পীর। হজরৎ—হজরৎ—

হরিহর রায় আসিলেন

হরিহর। সম্রাট্—সম্রাট্—

হাসান আসিল

হাসান। শাহানশা—শাহানশা—

মহম্মদ। ( এতক্ষণে হাসি থামিল ও তন্দ্রা কাটিল ) কে—কে?

পীর। ও যে শাহজাদী শিরিণা।

মহম্মদ। শিরিণা ?

গঙ্গু আসিলেন

গঙ্গু। হ্যাঁ, শাহজাদী শিরিণা।

মহম্মদ। গঙ্গু! হরিহর রায়! হাসান! তোমরা আজ আমার অবিচারের বিচার করতে এসেছ ?

গঙ্গু। না। আমরা নির্ব্বাক্ দর্শক সেজে এখানে দেখ্‌তে এসেছি, লৌহ মানব ভারত সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের প্রাণ কতখানি কঠোর। দেখ্‌তে এসেছি, তার পাষাণ প্রাণ বিগলিত হয় কিনা ? দেখ্‌তে এসেছি, তার বাড়বাগ্নি প্রজ্জ্বলিত নয়ন-যুগল হ'তে ওই তুঙ্গভদ্রার স্রোতের মত জলস্রোত বয়ে যায় কিনা ? একি! সম্রাট, আপনার চোখে জল ? ওরে হাসান! দেখ্ দেখ্ আজ পাষাণ ফেটেছে। সম্রাট্ আজ আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে। ভারত সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক! আপনার আমার হত্যা ক্ষমার যুদ্ধে আমি জয়ী—আমি জয়ী।

মহম্মদ। আমি স্বীকার ক'র্‌ছি, এ অভিনব সংগ্রামে, তোমারই জয়। রাজা হরিহর রায়! আমি আজ রাতের অন্ধকারে মুখ ঢেকে এদেশ ত্যাগ ক'রে চ'লে যাব। আমার কন্যা আমার সঙ্গে গেল না, সে পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে এইখানেই ঘুমিয়ে পড়্‌লো। বিজয়নগররাজ হরিহর রায়! বাহমনীরাজ সুলতান হাসান বাহমন! আপনাদের রাজ্য আপনাদেরই থাক্, তার মধ্যে বাহমনী-বিজয়নগরের সীমান্তে আমার

কন্যার কবরের জন্য একটু জমী ভিক্ষা দিন। রাজা! সুলতান! আপনারা আজ আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

হাসান। শাহানশা! আমাদের অপরাধী ক'রবেন না।

হরিহর। অনুমতি করুন হজরৎ! শাহজাদীর কবরের জন্য আমরা এই বাহমনী-বিজয়নগর সীমান্তে মাণিক্যখচিত মর্ম্মর সৌধ নির্ম্মাণ ক'রে দিই।

মহম্মদ। না রাজা! পথে কুড়িয়ে পাওয়া ফুল, যখন পথেই ঝরে গেল, তখন তার বুকে আর পাথর চাপা দিতে চাই না। সবুজ ঘাসের গালিচা হবে আমার মায়ের আস্তরণ, তার উপরে থাক্‌বে নক্ষত্র মণ্ডিত ঘন নীল আস্‌মান্। রাজা! সুলতান! আমি হয়তো খেয়ালের বশে মাঝে মাঝে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে ছুটে আস্‌ব। তখন যেন আপনারা আমাকে বাধা দেবেন না। আমি শত্রুরূপে আস্‌ব না—সম্রাট্‌রূপে আসব না। আমি দেখ্‌তে আস্‌ব, আমার বাহমনী অভিযানের পরিণাম। আর এ স্মৃতিকে আমরণকাল স্মরণ রাখ্‌তে, এই হ'য়ে গেল আমার জীবনের শেষ **অভিযান**!